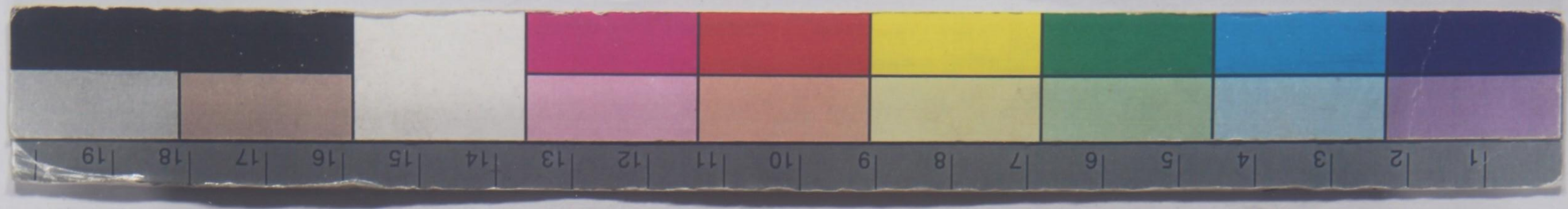
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

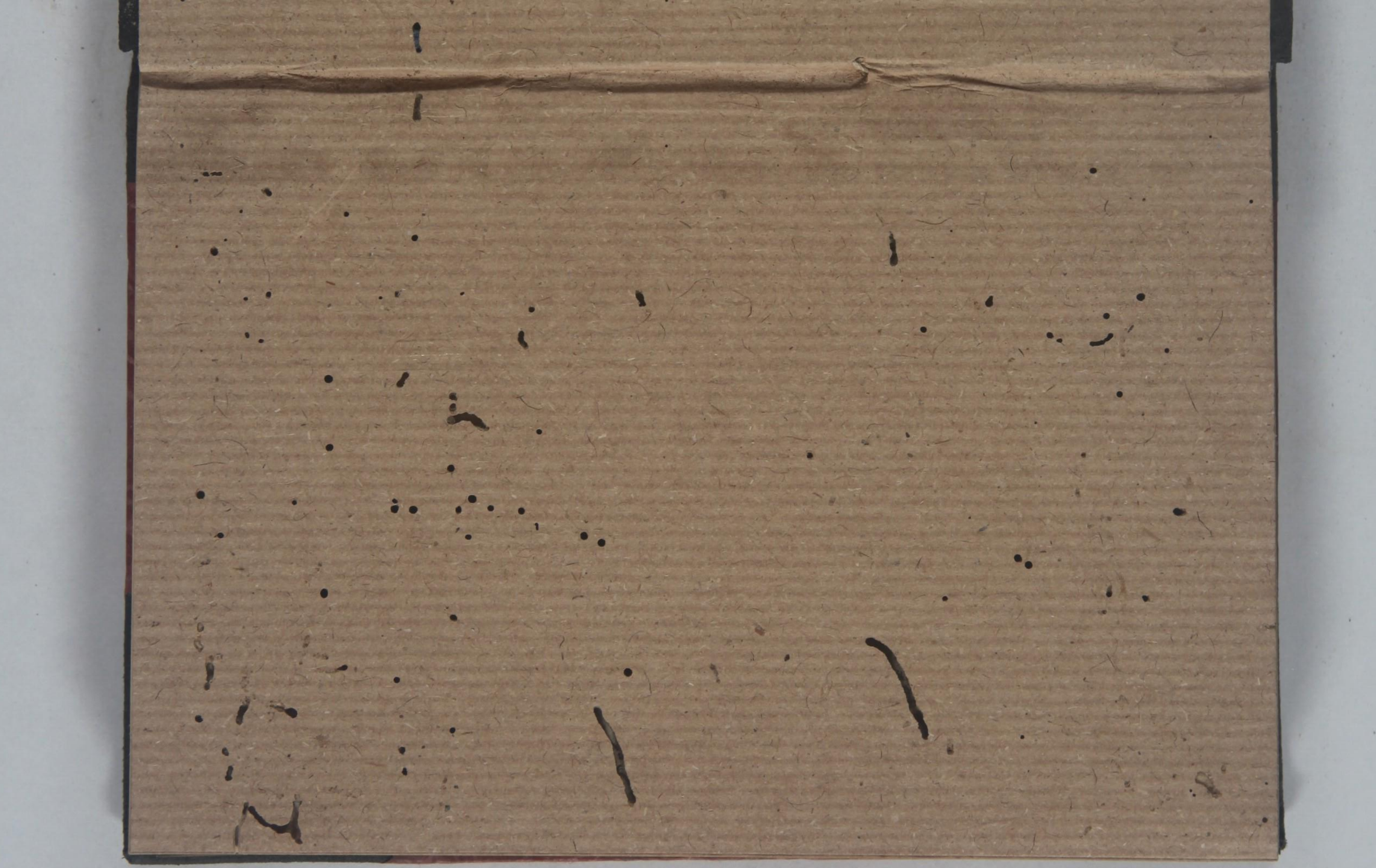

মাননীয়

মদি

All rig

মাননীয় গভর্ণমেণ্ট ও ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক লাইব্রেরী ও পুরস্কারের জন্য
অনুমোদিত। (মার্চ্চ—১৯১১ সন)

মদিনা শরীফের ইতিহাস

চন্দন কাগার।
No.
CHANDERNAGORE PUSTAKAGAR.

মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

PUBLISHED BY THE AUTHOR,
S. & Co.
Gaffargaon, Mymensingh.

1914.

All rights reserved.

মূল্য ১৲ এক টাকা।

Printed by S. A. Gunny,

at the Alexandra Steam Machine Press, Dacca.

চন্দননগর পুস্তকাগার।
No. ম-৩৫৩
CHANDERNAGOR PUSTAKAGAR.

মুখবন্ধ।

মক্কা-নগরী আমাদের ভবার্ণবের কর্ণধার হজরতের জন্মস্থান এবং মদিনা তদীয় কর্ম্ম ও সিদ্ধিস্থল। হজরতের জন্ম ও কর্ম্মভূমির সহিত মুসলমানদের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ। তজ্জন্য মক্কা ও মদিনা ইস্লাম-জগতে অদ্বিতীয় তীর্থ-স্থান। এই পুণ্য তীর্থদ্বয়ের ইতিহাস জানিবার জন্য বাঙ্গালী মুসলমান মাত্রেরই হৃদয়ে আগ্রহ থাকা একান্ত স্বাভাবিক; কিন্তু বঙ্গভাষায় তৎসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ না থাকায় এতদিন তাঁহাদের সে আগ্রহ মিটাইবার উপায় ছিলনা। **মক্কা-শরীফের ইতিহাস** প্রকাশ করিয়া আমরা তাঁহাদের একতর অভাব পূরণের প্রয়াস পাইয়াছি। করুণাময়ের কৃপায় সম্প্রতি **মদিনা-শরীফের ইতিহাসও** প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহাদের অন্যতর অভাব মোচনে কতদূর সহায় হইবে, আমরা তাহা বলিতে অক্ষম।

মক্কা ও মদিনা শরীফের ইতিহাস দুইখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইলেও একই মূল-সূত্রে আবদ্ধ, বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট তাহা বলাই বাহুল্য।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মদিনা নিবাসী সৈয়দ নূরদ্দিন আলী বেন্নে সৈয়দ আফাফদ্দিন আবদুল্লা বেন্নে আহ্মদ হোসেনী সম্হুদী কৃত ইতিহাস **উফাউল উফা** বা আখ্বারে দারুল মোস্তফা কতিপয় ইতিবৃত্ত হইতে সংগৃহীত ও লিখিত হইয়াছিল। উফাউল উফা ৮৮ হিজরী সালে লিখিত হয়।

পূর্ব্ব হইতেই মদিনার ধারবাহিক ইতিহাস ছিল; কিন্তু পুস্তকাগারে অগ্নি সুযোগ হওয়ায় মূল ইতিবৃত্তখানি দগ্ধীভূত হইয়া যায়। সুখের বিষয়, উহার এক সংক্ষিপ্ত প্রতিলিপি অন্যত্র সংরক্ষিত ছিল। উহার অভাবে এরূপ আমূল বিবরণপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পৌরাণিক ইতিহাস জানিবার উপায়ান্তর ছিল না।

৮৮৮ সনে মদিনার উপরোক্ত ইতিবৃত্তগুলি হইতে আমাদের অবলম্বিত ইতিহাস খানি স্বতন্ত্রভাবে সংগৃহীত হইয়া উহার **জজবুল কুলুব** নামকরণ করা হয়। ১০০১ সালে জগদ্বিখ্যাত বিদ্যার প্রসূতি ক্ষেত্র দিল্লীতে ইহা পুনঃ সংস্কৃত হয়। দিল্লী নিবাসী পণ্ডিতকুলতিলক মৌলানা আবদুল হক্ সাহেব ইহার প্রণেতা। তিনি তদীয় পিতৃদেবের সহিত হজ্জ করিতে গিয়া এই বিশ্ববরেণ্য পুণ্যধামের ইতিহাসখানি সংগৃহীত ও সঙ্কলিত করেন। এই অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া তিনি ধরাধামের কলকোলাহল হইতে অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। চন্দ্র সূর্য্য বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার পুঞ্জীকৃত সঞ্জীবনী সুধাপানে পরম প্রীতি ও আনন্দ লাভে কৃতার্থ হইব, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থের সুশৃঙ্খলা-বিধানের জন্য আমাদিগকে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সে বিষয়ে যত্নের কোন ত্রুটী হয় নাই। তবে আমাদের অক্ষমতা বশতঃ ইহাতে বহুল ত্রুটী পরিলক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা। আশা করি, উদার-হৃদয় পাঠকগণ তাহা স্বীয়গুণে মার্জ্জনা করিবেন। এখন পুণ্যক্ষেত্রের এই পুণ্যকাহিনী পাঠে যদি পাঠকবৃন্দের হৃদয় কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয়, তবেই আমাদের সকল যত্ন ও শ্রম সফল বোধ করিব।

মদীয় পরম বন্ধু সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত মৌলভী আবদুল করিম সাহেব "মদিনা-শরীফের ইতিহাস" দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

বনগ্রাম—
পোঃ গফরগাঁও; ময়মনসিংহ।
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১৪ সাল।

বিনয়াবনত—
শেখ আবদুল জব্বার।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

জগৎ-পিতার করুণায় মদিনা-শরীফের ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। তিন বৎসর যাবৎ বই নিঃশেষ হইয়াছে। কিন্তু নানাবিধ বিপদে পতিত থাকা নিবন্ধন নূতন সংস্করণ বাহির হয় নাই। এইবার বইয়ের সাইজ পরিবর্ত্তন করিয়া ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী করা হইল এবং প্রথমে তিনরঙ্গে মুদ্রিত মদিনার মসজেদের ছবি এবং মদিনা-শরীফের বর্ত্তমান বিবরণ ও পরিশিষ্টে হজ্জযাত্রীদিগের জন্য তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিবরণ সমস্তই প্রদত্ত হইয়াছে। ভরসা যে ইহাতে যেমন গ্রন্থের কলেবর পরিশোভিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তেমনই পাঠকদিগের মনোরঞ্জক হইবে। এই সংস্করণে ইতিহাসখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে যত্নের ত্রুটি করি নাই।

আজ আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, দয়ালু গবর্ণমেণ্ট মাননীয় ডিরেক্টার বাহাদুর বঙ্গীয় স্কুলের পুরস্কার ও লাইব্রেরীর জন্য এই ইতিহাস অনুমোদন করিয়াছেন। এখন আশা করি যে বঙ্গীয় স্কুল পাঠশালার শিক্ষকবর্গ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের সময় আমাদের এই ইতিহাসের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিবেন। নিবেদন ইতি।

শ্রাবণ, ১৩২১ সাল।
ঢাকা।

বিনত—
শেখ আবদুল জব্বার।

চন্দননগর পুস্তকাগার।
No............
CHANDERNAGOR PUSTAKAGAR.

নূরজাহান বেগম।

সম্রাট্ জাহাঁগীর ও রাজ্ঞী নূরজাহানের যুগলমূর্ত্তি চারি রঙ্গে স্বর্ণ বিমণ্ডিত।

সুললিত মধুর ভাষায় লিখিত; ফ্যান্সি বর্ডার দিয়া দুই রঙ্গের কালিতে বিলাতী এণ্টিক কাগজে, মোহন বেশে মনোহর সাজে সুসজ্জিত। বহু রঙ্গের সুচারু চিত্তবিনোদক মলাট দেখিলে আনন্দে আত্মহারা হইবে,—চোখ দুইটি পলক-হীন হইবে। এমন চিত্ততোষিণী বই আজ পর্য্যন্ত বাজারে বাহির হয় নাই। অথচ মূল্য অতি সামান্য ॥০ আনা মাত্র। সিল্কের বাঁধাই ৸০ বার আনা।

মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন প্রণীত

দেবী রাবিয়া।

বিলাতী এণ্টিক কাগজে দুই রঙ্গে ছাপা, তিন রঙ্গের সুন্দর মলাট। এমন মধুর ঈশ্বর-প্রেম, এমন নিষ্কাম করুণ প্রার্থনা, এমন কৌমার্য্যব্রতের বিশ্ববরণীয় গৌরবোজ্জ্বল মহিমা, এমন ভাগ্যচক্রের লীলা খেলা; দুঃখের এমন ঘাত-প্রতিঘাত—সর্ব্বোপরি এমন উজ্জ্বল মনোহর চিত্তাকর্ষক ঘটনা আর কোথাও নাই। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

এস, এণ্ড কোং

বনগ্রাম, পোঃ গফরগাঁও ; ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জমিদার

বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক

মৌলভী ওয়াজেদ খান্ পণী সাহেবের

অর্থ সাহায্যে

মদিনা শরীফের ইতিহাস

প্রকাশিত হইল।

CHANDAN NAGORE PUSTAKAGAR
R R R L F - 2
KAMALA BOOK BINDING
Date.....

অবতরণিকা

মদিনা শরীফের ইতিহাস

মদিনা শরীফের ফজিলত

মদিনা শরীফের জিয়ারত

মদিনা শরীফের ঈদ

ঈদগাহ

মদিনা শরীফের মসজিদ

হজরতের রওজা মোবারক

হজরতের রওজা মোবারকের জিয়ারত

হজরতের রওজা মোবারকের ফজিলত

প্রথম হিজরত

দ্বিতীয় হিজরত

তৃতীয় হিজরত

চতুর্থ হিজরত

পঞ্চম হিজরত

ষষ্ঠ হিজরত

সপ্তম হিজরত

অষ্টম হিজরত

নবম হিজরত

দশম হিজরত

একাদশ হিজরত

হজরতের ওফাত

KAMALA BOOK BINDING
Date.....

সূচী-পত্র।

অবতরণিকা ১

প্রথম অধ্যায়।

মদিনার নামাবলী ১৩
মদিনা-নগরী ১৫
মদিনার বর্ত্তমান অবস্থা ১৮
মদিনার আদিম অধিবাসী ২৬
ঈহুদী সম্প্রদায়ের আন্সার হইবার বিবরণ ৩১
মদিনায় ইস্লাম বিস্তার ও আন্সার সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ... ৩৬
হজরতের সহিত আন্সারগণের সম্মিলন ৪১
হজরতের মক্কা ত্যাগ ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হজরতের মদিনা প্রবেশ ৪৯
প্রথম হিজরী ৫২
দ্বিতীয় হিজরী ৫৫
তৃতীয় হিজরী ৫৭
চতুর্থ হিজরী ৫৯
পঞ্চম হিজরী ৬১
ষষ্ঠ হিজরী ৬২
সপ্তম হিজরী ৬৪
অষ্টম হিজরী ৬৫
মক্কাজয় ৬৭
নবম হিজরী ৭১
দশম হিজরী ৭৩
একাদশ হিজরী ৭৫
হজরতের স্বর্গারোহণ ... ...

হজরতের চরিত্র ৭৫
হজরতের শারীরিক গঠন ৭৮
হজরত সম্বন্ধে বিবিধ ৭৯
হজরতের পত্নীসমূহ ৮২
হজরতের দাসীপত্নী ৮৪
হজরতের বংশাবলী ৮৫
হজরতের মাতৃ বংশ ৮৭
প্রথম খলিফা মহাত্মা আবূবাকরের বংশ ৮৭
দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা উমরের বংশ ৮৮
বিশেষ ঘটনাবলী ৮৮

তৃতীয় অধ্যায়।

মদিনায় হজরতের মস্‌জেদ নির্ম্মাণ ৯১
বেদী ৯৩
স্তম্ভরাজি ৯৫
সুফ্‌ফা ও আস্‌হাবে সুফ্‌ফা ৯৬
হজরতের বিশ্রাম নিকেতন ৯৮
দ্বার পরিবর্ত্তন ৯৯
মস্‌জেদে নবভীর পরিবর্ত্তন ১০০
তৃতীয় খলিফার মস্‌জেদ সংস্কার ১০১
মস্‌জেদের তৃতীয়বার পরিবর্দ্ধন ও সংস্কার ১০১
চতুর্থবার মস্‌জেদ সংস্কার ১০৩
পঞ্চমবার মস্‌জেদ সংস্কার ১০৩
ষষ্ঠবার মস্‌জেদ সংস্কার ১০৪
সপ্তমবার মস্‌জেদ সংস্কার ১০৪
মস্‌জেদে নবভীর মাহাত্ম্য ১০৫
স্বর্গীয় উদ্যান ১০৬
হজরতের সমাধি-সৌধ ১০৬
রওজা শরীফের গেলাফ ১০৮
হজরতের সমাধি-সৌধ খনন-চেষ্টা ১০৮

দ্বিতীয়বার সমাধি খনন-চেষ্টা ১১০
তৃতীয়বার সমাধি খনন-চেষ্টা ১১১

চতুর্থ অধ্যায়।

(দশটি মস্‌জেদ।)

মস্‌জেদে কোবা ১১২
মস্‌জেদে জারার ১১৪
মস্‌জেদে জুমা ১১৫
মস্‌জেদে ফাজিখ্ ১১৬
মস্‌জেদে করীজা ১১৬
মস্‌জেদে মশরেবা ১১৭
মস্‌জেদুল বনী-জফর ১১৮
মস্‌জেদুল এজাবতা ১১৮
মস্‌জেদে তরিকুস্ সাফেলা ১১৯
তবুকের মস্‌জেদ ১২০

পঞ্চম অধ্যায়।

(চতুর্দ্দশ মস্‌জেদ।)

মোসাল্লা ঈদ ১২১
মস্‌জেদে আবুবাকর ১২২
মস্‌জেদে আলা ১২২
মস্‌জেদে ফাতাহ্ ১২৩
মস্‌জেদে সুলেমান পারসী ১২৪
মস্‌জেদে আলী মোর্ত্তুজা ১২৪
মস্‌জেদে আবুবাকর ১২৫
মস্‌জেদে বনী-হারম ১২৫
মস্‌জেদে কেব্‌লাতাইন ১২৬
মস্‌জেদে জবাব ১২৭
মস্‌জেদে ফাসাহ্ ১২৮
মস্‌জেদে আইনাইন ১২৮

মস্জেদুল ওয়াদী ১২৯
মস্জেদুস্ সুকৃয়া ১২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(মক্কা ও মদিনা নগরীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মস্জেদ সমূহের বিবরণ।)

মস্জেদে জিল-হুলীফা ১৩১
মস্জেদে মো-আরাস ১৩২
মস্জেদে শরীফুর্ রোহা ১৩২
মস্জেদুল গাজালা ১৩৩
মস্জেদে খোলিফ ১৩৩
মস্জেদে সারেফ ১৩৪
তানইমে—মস্জেদে আয়শা ১৩৪
মস্জেদে জিতোভা ১৩৪

সপ্তম অধ্যায়।

(পবিত্র কূপরাশি।)

বীড়ে আরিস ১৩৫
বীড়ে গোর্স ১৩৮
বীড়ে রোমা ১৩৮
বীড়ে রোজা-আঁ ১৩৯
বীড়ে বোস্সা ১৪০
বীড়ে হার ১৪০
বীড়ে এহন ১৪১

অষ্টম অধ্যায়।

(বাকীর সম্মানিত সমাধি-সমূহ।)

মহাত্মা উস্মানের সমাধি ১৪২
কুমার ইব্রাহীমের সমাধি ১৪৩
রোকিয়া দেবীর সমাধি ১৪৩
উম্মে কুলছোম দেবীর সমাধি ১৪৪

১২৯	জয়নব দেবীর সমাধি.	১৪৪
১২৯	বিবী ফাতেমার সমাধি	১৪৪
	মনস্বী আবদুর্ রহমানের সমাধি	১৪৫
	মহাত্মা সা-আদের সমাধি (১)	১৪৫
	এবে খাজা ফাতাস সর্মামার সমাধি	১৪৬
১৩১	মহাত্মা সা-আদের সমাধি (২)	১৪৬
১৩২	দেবী ফাতেমা জোহরার সমাধি	১৪৬
১৩২	ইমাম হাসানের সমাধি	১৪৭
১৩৩	ইমাম হুসাইনের সমাধি	১৪৮
১৩৩	মহাত্মা আব্বাসের সমাধি	১৪৯
১৩৪	সুফিয়া দেবীর সমাধি	১৪৯
১৩৪	মহাত্মা আবূ সুফিয়ানের সমাধি	১৪৯
১৩৪	বিবী উম্মে সালেমার সমাধি	১৫০
	আয়শা দেবীর সমাধি	১৫০
	মহাত্মা উস্মানের সমাধি	১৫০
	মহাত্মা সা-আদের সমাধি (৩)	১৫১
১৩৫	আবি সাইদ খদরীর সমাধি	১৫১
১৩৮	দশম সংখ্যক কোব্বা	১৫২
১৩৮	বাকীর জেয়ারত	১৫৩
১৩৯	বাকী প্রান্তরের বহির্ভাগস্থ কোব্বা	১৫৪
১৪০	**নবম অধ্যায়।**	
১৪০	উহুদ গিরি	১৫৬
১৪১	**দশম অধ্যায়।**	
	হজরতের উক্তি	১৬০
	হজরতের সমাধি মাহাত্ম্য	১৬১
১৪২	**পরিশিষ্ট।**	
১৪৩	বেলালের আজান	১৬৬
১৪৩	রওজায় খলিফাগণের সম্মান	১৬৮
১৪৪	দরুদ মাহাত্ম্য	১৬৮

হজ্জযাত্রীদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়।

হজরতের রওজা জেয়ারতের বিশেষ নিয়ম ১৭৫
হজ্জের নিয়ম ও পথের বিবরণ... ... ... ১৭৮
হজ্জ যাত্রীদিগের প্রতি উপদেশ ১৮৪
হজ্জ সম্বন্ধীয় কার্য্য ১৮৬
মিনায় প্রত্যাবর্ত্তনে কার্য্যাবলী... ... ... ১৮৭
মহাসব স্থানের কার্য্য ১৮৮
মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন ১৮৮
মক্কা নগরীতে প্রবেশ ও জেয়ারত ১৮৮
কাবা মন্দিরের তোওয়াফ ও প্রার্থনা ১৮৯
মোকামে ইব্‌রাহীম ও সাফা মার্‌ওয়ার কার্য্য ১৯০
৭ও ৮ই জেলহজ্জের কার্য্য ১৯১
হজ্জের সময় ও কর্ত্তব্য ১৯২
মোজ্‌দেলাফার কার্য্য ১৯৩
মিনার কার্য্যাবলী ১৯৩
মহাছবে বাস ও হারম শরীফে প্রবেশ ১৯৪
আরফা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও কাবা-মন্দিরে প্রবেশ ... ১৯৫
বিদায় প্রার্থনা ১৯৫
উমরা ব্রত ১৯৬

No ....
PUSTAKAGAR

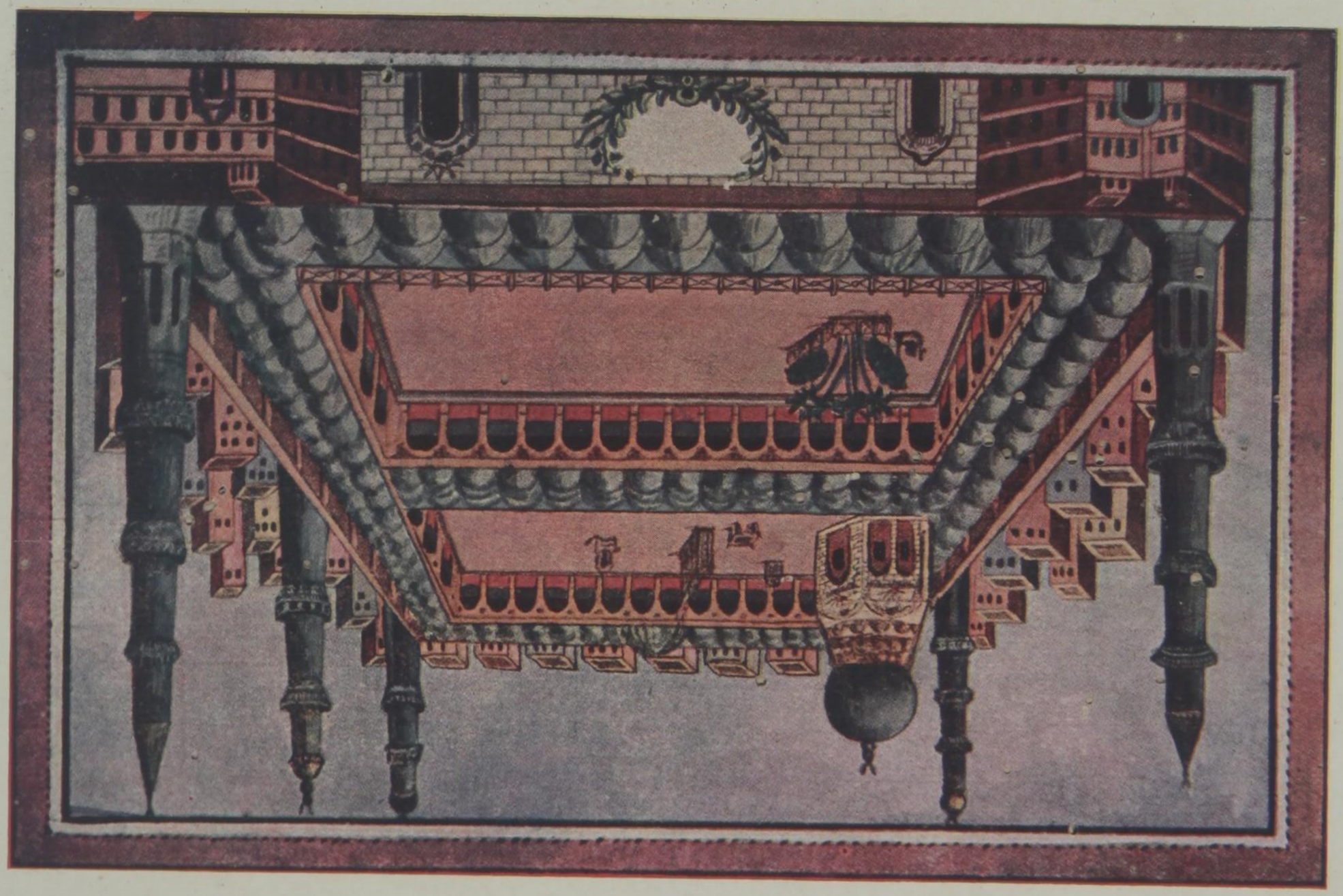

মদিনা শরীফের মস্‌জেদ।

(হজরতের সমাধি সহ)

অবতরণিকা।

একেশ্বরবাদী প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে প্রায় সকলেই পশ্চিম আসিয়াখণ্ডে অভ্যুত্থিত। পৃথিবীর তৎকাল-প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা জনসাধারণের হস্তে যেরূপ ঘোরতর নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। লূত, ইউনুস, শোয়ব, খেজরা, নূহ, সালেহ, এহ্ইয়া, ইব্রাহীম, ইলয়াস, প্রভৃতি একেশ্বরবাদী প্রেরিত মহাত্মগণ একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে গিয়া সকলেই বিবিধ অকথ্য ও দুঃসহ অত্যাচার সহ্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিপক্ষ হস্তে আপনাদের দুর্লভ জীবন পর্য্যন্ত হারাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ হজরত ঈসা অসহনীয় যাতনা ভোগ করিয়া ঈশ্বর কর্ত্তৃক চতুর্থ স্বর্গে উত্থিত হয়েন। হজরত ইব্রাহীম নমরুদ রাজার উৎপীড়নে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এ্যামন দেশের নরপতির হস্তে বহুল একেশ্বরবাদী প্রেরিত পুরুষ অগ্নিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইতিহাস হইতে এ রকম অসংখ্য উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মের মহিয়সী শক্তিতে কোনরূপ বিভীষিকাই তাঁহাদিগকে আপন কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে মহাত্মা ইব্রাহীম ও তদীয় বংশধর মহাপুরুষ **হজরত মোহাম্মদ** (দঃ) পৌত্তলিক ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রাগুক্ত মহোদয়ের হস্তে বহুল জড়প্রতিমা বিচূর্ণ হয়। হজরত মোহাম্মদের শিষ্যেরাও প্রতিমার প্রতি বিষম বৈরভাব

মদিনা শরীফের মসজেদ।

প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বলিতেন, অনন্ত জগদ্ব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ও বাক্যমনের অতীত পরমেশ্বরকে পরিলক্ষিত বস্তু কল্পনা করা মহাপাপ। সেই মহাপাপের কবল হইতে **পৃথিবীবাসী নর নারীকে পরিত্রাণ** করিবার জন্য তাঁহারা কোনরূপ বিপদকেই ভ্রুক্ষেপ মাত্র করেন নাই। *

অসাধারণ মনোবলসম্পন্ন ঈশ্বর-প্রেমিক প্রেরিত পুরুষগণের রীতি এই যে, তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন, লোকের অপ্রীতিকর হইবে জানিয়াও তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিতে ভীত হন না। তাঁহারা নিজেদের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই জগতের হিতসাধনে ব্যাপৃত হন। বিশ্বনিয়ন্তার বিশেষ দৌত্য সম্পাদনার্থেই তাঁহারা অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং আপনাদের সাধ্যমতে সেই দৌত্য-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াই পৃথিবী হইতে অন্তর্দ্ধান করেন। সমসাময়িক লোকে তাঁহাদের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাদের শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনায় জানা যায় যে, সমকালবর্ত্তী লোক সাধারণের নিকট তাঁহারা হতাদৃত হইলেও তাহাদের উত্তর পুরুষেরা উক্ত মহাপুরুষগণের শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। হজরতের জীবনকালে সমগ্র আরব তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পৃথিবী হইতে তাঁহার অন্তর্দ্ধান হইতে না হইতেই সমগ্র আরব তাঁহার নবধর্ম্মের মহামন্ত্রে মুগ্ধ ও দীক্ষিত হইয়া পড়ে!

---

* পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বলেন :—যে সময় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক দেবমন্দিরে বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি স্থাপিত হইতেছিল, তৎকালে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে না আসিলে এতদিন দেবগণের বংশ এত বাড়িত যে, হিন্দুর বৈষয়িক কর্ম্ম করিবার অবকাশ থাকিত না। তাহাদের সন্তোষ সাধনার্থ হিন্দুগণের সমস্ত সময় ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত।

মহামতি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আবির্ভাব-সময়ে আরবদেশে ঘোরতর অজ্ঞানতমসা বিরাজ করিতেছিল। তদ্দেশবাসীরা তখন **একতা** কাহাকে বলে, তাহা আদৌ পরিজ্ঞাত ছিল না। তাহারা নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পরস্পর নিরন্তর বাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত থাকিত। **লুণ্ঠন ও হত্যাকার্য্যই** তাহাদের একমাত্র ব্যবসায় ছিল। নারীজাতিকে তাহারা পণ্যদ্রব্যের মত মনে করিত। কোন কোন সম্প্রদায়ে বালিকা হননেরও ব্যবস্থা ছিল এবং সম্প্রদায় বিশেষে বালিকাগণকে জীবিতাবস্থায় ভূপ্রোথিত করা হইত। ফলতঃ তাহাদের হস্তে রমণী জাতির দুরবস্থার একশেষ হইত। দাসদাসিগণ নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহৃত হইত। অসংখ্য উপাস্য দেবতার হস্তে তাহারা ক্রীড়নকতুল্য ছিল। কাষ্ঠাদি জড়পিণ্ড তাহাদের নিকট উপাস্যরূপে আচরিত হইত। এক কোরাইশ সম্প্রদায়ের মধ্যেই পঞ্চদশ শত দেবতা বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যায়। তাহারা **নৈতিক চরিত্রের** যেমন কোন ধার ধারিত না, তাহাদের **ধর্ম্মজীবনও** তেমন অতিশয় দুর্দ্দশা সম্পন্ন ছিল। তাহারা **পৌত্তলিকতার** ঘোরপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। হজরত ইব্রাহীম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত **কাবা-মন্দির** পর্য্যন্ত তাহাদের উপাস্য দেবতার লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। বলিতে কি, আরবের মত দুরবস্থাপন্ন দেশ তখন অতি অল্পই ছিল।

এই দুঃসময়েই **মক্কা-নগরীর** কোরাইশ সম্প্রদায়ের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার লেখা পড়া শিখিবার কোন সুযোগ ঘটে নাই—তিনি লেখা পড়া শিক্ষা করিতেও পারেন নাই। ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার **প্রেরিতত্ব** (ধর্ম্মজীবন) লাভ হয়। তার পর হইতে তিনি **ঈশ্বর এক ও**

অদ্বিতীয় এই মহামন্ত্র প্রচার করিতে থাকেন। "ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমি এই মত প্রচার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।" ইহা তিনি প্রথমতঃ স্বীয় সহধর্ম্মিণী বিবী খোদেজার নিকটেই প্রকাশ করেন। বিবী খোদেজাই সর্ব্ব প্রথম তাঁহার উক্ত মতানুবর্ত্তিনী হয়েন। স্বল্প দিনের মধ্যে হজরত আলী ও আবুবাকর এবং আরো কতিপয় ব্যক্তিও হজরতের এই নূতন মত গ্রহণ করেন। অতঃপর হজরত প্রকাশ্য ভাবেই আপনার ধর্ম্মমত প্রচারে ব্রতী হয়েন। কাবা-মন্দিরের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি ব্যক্ত করিতে লাগিলেন,— "হে বন্ধুগণ! ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই। আমি তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। তিনি আমাকে প্রত্যাদেশ করেন এবং কোরান নামক গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন। তোমরা অন্তিম দিবসের (কেয়ামতের) বিচারের ভয় কর। সেই দিবস কাহারও নিস্তার নাই এবং প্রত্যেক পাপ পুণ্যের বিচার হইবে। পুণ্যাত্মা অনন্তকাল স্বর্গে ও পাপাত্মা অনন্তকাল নরকে বাস করিবে। ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়াময়। তোমরা অসার জড় প্রতিমাকে ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করিও না।" এইরূপ অপরূপ কথা মক্কাবাসিগণ আর কখনও শুনে নাই; সুতরাং তাহারা এই সকল বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র চমকিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল। চিরপোষিত মত ভ্রান্ত হইলেও তাহা কেহ সহজে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। মক্কাবাসীরাও আপনাদের ভ্রান্ত মতের বিপরীত কথা শুনিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা হজরতকে দেবগণের নিন্দাবাদে বিরত হইতে অনুরোধ করিল; কিন্তু তাহাদের নিষেধ বাক্যে হজরত কর্ণপাত করিলেন না দেখিয়া কোরাইশগণ প্রথমতঃ তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন ও পরে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার প্রতি

তাহাদের উৎপীড়নের কোন সীমাই ছিলনা। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তদীয় সহচরগণ **দশ বৎসর** যাবৎ যেরূপ **অত্যাচার উপদ্রব** সহ্য করিয়াছেন, জগতের আর কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককেই সেরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় নাই। এ সময়ে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিবর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। অপরদিকে কঠোর দারিদ্র্যের ঘোরতর নিষ্পেষণে তিনি নিষ্পিষ্ট হইতে ছিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি অকুতোভয়ে সমস্ত বিঘ্ন মাথা পাতিয়া সহ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে পাঠকগণ কতকটা অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। এক দিন তদীয় কন্যা **ফাতেমা দেবী** তাঁহাকে বলিলেন,—"বাবজান! আজ তিন দিন পর্য্যন্ত আমরা উপবাসী আছি।" ইহার উত্তরে হজরত বিবী ফাতেমাকে বলিলেন,—"প্রাণাধিকে! আমি আজ চারি দিন যাবৎ অনাহারে আছি।" তাঁহার দুর্দ্দশার বর্ণনায় লেখনী অপারগ। একমাত্র **জগদীশ্বরের নামামৃত** ভিন্ন তখন তাঁহাদের জীবনরক্ষার অন্য সম্বল ছিল না। দারিদ্র্যতার কঠোর **নির্য্যাতন**, অপমানের তীব্র **শেল্য** এবং অরাতিকুলের নির্ম্মম **অত্যাচার** তাঁহাদিগকে কদাচ অভিভূত করিতে পারে নাই। বীরহৃদয় মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বংসহা বসুমতীর মত ঈশ্বরের ভরসার উপর নির্ভর করিয়া সমস্তই অকাতরে ও নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন।

কিন্তু হজরত যতই কেন উপদেশ দান করুন না, কিছুতেই মূর্খ আরববাসিগণ সৎ পথ অবলম্বন করিল না। কোরাইশগণ হজরতের প্রাণ বিনাশার্থ নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। একদা মহাত্মা

উমর ফারুক (রাঃ) হজরত মোহাম্মদের বধ সাধনার্থে শাণিত অস্ত্র হস্তে গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি হজরতের ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে হজরত উমর ক্রুদ্ধ ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং ভগ্নীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অপরিসীম দুর্দ্দশা করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রহৃত দম্পতী অশেষ-যাতনা ভোগের অবস্থাতেও রজনীযোগে ভক্তিভরে কোরান-শরীফ পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখে পবিত্র কোরানের মধুর আবৃত্তি শুনিয়া সহসা কঠোর হৃদয় উমরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার দিব্যচক্ষুঃ খুলিয়া গেল। কে যেন হৃদয়ের নিভৃত স্থান হইতে বলিয়া উঠিল,—**ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্ এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত!** দয়াময়ের অপার কৌশলে উমরের কুলিশকঠিন হৃদয়ে ভক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল;—তিনি ত্বরিতবেগে হজরতের উদ্দেশে প্রধাবিত হইলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া হজরতের সহচরেরা আতঙ্কিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, অশেষ গুণাধার উমর আসিয়া হজরতের চরণে প্রণত হইলেন এবং "ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার বিশ্বাস পরিব্যক্ত করিলেন। *

যে যতই বিরোধ করুক না কেন, দিন দিন হজরতের দলপুষ্টি হইতেছিল। তাহা দেখিয়া শত্রুপক্ষও অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। কত শত্রু কতরূপে তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। হজরতের এক প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোক

---

* উমরের মত পরিবর্ত্তনের জন্য পূর্ব্বরাত্রে হজরত বিশ্বপতির নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে সহসা উমরের এই অবস্থান্তর লাভ। ধর্ম্মজগতে এরূপ আকস্মিক বিপর্য্যয় বিরল নহে।

(হিন্দা) তাঁহার গন্তব্য পথে কণ্টক আরোপিত করিয়া রাখিত ; কিন্তু বিধাতার কৃপায় তাহাতে হজরতের কোনই ক্ষতি সাধিত হয় নাই। বিরোধ পরিহারের উপায় থাকিলে হজরত কখনও বিবাদে রত হইতেন না এবং আপনার সহচরদিগকেও বিরোধ করিতে দিতেন না ; বরং তিনি তাহাদের মন পরিবর্ত্তনের জন্য ঈশ্বরের নিকট দয়া ভিক্ষা করিতেন। ক্রমে পৌত্তলিকদের অত্যাচার এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, মক্কাধাম পরিত্যাগ করিয়া হজরতকে স্বল্প সংখ্যক অনুচরসহ মদিনায় প্রস্থান করিতে হইল।* শত্রুগণ সেখানেও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কিন্তু জগদীশ্বর যাঁহাদের সহায়, বিপক্ষের সকল চেষ্টা সেখানে ব্যর্থ না হইয়াই পারে না।

হজরত মদিনায় উপনীত হইলে মদিনাবাসীরা তাঁহার মতাবলম্বী হইল। কিন্তু কোরাইশীয়গণ তখনও তাঁহার প্রতি শত্রুভাব পরিত্যাগ করে নাই। হজরতের মতাবলম্বনকারী মক্কাবাসিরাও অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতেছিলেন। দশ বৎসর যাবৎ অশেষবিধ অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিয়া হজরত শান্তভাবেই ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন ; অতঃপর ধর্ম্ম-যুদ্ধের সূচনা। দুই একটি যুদ্ধে পরাভূত হইলেও প্রায় সর্ব্বত্রই মোহাম্মদীয় পক্ষ বিজয়শ্রী লাভ করিলেন। তাহার ফলে অনেকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গেল। আরববাসীরা এতকাল নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া **পরস্পর কাটাকাটি** করিয়া মরিতে ছিল। এখন তাহারা মুসলমান হইয়া একে অন্যকে **বন্ধুরূপে আলিঙ্গন** করিতে লাগিল। ক্রমে মুসলমানদের দলবৃদ্ধিও হইতে লাগিল।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ধরাধাম হইতে অন্তর্হিত হইলে খলিফা আবুবাকর, উমর, উস্‌মান এবং আলী ক্রমান্বয়ে মোহাম্মদীয় মণ্ডলীর

* এই সময় হইতেই মুসলমান সমাজে প্রচলিত **হিজরী সনের** গণনারম্ভ হয়।

নেতৃত্ব লাভ করেন। হজরত আবূবাকর ও উমর ঋষিতুল্য সংসার-বিরাগী মহাপুরুষ ছিলেন। বিলাস-ব্যসন কখন তাঁহাদের ত্রিসীমায় পঁহুচিতে পারিত না। **মস্‌জেরে সোপান ও তরু-তল** হজরত উমরের আশ্রয়স্থল ছিল। তাঁহাদের শিক্ষায়, তাঁহাদের দীক্ষায় মোহাম্মদীয়গণ **এত উন্নত ও প্রবল** হইয়া উঠিয়াছিল যে অচিরকাল মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও মুসলমান রাজত্ব ভারতবর্ষের পশ্চিম হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ৪৪ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়া মহাত্মা শাক্যসিংহ মৃত্যু কালে পাঁচ সহস্রের অধিক বৌদ্ধ দেখিয়া যাইতে সক্ষম হন নই ; কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই হজরত আবূবাকর **৩৫ সহস্র মুসলমান সৈন্য** সিরিয়া দেশ জয় করিতে পাঠাইয়া ছিলেন। ইস্লামধর্ম্ম কিরূপ ক্ষিপ্রগতিতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তাহা ইহা হইতেই সহজে অনুমিত হইতে পারে। মুসলমানদের পরাক্রম প্রভাবে ও পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া পূর্ব্ব-রুস রাজ্য শীঘ্র অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়ে এবং পারস্যের বিপুল সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। **মুসলমানদের পূর্ব্বগৌরব কাহিনী** স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। হায়! আজ কোথায় সেই মুসলমান, আর কোথায় সেই মুসলমান সাম্রাজ্য ?

আরবীয়দের মত মোসায়ী, ঈসায়ী ও পার্সীরাও পৌত্তলিক ছিল।* পবিত্র কোরান-শরীফে উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) স্বর্গীয় দূত জেব্‌রীল কর্ত্তৃক

* হজরত মোসা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে মোসায়ী, হজরত ঈসার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঈসায়ী এবং পার্সীদিগকে অগ্নিপূজক বলা হয়।

পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন যে মোসায়ী ও ঈসায়ীদের ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে; কিন্তু ঈহুদিগণ ও খৃষ্টীয়ানেরা দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থের এবং তদ্দংশের পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছিল। পৌত্তলিক ও অগ্নিপূজকগণ তাহাদের দুর্ব্বল ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে ইস্লাম-ধর্ম্মের শান্তিচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দাস্য ও সখ্য ভাবের উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। কেয়ামত অর্থাৎ শেষ বিচারের একটা নির্দ্দিষ্ট দিবস, অনন্ত স্বর্গ এবং অনন্ত নরক ভোগের কথাতে মোসায়ী, ঈসায়ী ও মুসলমানদের একই রূপ বিশ্বাস। তৎসম্বন্ধে কাহারও মধ্যে মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয় না। কোরান-শরীফে যেমন ভয় প্রদর্শন আছে, তেমনই জগদীশ্বরের ক্ষমতাশীলতা ও দয়াশীলতার বর্ণনাও আছে। হিন্দুর পৌরাণিক স্বর্গেও মুসলমানদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সাধকগণ পৌরাণিক স্বর্গের বাসনা না করিয়া যেমন জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকেরই আকাঙ্ক্ষা করেন, উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান সাধুগণও তেমন স্বর্গসুখ উপেক্ষা করিয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভকেই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন।

মোহাম্মদীয় ধর্ম্মের উপাসনা পদ্ধতি অতি সহজ। উহাতে বাহ্য আচারানুষ্ঠান অপেক্ষা অন্তঃশুদ্ধির গৌরবই অধিক। সাম্যবাদের এমন পোষক ধর্ম্ম জগতে দ্বিতীয়টি নাই। মুসলমান ধর্ম্মের সাম্যবাদ প্রভাবেই কোটি কোটি মানবমণ্ডলী স্বতঃ আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়াছে। তরবারি বলে মুসলমান ধর্ম্মের প্রচার হয় নাই। মুসলমানদের শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা না থাকাতেই পরধর্ম্মাবলম্বীরা মুসল-

মান ধর্ম্মের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কোরান-শরীফের নিম্নোদ্ধৃত উপদেশাবলী আলোচনা করিয়া দেখিলে পাঠকগণ দেখিবেন, মুসলমান ধর্ম্ম এমন নির্ম্মল ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়াই স্বল্পকাল মধ্যে জগতে উহার এরূপ বিস্ময়কর বিস্তার লাভ ঘটিতে পারিয়াছিল।

(১) সত্যকে বিকৃত করিওনা বা তাহার অপলাপ করিওনা।

(২) ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব শক্তিশালী, ক্ষমাশীল, দাতা এবং দয়ালু।

(৩) বিবাহ ব্যাপার ও ক্রয়বিক্রয়াদিতে যে অঙ্গীকার করিয়া থাক, তাহা পূর্ণ করিও।

(৪) যে কুকর্ম্ম করিবে, তাহারই শাস্তি হইবে; মুসলমান বলিয়া তাহার শাস্তির লাঘব হইবে না।

(৫) যে কার্য্য দ্বারা কাফেরগণ ঈশ্বরের সম্মান করে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না।

(৬) দরিদ্রকে দান করিবার জন্য ধনবানকে প্ররোচিত করিলে অনুরোধকারীও পুণ্যভাগী হয়।

(৭) ঈশ্বরের নামে যে সকল দ্রব্য চিহ্নিত হইয়াছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও না।

(৮) স্বর্গের সোপান স্বরূপ নামাজে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় স্বীয় মুখ ধৌত করিবে। অর্থাৎ এতক্ষণ তাহা সংসারের অভিমুখে স্থাপিত ছিল, এখন তাহা অনুতাপ ও প্রার্থনার জলে বিধৌত করিবে।

(৯) সত্য বিষয়ে শত্রু মিত্রকে তুল্য জ্ঞান করিও।

(১০) সুরাপান ও দ্যূতক্রীড়া করিও না।

(১১) যাহারা স্বীয় ধর্ম্মকে ক্রীড়া ও আমোদ স্বরূপ করিয়াছে, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও।

(১২) নিরাশ্রয়ের সম্পত্তির নিকটবর্ত্তী হইও না।

(১৩) প্রকৃত ধর্ম্ম সত্যেই প্রতিষ্ঠিত।

(১৪) ঈশ্বর অন্তর্যামী।

(১৫) মূর্খ লোকেরা নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। যে পর্য্যন্ত তাহারা সম্মুখে এক মূর্ত্তি দেখিতে না পায়, সে পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করেনা।

(১৬) যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অত্যাচার করে, তাহাকে ক্ষমা করিও।

(১৭) ঈশ্বরের পূজা না করিলে মনের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়।

(১৮) সরল পথে চলিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

(১৯) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, ঈর্ষা ও অহঙ্কার এইগুলি নরকের দ্বার।

(২০) বহিঃরাজ্যের নদীর ন্যায় অন্তররাজ্যেও আসক্তি, বিষাদ, লোভ প্রভৃতি নদী আছে। নির্ভর নৌকায় আরোহণ করিলে আসক্তি নদী, সন্তোষ তরণী দ্বারা বিষাদ নদী এবং ধৈর্য্য তরী দ্বারা লোভনদী পার হওয়া যায়।

(২১) দাস প্রভুর জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, ধূমে ও উত্তাপে কষ্ট পায়। প্রভুর উচিত যে, তাহাকে লইয়া একত্রে ভোজন করেন ও তাহার মুখে দুই চারি গ্রাস অর্পণ করেন।

(২২) প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাপের জন্য দায়ী; এক্ষের পাপের জন্য অন্য জন দায়ী হয় না।

(২৩) অপব্যয় করিওনা। অপব্যয়িগণ সয়তানের ভ্রাতা।

(২৪) মিথ্যা সাক্ষ্য দিওনা; অঙ্গীকার পালন করিও। পৃথিবীতে আমোদের ভাবে থাকিওনা।

(২৫) কেহ কঠোর ব্যবহার করিলে কোমল বাক্যে তাহাকে শান্ত করা উচিত।

(২৬) ঈশ্বর সম্পদ ও বিপদ দ্বারা মানুষের পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

(২৭) ধর্ম্মযুদ্ধ দুই প্রকার,—এক ঈশ্বর দোহীদের সঙ্গে সংগ্রাম, অন্য—কুপ্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ। শেষোক্ত সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইও না।

(২৮) উপাসনা দুষ্ক্রিয়া ও অবৈধ কর্ম্ম হইতে মনুষ্যকে নিবৃত্ত রাখে।

(২৯) দয়া ও ক্ষমা দ্বারা অপরাধীদের অপরাধ ভুলিয়া যায়।

(৩০) কলঙ্ক ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত না হইলে ও দেবচরিত্র লাভ করিতে না পারিলে স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করা যায়না। ইত্যাদি।

মহাগ্রন্থ কোরান-শরীফ এতাদৃশ অসংখ্য বহুমূল্য উপদেশে পরিপূর্ণ। কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা উদ্ধৃত করিব, আমরা ভাবিয়া পাইনা। পবিত্র কোরান-শরীফের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মত জীবন্ত ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। ধর্ম্ম গ্রন্থের সহায়ে পৃথিবীতে এমন বিপর্য্যয় আর কোন জাতির হইতে পারে নাই। ধর্ম্ম প্রচারার্থ মুসলমানেরা পরধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া যে দুর্নাম আছে, তাহার জন্য শাস্ত্রকে দোষী করা অন্যায়। খৃষ্টানেরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর অল্প অত্যাচার করে নাই। হিন্দুগণও ইহাতে বড় কম ছিলেন না। কেবল বৌদ্ধদেরই এ বিষয়ে কোন দুর্নাম নাই। কোরান-শরীফের মত উদার ধর্ম্মগ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল। কোরান-শরীফের শিক্ষা-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়াতেই মুসলমানেরা অধঃপতিত হইয়াছে। বিধাতা করুন, কোরান শরীফের শিক্ষা পৃথিবীতে আবার পরিব্যাপ্ত হউক এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমানগণ সর্ব্ববিধ মত-বৈষম্য বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগকে একই জগদীশ্বরের সমান স্বত্বাধিকারী প্রজা বলিয়া বিবেচনা করুক!

চন্দননগর পুস্তকাগার।
No.....

মদিনা-শরীফের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

মদিনার নামাবলী।

প্রথম—তায়া—অপবিত্র হইতে পবিত্র।
দ্বিতীয়—তায়বা—সবল ও স্নিগ্ধ বায়ু বিশিষ্ট।
তৃতীয়—তাইয়েবা—পবিত্র।
চতুর্থ—তায়েবা—সর্ব্বোত্তমাধার।
পঞ্চম—হাসানা—সৌন্দর্য্যময়ী।
ষষ্ঠ—খাইয়েবা ও খায়ীরা—ঐহিক-পারত্রিক আনুকূল্য ও সৌভাগ্যশালিনী।
সপ্তম—শাফিয়া—আরোগ্যকারিণী।
অষ্টম—আসেমা—নিরাপদ নগরী।
নবম—গুলূবা—প্রভুত্বকারিণী।*
দশম—ফাজেহা—কপটাচারী ও দুষ্ট লোকের গোপন থাকিবার বিপরীত স্থান।

---

* এই নাম পূর্ব্বে বর্ব্বর যুগেও ছিল।

একাদশ—**মুমেনা**—একেশ্বরবাদ-বিশ্বাস প্রসূতি।

দ্বাদশ—**মোবারকা**—সৌভাগ্যকারিণী এবং মঙ্গলদায়িনী।

ত্রয়োদশ—**মাহ্‌বোরা**—সত্বর ফল প্রসবিণী।

চতুর্দ্দশ—**মাহ্‌ভোসা, মাহফুজা, মাহ্‌ফুকা**—

ইহাদের অর্থ পূর্ব্ব নামের প্রায় অনুরূপ।

পঞ্চদশ—**মার্‌হুমা** ও **মারজোফা**—অনুগ্রহশীলা। *

ষোড়শ—**মাস্‌কিনা**—পবিত্র দীনাভূমি। †

সপ্তদশ—**মোস্‌লেমাতুন**—আন্তরিক অটল ও দৃঢ় বিশ্বাস-যুক্তা এবং শুদ্ধাচারিণী।

অষ্টাদশ—**মোতাইয়েয়া** ও **মোকাদ্দসা**—পবিত্র ও পবিত্রতা প্রসূ।

উনবিংশ—**মাকার**—ঈশ্বরের সমীপে প্রসাদাদি ও সম্মান প্রাপ্ত।

বিংশ—**নাজেয়া**—বিমুক্তকারিণী।

একবিংশ—**মদিনা**—সুউচ্চ ও মাহাত্ম্যময়ী নগরী। §

মদিনা-নগরীর প্রায় শত সংখ্যক নাম আছে। সে সব এখানে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

---

* "মার্‌হুমা নামটি ভাববাদী হজরত মোসার **তৌরিত** কিতাবানুযায়ী হইয়াছিল।

† **হজরত** প্রার্থনা করিতেন, পরমেশ্বর আমার! আমাকে দীনভাবে জীবিত রাখ এবং দীন দরিদ্রের সহিত মৃত্যু দাও। পরকালে দীন দরিদ্রের সহিত হাশর (পরকাল) করাইও।"

§ **মদিনা** শব্দের প্রকৃত অর্থ নগরী, কিন্তু এখানে মদিনা বলিলে কেবল হজরতের কর্ম্ম ও মৃত্যুভূমিকেই বুঝাইয়া থাকে।

মদিনা নগরী।

অনন্ত লীলা-নিকেতন নগর-জননী পুণ্যভূমি **মক্কা-নগরীর** নিম্ন স্তরেই মহানগরী **মদিনার** উচ্চ আসন। মক্কায় মোস্লেমজগতের কর্ণধার **হজরতের** জন্ম, যৌবন ও প্রেরিতত্ব প্রাপ্তি এবং মদিনায় তাঁহার প্রেরিতত্ব ও যৌবন লাভ হয়। ইহা ইস্লামের বিস্তার ক্ষেত্রও বটে। মদিনা-নগরীই ইস্লামের **কেন্দ্র স্থান** ও হজরতের **কর্ম্ম-ভূমি**। এই মহানগরীতেই ঈশ্বরের গুপ্ত ও প্রকাশ্য সর্ব্ববিধ গূঢ়তত্ব ও অনুগ্রহ-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ হজরতের তিরোধান ও সমাধি স্থান বলিয়া মোস্লেম জগতে মদিনার মাহাত্ম্য অপরিসীম।

মহানগরী মদিনা হজরতের অতি প্রিয়তম কর্ম্ম ক্ষেত্র। তিনি কোনও স্থান হইতে এই নগরীর দিকে প্রত্যাগমনকালে স্বীয় বাহনকে অধিকতর দ্রুতবেগে পরিচালনা করিতেন এবং মহাহর্ষোৎফুল্ল চিত্তে স্বীয় স্কন্ধদেশ হইতে বস্ত্র উড্ডীয়মান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তিনি স্বীয় মুখমণ্ডলে উহার ধূলা বালি লাগিলে পরিষ্কার করিতেন না এবং কাহারও মুখে এই পবিত্র নগরীর ধূলি কণা দেখিলে উহা পরিষ্কার করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন—"এই ধূলি-রাশি তোমাদের নিরাময় থাকিবার মহৌষধি বিশেষ।"

হাদিস শরীফে উক্ত হইয়াছে,—"হজরত প্রথম মদিনাবাসীদিগের, তৎপর মক্কানিবাসিগণের এবং অবশেষে অন্যান্য নগরবাসীদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।"

হজরত ইমাম মালেক (রঃ) জীবনে একবার মাত্র **হজ্জব্রত** উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। মদিনায় মৃত্যু হইবেনা ভয়ে

তিনি পুনশ্চ আর হজ্জব্রতে অগ্রসর হন নাই ; পবিত্র মদিনাতে অবস্থিতি করিয়াই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

হাদিসে উক্ত আছে,—"মদিনা-নগরী লোকের পাপ-কালিমা বিদূরিত করিয়া দেয়। রেতে যেমন লৌহের ময়লা দূর করে, ইহাও তেমন মানবের সর্ব্বপ্রকার কলুষরাশি দূর করিয়া থাকে।" সুতরাং ইমাম কেবল স্বীয় কর্ত্তব্য (ফর্‌জ) সমাধা করিয়াছিলেন মাত্র।

সহিহ্ বোখারী নামক বিরাট হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, —"মদিনা অতি পবিত্র স্থান; ইহা পাপীদিগের পাপ-কলঙ্ক বিধৌত করিয়া দেয়। যেমন অগ্নিতে স্বর্ণের ময়লা পরিষ্কৃত হয়, ইহার সংশ্রবেও তেমন মনের পাপ-কালিমা ঘুচিয়া যায়।

পুরাকালে মদিনায় ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া ও বিবিধ রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। তজ্জন্য ভিন্ন নগরবাসীদিগকে এই নগরীতে প্রবেশ করিতে হইলে মদিনার অনতিদূরে **ছনিতুল ভেদাআ** নামক স্থানে উপনীত হইয়া **দশবার গর্দ্দভের শব্দ** করিতে হইত। কেহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে সে না কি নিজেই নিজের মাথার উপর **বিপদ** আহ্বান করিত। তৎকালে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রচলিত ছিল; কিন্তু হজরতের পদার্পণের পর তথা হইতে ইহা রহিত হইয়া যায়।

মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে দর্জ্জাল নামক যে ধর্ম্মগ্রাসী এক ভীষণ রাক্ষসের আবির্ভাব হইবে, মক্কা ও মদিনা নগরীদ্বয় তাহার অত্যাচার-কবল হইতে নিরাপদ থাকিবে। সে সময় স্বর্গীয় দূতগণ নগরীর চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রহরীর কার্য্য করিবেন।

মদিনা-নগরীর ফলাদিতে এবং **সাইব ও বত্‌হান** নামক স্থানদ্বয়ের মৃত্তিকায় রোগ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

মহাত্মা **মোজাদ্দাদ্দাইন** ফিরুজাবাদী বলেন,—"আমি মদিনার মৃত্তিকা-মাহাত্ম্য নিজে পরীক্ষা করিয়াছি। আমার জনৈক দাস বৎসর কাল জ্বর রোগে ভোগিতেছিল, অনেক ঔষধেও তাহার কিছু উপকার হয় নাই। কিন্তু উক্ত স্থানের (সাইব কিম্বা বত্‌হানের) কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা জলে গুলিয়া রোগীকে পান করাইলে সেই দিবসই সে আরোগ্য লাভ করে।"

মূল **ইতিহাস লেখক** বলেন,—"আমি স্বয়ং উপরোক্ত ফল লাভে কৃতার্থ হইয়াছি। মদিনা অবস্থিতি কালে আমার পায় জলের সঞ্চার হয়। হাকিমগণ চিকিৎসায় অপারগ হইলে আমি অনন্যোপায় হইয়া সেই পবিত্র মৃত্তিকা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি। ঈশ্বরের অনুকম্পায় আমি অতি অল্প দিবসের মধ্যেই এই বিষম পরিশ্রম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি।"

আমাদের মাননীয় হজরত পবিত্র হস্তে যে খর্জ্জূর-বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, উহার সাতটি খোর্ম্মা ভক্ষণ করিলে বিষ বা যাদু জলে পরিণত হয়।

মহানগরী মদিনা অনন্ত খর্জ্জূর বৃক্ষের অভূতপূর্ব্ব শোভায় বিভূষিত। তত্রত্য বিবিধ খর্জ্জূর বৃক্ষের সংখ্যা নির্ণয় অতি কঠিন ব্যাপার। **তারিখে কবীর** নামক বিরাট ইতিহাসের গ্রন্থকার বলেন,—"আমি গণনায় ১৩৯ রকমের খর্জ্জূর-বৃক্ষ নিরূপিত করিয়াছিলাম।"

মাহাত্মা ইমাম নূদী (রাঃ) বলেন,—"সপ্ত প্রকার খর্জ্জূর-বৃক্ষ হইতে মদিনায় এই অসংখ্য জাতীয় খর্জ্জূর-বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে।"

এই মহানগরীতেই হজরতের পবিত্র **সমাধি-সৌধ** ও **মস্‌জেদে নবভী** এবং **মস্‌জেদে কোব্বা** নামক সনাতন ইস্লাম ধর্ম্মের প্রথম মস্‌জেদ বিরাজমান। এই মস্‌জেদে কোব্বা

ইস্লামের ভিত্তি-মূল। মিম্বর ও হজরতের সমাধি-সৌধের সন্ধিস্থলে স্বর্গীয় **উদ্যান** শোভমান। স্বর্গের **উহুদ গিরি ও বাকীমাঠ** এই নগরীতেই বর্ত্তমান। হজরতের সহচর,—অনুচর ও শহীদ (ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত) হজরত আমীর হামজা প্রভৃতি মনস্বিগণ এই মহানগরীতেই অনন্ত শয্যায় চিরশায়িত রহিয়াছেন।

মদিনা শরীফের বর্ত্তমান অবস্থা।

ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে অনেক উপদ্বীপই সাগর ও সমুদ্র দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। শতাব্দীর বহু পূর্ব্ব হইতেই ইউফ্রেটিস (নীলনদী) লোহিত সমুদ্র, ভারত মহাসাগর ও পারস্যোপসাগর দ্বারা বিশাল **আরব উপদ্বীপ** এর উৎপত্তি হইয়াছে। এই দ্বীপ লোহিত সাগরের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত।

আরবদেশের পশ্চিমভাগ দুই অংশে বিভক্ত। উত্তরে **হেজাজ**, দক্ষিণে **ইমন রাজ্য**। হেজাজের মধ্যে মুসলমানদিগের পরম পবিত্র তীর্থ মক্কা-মোওয়াজ্জমা ও মদিনা-মনুওয়ারা অবস্থিত। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এই মক্কা-নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। মদিনা-শরীফে ইঁহার সমাধি-মন্দির বিরাজিত। মক্কা হইতে মদিনা ২৭০ মাইল উত্তরে। তীর্থযাত্রিগণ উষ্ট্রযানে এই পথে যাতায়াত করেন। জেদ্দো, জেদ্দা, হুদায়দা লোহিত সাগরের তটে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বন্দর। মক্কা-শরীফের কিছু পূর্ব্বে **তায়েফ**। এই স্থান আরবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর। তায়েফে দাড়িম্ব, খর্জ্জুর, আঙ্গুর, আঞ্জির, জরদা, আলু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া দেশান্তরে রপ্তানী হয়।

হেজাজের দক্ষিণে ইমন রাজ্য। ইহা উষ্ণ দেশের সুরস ক্ষেত্র। ইহার রাজধানী সানা। এই প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন তাই নগরে জগদ্বিখ্যাত দাতা ও পরহিতৈষী মহাত্মা হাতেম তায়ীর রাজধানী ছিল। এদেশ মোকার সুলতানের করদ।

এই বিশাল বিস্তীর্ণ আরব দেশের সর্ব্বত্রই ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও সুল্তানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহারও আদন বন্দর আমাদের ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীকৃত। এই বন্দর হইতে লণ্ডনগামী জাহাজে কয়লা গ্রহণ করা হয়।

বিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী বলিয়া আরব দেশের আবহাওয়া উত্তপ্ত। অধিকাংশ ভূভাগ মরুভূমি বলিয়া এখানে বৃষ্টি প্রায়ই হয়না। যদিও এদেশের তিন দিক সাগরবেষ্টিত, কিন্তু সর্ব্বত্র রেলপথ বা নদ নদী না থাকায় অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যের পক্ষে ইহা দারুণ অসুবিধাজনক স্থান। এ দেশে উচ্চ পর্ব্বত নাই, কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ইহার উষর বক্ষে দণ্ডায়মান। আরবের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কাপি, খোর্ম্মা, দাড়িম্ব, খর্জ্জূর, বেদানা, আঙ্গুর, জরদা, আলু প্রভৃতি প্রধান। গৃহ পালিত পশুর মধ্যে অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র, দোম্বা, ছাগ, মেষ প্রভৃতি প্রধান। গরু আমাদের দেশে যেমন মহোপকারী, উষ্ট্র আরববাসীর সেইরূপ পরম হিতৈষী। মরুভূমির উপযোগী জন্তু মঙ্গলময় সৃজন কর্ত্তার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। আরবদেশের ঘোটক সুবিখ্যাত। এক একটি ঘোটকের মূল্য দশ পনর হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

আরবের অধিবাসিগণ ধর্ম্ম-পরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বলশালী কষ্টসহিষ্ণু, অতিথিসেবী, একতাপ্রিয় ও একান্ত অকপটচিত্ত। ইহারা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর লোক সহর ও সহরতলীতে বাস করেন। বাণিজ্য, শাস্ত্রালোচনা ও রাজসেবা ইহাদের জীবিকা।

বিদ্যা বুদ্ধিতে ইঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও উন্নত। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক প্রাদেশিক জনপদ সমূহে বাস করেন। ইঁহারা উচ্চ শিক্ষিত নহেন। পশু পালন ও পশু চারণই ইঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। তৃতীয় শ্রেণীর লোক নিরক্ষর ও **যাযাবর**। ইহারা আরবের মরুময় অঞ্চলে বাস করে। ইহাদের মধ্যে **বদ্দু** নামধেয় এক সম্প্রদায় আছে। তাহারা পেটের দায়ে দস্যুবৃত্তি দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। মক্কাযাত্রী হাজিগণ অনেক সময় ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। আরবের মধ্যে ইহারাই অসভ্য। কিন্তু পুণ্যভূমির এমনই মাহাত্ম্য যে, এই জঠর-জন্ত্রণা-পীড়িত অসভ্য বদ্দুগণ কখনও স্ত্রীলোকের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করে না। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারা কাণ্ড-জ্ঞান হীন পাষণ্ড নহে। কোনও নিরাশ্রয় লোকও যদি বিপুল ধনসহ ইহাদের দ্বারস্থ হন, তবে বদ্দুগণ পরম সমাদরে তাঁহাকে স্থান দান করে এবং যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টায় অতিথি সৎকার করিয়া থাকে। অতিথি যাহাতে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে পারে, তজ্জন্য সারা রাত্রি জাগিয়া চৌকি দিয়া থাকে। বদ্দুগণ ভিন্ন কোনরূপ দুষ্টলোক এদেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুত্র কন্যার বিবাহপণ ও কুসীদ গ্রহণ আরবীয়গণের নিকট মহাপাপের কার্য্য বলিয়া গণ্য। ইঁহারা বিবাহে বাহ্যিক আড়ম্বর এবং ব্যয় বাহুল্য অতি দোষাবহ মনে করেন। সম্ভ্রান্ত বংশীয়া অসূর্য্যম্পশ্য মহিলারা এবং সাধারণ স্ত্রীলোকগণ প্রকাশ্য স্থানে বাহির হয় বটে; কিন্তু তাহাদের আপাদ মস্তক **বোরখা** নামক বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকে। কোন পুরুষ তাহাদের অঙ্গের কোন অংশ দেখিতে পায় না।

গোধূম, ঘৃত, জৈতুনের তৈল, মাংস ও খর্জ্জুরাদি ফল আরববাসীর প্রধান খাদ্য। চিক্কণ চাউল সময় সময় ভারত, ব্রহ্ম ও তুরস্ক হইতে আরবের বড় বড় বন্দরে আমদানী হয়। আরবের পাকপ্রণালী সর্ব্বথা

প্রশংশীয়। এদেশের রুটি ও হালুয়া বিখ্যাত। তরকারীর মধ্যে লাউ, গোল আলু বাজারে পাওয়া যায়। আরবের নগরগুলিতে ধরিত্রীজাত অনেক দ্রব্যই আমদানী হয়, কিন্তু মূল্য অধিক।

আরবীয় পরিচ্ছদ সভ্যতার উন্নত নিদর্শন। অনাবৃত উত্তমাঙ্গ অনাচ্ছাদিত অধঃজঙ্ঘা অসভ্যতার নিদর্শন। ইহা প্রথমে আরবগণই জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং শিক্ষানুরূপ ব্যবহার দেখাইবার জন্য উষ্ণীষ ও পায়জামা পরিচ্ছদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এদেশে বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হওয়া ও সম্মান লাভ করা বড়ই কষ্ট সাধ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী না হইলে এবং শাস্ত্র শিক্ষানুযায়ী না চলিলে কেহই পণ্ডিত বলিয়া মান্য ও প্রসিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভ জনক অধ্যয়ন কার্য্যেই অনেকের জীবন কাল শেষ হইয়া যায়। সৌভাগ্য ফলে যাঁহারা উক্তরূপ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন, তাঁহারা মিতভাষী, নিরহঙ্কার, একান্ত বিনীত হন।

আরববাসিগণ সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শনে উন্নতি লাভ করিয়া একদা জগতের রূপান্তর ঘটাইয়াছিলেন। আরবগণই বৈচিত্র্যগর্ভ রসায়ণ শাস্ত্রের জন্মদাতা। বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতিষশাস্ত্র ইঁহাদেরই মস্তিষ্ক প্রসূত। নাবিক-নয়ন বিস্ময় পূরিত দিগ্‌দর্শন আরবীয় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির ফল। এ দেশের উচ্চ বংশীয়া পুরমহিলাগণ প্রায়ই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন। ইঁহারা অন্তঃপুরে প্রায়ই ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনার বৈঠকাদি করিয়া থাকেন। পতিভক্তিতে ও মিষ্ট ভাষিতায় আরব রমণী জগতের আদর্শ স্থানীয়া।

মহামান্য **কোরান** ও হাদিসের বিধি ব্যবস্থানুসারে এ দেশের রাজকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ন্যায়পরায়ণ **কাজী** নামধেয় বিচারকগণ এ রাজ্যের জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া থাকেন।

আধ্যাত্মিকতায় আরবজাতি উন্নতির উচ্চতম আসনের অধিকারী। ইঁহাদের ন্যায় জ্বলন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী, অচলা ভক্তিপরায়ণ ও প্রগাঢ় নির্ভরশীল জাতি ইহজগতে আর নাই। পূর্ব্ব কথিত বদ্দুগণেরও ঈশ্বরোপাসনা ও শাস্ত্রসিদ্ধ সৎকার্য্য সাধনে তৎপরতা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এদিকে লুণ্ঠনের সুযোগ, ওদিকে উপাসনার সময় উপস্থিত। এমত অবস্থায় ধর্ম্মবিশ্বাসী বদ্দু অকাতরে ঐ সুযোগ ত্যাগ করিয়া উপাসনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ পুণ্যভূমির জল বায়ুর গুণে অধিবাসিগণের দেহমন বাল্যকাল হইতেই এরূপ ভাবে গঠিত হয় যে, ইহারা স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করা এবং ধর্ম্মার্থে প্রাণ বিসর্জ্জন করা সৌভাগ্যের নিদান বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

মদিনা-নগরী শহর, দুর্গ ও শহরতলি—এই তিন ভাগে বিভক্ত। নগরী সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। নগরীর মধ্যে গমনাগমনের জন্য পাঁচটি দ্বার আছে; কিন্তু চারিটি বৃহৎ। তন্মধ্যে **মিসর দ্বার** ও **পূর্ব্ব দ্বার** যেমন প্রকাণ্ড, তেমনই সুন্দর। এই দুই দ্বারের উভয় পার্শ্বে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত ছোট ছোট দুর্গ আছে। প্রত্যেক দ্বারে ২০।২৫ জন সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় নিযুক্ত আছে। শহরতলীতে যে যে স্থানে জল আছে, তথায় লোকের ঘন বসতি। মিসর দ্বারের মধ্যে বৃহৎ বাজার আছে। বাজারের মধ্যভাগে শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট গুম্বজযুক্ত প্রাসাদের মধ্য স্থলে সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত জলাশয় আছে। বাজারের বর্হিভাগে সর্ব্বসাধারণের জন্য **কাফিখানা** প্রতিষ্ঠিত।

মদিনা-নগরী একরূপ সমতল ভূমিতে অবস্থিত। পশ্চিমোত্তর কোণ ব্যতীত সকলদিকেই কিঞ্চিৎ দূরে উচ্চ পর্ব্বতমালা বিরাজিত। নগরীর সন্নিকটে মাত্র কয়েকটি অনুচ্চ টিলা বিরাজ করিতেছে। নগরীর চতুর্দ্দিকেই খর্জ্জুর ফলের সারি সারি সুরক্ষিত বাগান সমূহ শোভা

পাইতেছে। নগরীটি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। দৈর্ঘ্য তিন মাইল, এবং প্রস্থ আড়াই মাইল পরিমাণ হইবে।

প্রথম প্রাচীরের বাহিরের **মনাখা** প্রধান বাজার। জন সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া বশতঃ বাকী প্রান্তর হইতে মনাখা-বাজারের পশ্চিমোত্তর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত স্থান দ্বিতীয় প্রাচীরে আবদ্ধ করা হইয়াছে। দিন দিন যেরূপ লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে অনুমান হয় যে তৃতীয় প্রাচীর দ্বারা চতুর্দ্দিকেরই সীমা বৃদ্ধি করিতে হইবে। মনাখার মধ্যে টিলিগ্রাফ আফিস স্থাপিত হইয়াছে।

হজরতের সময় মদিনা প্রাচীরাবদ্ধ হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মৃত্তিকা দ্বারা প্রাচীর প্রদত্ত হইয়াছিল। তৎপর প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরে নগরী পরিবেষ্টিত হইয়াছে। এই প্রাচীর চূণকাম করা বৃত্তার্দ্ধ সদৃশ দুর্গরূপে বিনির্ম্মিত। নগরীর প্রাসাদাবলী প্রায়ই দ্বিতল। পঞ্চাশ ষাটটি প্রশস্ত রাজপথ, এবং বহু সংখ্যক বাণিজ্য বিপণি ও কাপিখানায় নগরী পরিশোভিত।

এখানেও মক্কা-শরীফের ন্যায় সরকারী **লঙ্গরখানা** (তাকিয়া) **হাস্‌পাতাল** প্রভৃতি স্থাপিত আছে। মদিনা-নগরী তায়েফ হইতেও শীত প্রধান স্থান। এই স্থানের লোকের চরিত্র এমনই নির্ম্মল, ব্যবহার এমনই সুন্দর যে, ইঁহাদিগকে পৃথিবীর অদ্বিতীয় মহৎ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এখানকার বেদুইন (বদ্দু) গণও অন্যান্য স্থান হইতে বহু শান্ত। বিশেষতঃ এ স্থানের অধিকাংশ বেদুইন দোকানদারী ব্যবসায়ে নিযুক্ত। রাজপথে আলোকের বন্দোবস্ত আছে। নগরীর ইতস্ততঃ বেড়িয়া বেড়াইতে অতিশয় স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা বোধ হয়। শহরটি বড়ই মনোহর। এখানে ঘোড়ার গাড়ীরও প্রচলন আছে।

সুপ্রসিদ্ধ **মস্‌জেদে নবভীই** মদিনার প্রধান দর্শনীয় বস্তু। এই মস্‌জেদের একাংশে হজরতের সমাধি সৌধ অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে তিনটি মস্‌জেদ প্রধান। প্রথম **কাবা মন্দির**, দ্বিতীয় মদিনার **মস্‌জেদে নবভী**, জেরুসালমে স্থাপিত **মস্‌জেদে আক্‌সা**। এই জন্য তীর্থসেবিগণ মদিনার মস্‌জেদে তিন বার নামাজ পড়েন, একদিন ভরিয়া **কোরান-শরীফ** পাঠ করেন।

এই মস্‌জেদটি শহরের পূর্ব্বাংশে সংস্থাপিত। ইহা মক্কার মস্‌জেদ হইতে ছোট। ইহার আয়তন ২৮০ হাত দীর্ঘ, ২২৫ হাত প্রস্থ। মস্‌জেদের অন্তর্ভাগ হইতে বাহিরের শোভা অতিশয় মনোরম। মস্‌জেদের বহু স্থান স্বর্ণে মণ্ডিত বলিয়া সাধারণত লোকে **সোনার মদিনা** বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

হজরতের পবিত্র সমাধি-সৌধ বহু মূল্য কারুকার্য্য খচিত আবরণীতে আচ্ছাদিত থাকে। এই আবরণী ও কাবা-মন্দিরের আবরণী (গেলাফ) তুরস্কের মাননীয় সুলতান কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়।

এই মস্‌জেদ নির্ম্মাণকালে হজরত ইহাতে মূল্যবান দ্রব্য সম্ভারাদি লাগাইতে নিষেধ করিতেন। এই জন্য প্রথম সামান্য প্রস্তরের প্রাচীর ও খর্জ্জুর বৃক্ষের স্তম্ভ দেওয়া হইয়াছিল। হজরত দিবসের অধিক সময় এই মস্‌জেদেই অতিবাহিত করিতেন, এবং এই মস্‌জেদে বসিয়াই লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতেন।

এই মস্‌জেদটি পাঁচবার নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতীয়বার হিজরী ২৯ অব্দে ইস্‌লাম জগতের তৃতীয় খলিফা হজরত উস্‌মান এই মস্‌জেদ নূতন করিয়া সংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিমাংশের আয়তনও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। খলিফা উস্‌মান খোদিত প্রস্তরের প্রাচীর ও কড়ি কাষ্ঠের ছাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

তৃতীয়বার এই মস্‌জেদ বেশভূষায় অদ্বিতীয়, মনোরম হইয়াছিল। হিজরী ৮৮ অব্দে দামস্কের উম্মিয়া বংশীয় **খলিফা অলীদ** এই মস্‌জেদ অতুলনীয়রূপে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তখন মুসলমানদিগের প্রভাব পৃথিবীর সকল শক্তিকেই বিনত করিয়া তুলিয়া ছিল। মস্‌জেদের এই সংস্কার কালে তৎকালীন গ্রীক সম্রাট্ এই শক্তিশালী খলিফাকে বহু রৌপ্য নিম্মিত আলোকাধার, ৪০ বস্তা খোদিত ছোট ছোট প্রস্তর, ৮০,০০০ স্বর্ণ মুদ্রা প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যবান উপহারসহ ৪০ জন আফ্রিকা ও ৪০ জন গ্রীক দেশীয় শিল্পী প্রস্তর খোদনার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। চারি বৎসরে এই সংস্কার কার্য্য শেষ হইয়াছিল। এই সংস্কারে পয়তাল্লিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

চতুর্থবার হিজরী ১৯০ অব্দে বাগ্দাদের **খলিফা মেহ্‌দি** এই মস্‌জেদ সংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি মস্‌জেদের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দশটি সুদৃশ্য থাম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পুনশ্চ পঞ্চমবার বাগ্দাদের বিশ্ববিখ্যাত **খলিফা মামুন** ২০২ হিজরীতে ইহার কলেবর আরও বর্দ্ধিত করিয়া ছিলেন।

ষষ্ঠবার—হিজরী ৬৫৪ অব্দে এই মস্‌জেদ পুনঃ সংস্কৃত হয়। তাৎকালীন মিসরের শাসনকর্ত্তা ইহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া নানারূপে সৌন্দর্য্যশালী করিয়া সংস্কার করিয়াছিলেন। দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত এই সংস্কার অক্ষত ছিল।

বর্ত্তমান অবস্থায় মস্‌জেদ সপ্তমবার মিসর দেশস্থ স্যার কেসিয়া মামলুক বংশীয় নবম সুলতান **কায়াদ-বে** সংস্কার করাইয়াছিলেন। ৮৮০ হিজরীতে এই সংস্কার হইয়াছিল।

আমাদের ভারতীয় টাকা মক্কা-শরীফ, তায়েফ ও জিদ্দাতে ২১ কোরশ এবং রাবকে ২০ কোরশ হিসাবে চলে। কিন্তু মদিনায় ২৪

কোরশ হিসাবে চলিয়া থাকে। এখানে পোয়া পয়সা (ফর্দ্দানীর) চলন নাই। অন্যান্য স্থানে যে সকল মুদ্রা অচল বলিয়া ফেলিয়া রাখে, এখানে তাহাও উক্ত হিসাবে চলে। কেবল ছিদ্র যুক্ত টাকা ২০ কোরশে চলে। কোন নগরে ছিদ্রিত মুদ্রা চলে না বলিয়া হেজাজ প্রদেশের সকল ছিদ্রিত মুদ্রা এখানে রাশিকৃত হইতেছে। সে দেশে ছিদ্রিত মুদ্রার বেশী বাহুল্যের কারণ এই যে, বেদুইন রমণিগণ নানাবিধ মুদ্রা ছিদ্র করিয়া হস্ত, পদ, কটি ও গলদেশে পরিধান করিয়া থাকে। আবার আবশ্যক হইলে এইগুলি দিয়াই বাজার খরচের কাজ সারিয়া লয়। এই জন্য হেজাজে ছিদ্র মুদ্রার এত ছড়া ছড়ি। বেদুইন মহিলা অন্য কোনরূপ অলঙ্কারের বড় বেশী সখ করে না।

মদিনায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব আছে। সর্দ্দি, কাশি, জ্বর, আমাশয়, শিরোপীড়া প্রভৃতি রোগ সর্ব্বদা আছে। তীর্থের সময় লোকারণ্য হয় বলিয়া নানাবিধ রোগ বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যুর সংখ্যা বেশী হয়।

সম্প্রতি হেজাজ রেলপথ দামস্কস্ নগর হইতে মদিনা পর্য্যন্ত ৭৫০ মাইল প্রস্তুত হইয়াছে। মদিনা হইতে মক্কা হইয়া জিদ্দা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট পথ প্রস্তুত হইতেছে। এই রেল পথে কি তুরস্ক, কি ভারতবর্ষ উভয় স্থানের মক্কা, মদিনা যাত্রীদের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে।

মদিনার আদিম অধিবাসী।

হজরতের বিশ্বস্ত সহচর বন্ধু **মহানুভব আব্বাস** (রাঃ) প্রমুখাৎ ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারিগণ নিম্নলিখিত ঘটনাটি সংগ্রহ করিয়াছেন। **হজরত নূহ্** (আঃ) এর জল-প্লাবনের সময় সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ জন মাত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাসী তদীয় জাহাজে উঠিয়া জীবন রক্ষা করিয়া-

ছিলেন। এই অশীতি জনের বংশধরগণ হইতে প্রকাণ্ড সমাজ গঠিত হইয়াছে। শেষে তাঁহারা সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়া **নমরুদকে** রাজা করে, কিন্তু কিছু দিন পরে পুনশ্চ তাহারা ধর্ম্মচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে তাহাদের মধ্যে ৭০টি ভাষার সৃষ্টি হয়।

এই সময় হজরত নূহের পুত্র **শাম** ঈশ্বর-সঙ্কেতে **আরবী ভাষা** সৃষ্টি করিয়া পবিত্র মদিনায় বাস করিতে থাকেন। ইহারাই মদিনায় খর্জ্জূর-বৃক্ষ রোপণ করেন এবং **আমালেকা** সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়েন। **সিরিয়া** ও **মিসর** পর্য্যন্ত ইঁহাদের কুক্ষিগত হয়।

আরকাম বেন্নে আবি আরকাম হেজাজ প্রদেশের **রাজা** হন। ইহাদের জীবনকাল এত দীর্ঘ হইয়াছিল যে, ৪০০ বৎসরের কমে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কাহাকেও দুঃখে বা কষ্টে রোদন করিতেও দেখা যায় নাই। আমালেকাগণের পর **ঈহুদিগণ*** এ স্থানে বসতি করে।

মতান্তরে এইরূপ বর্ণিত আছে,—"হজরত মোসা (আঃ) **হজ্জ** করিতে আসিবার কালে **ইস্‌রাইল্** সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন। হজ্জব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তাঁহারা মদিনা-নগরীর পার্শ্ব দিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ **হজরত মোহাম্মদ** (দঃ) যে এই মদিনায় অবস্থিতি করিয়া সনাতন **ইস্‌লাম ধর্ম্ম** প্রচার করিবেন ও তথায় সমাধিস্থ হইবেন,

---

* ঈহুদিগণ ভাববাদী হজরত মোসার মতাবলম্বী; তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ "**তৌরিত**"।

হজরত ঈসার শিষ্য সম্প্রদায় **খৃষ্টিয়ানদিগকে** ঈসায়ী বলা হয়। ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ "**ইঞ্জিল**"।

এই দলস্থ সকলেই তাহা **তৌরিত** গ্রন্থে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। পরামর্শ স্থির করিয়া একদল লোক হজরত মোসার সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং সেই মহাপুরুষের শুভ দর্শন লালসায় এই পবিত্র স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত মাহেন্দ্রযোগের অপেক্ষা করিতে থাকেন। হেজাজ প্রদেশীয় এক দল **এরাকী সম্প্রদায়ও** তাঁহাদের ধর্ম্মে ও সঙ্কল্পে দীক্ষিত হইয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করে।

এব্নে জুবালা তাঁহার **সন্দ** গ্রন্থে আরওয়া বেন্নে জুবীর হইতে বর্ণনা করেন,—"আমালেকাগণ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে মক্কা, মদিনা ও হেজাজ প্রভৃতি প্রদেশ তাহাদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হয়।" এই সময় তাহারা স্বেচ্ছাচারিতা ও পাপ স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। তখন হজরত মোসাও পাপাত্মা **ফের্ আউনকে** দলবলসহ নীল নদীর জলে ডুবাইয়া সিরিয়া বিজয়ের জন্য আমালেকা সম্প্রদায়কে বিধ্বস্ত করিতে এক প্রকাণ্ড বাহিনী প্রেরণ করেন। হজরত মোসা সৈন্যগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করেন,—"স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে প্রাণে মারিতে পারিবে না; অবশিষ্ট একটিকেও জীবিত রাখিও না"।

ঈশ্বরের অপার করুণায় হজরত মোসার প্রেরিত সৈন্য-দল জয়মাল্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। হজরত মোসার আদেশমতে রাজা আরকাম্ বেন্নে আবিল আরকাম্সহ সমুদয় লোককে হত্যা করা হয়। কিন্তু আরকামের বংশধর একটি যুবক সৌন্দর্য্য-সম্ভারে অতুলনীয় ছিল। সেনাধ্যক্ষ মানব সুলভ স্নেহ-পরবশ হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন না। এই সুন্দর যুবকের জীবন রক্ষার উপায় বিধানার্থ হজরত মোসার সমীপে লোক প্রেরিত হয়; কিন্তু প্রেরিত লোক পৌঁচিবার পূর্ব্বেই তিনি নশ্বরদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করেন।

অতঃপর **ইস্‌রাইল** সম্প্রদায় বিজয়ী সৈন্যগণের প্রত্যাগমন সংবাদে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইল। পরস্পর সাদর সম্ভাষণ হইলে সৈন্যদল বলিল,—"হজরতের আদেশ মতই আমরা কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই সুন্দর যুবককে বধ না করিয়া হজরতের সমীপে নূতন আদেশ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়া ছিলাম।" এতচ্ছ্রবণে ইস্‌রাইলগণ বিরক্ত হইয়া বলিল,—"তোমরা প্রেরিত পুরুষের আদেশের অন্যথাচরণ করিয়াছ, এই ব্যক্তিও উহাদের সহিত সমান অপরাধী ছিল। ইহাকে কেন তাহাদের সহিত হত্যা কর নাই? আমাদের মধ্যে তোমাদের আর স্থান হইবে না।"

তখন সৈন্যদল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অবশেষে স্থির করিল;—"চল, আমরা **হেজাজে** গিয়া বাস করিতে থাকি। তদপেক্ষা আর কোথাও উত্তম স্থান পাইব না।" ইহারাই হেজাজের **ঈহুদী সম্প্রদায়**।

এবে জুবালা আরও বলেন,—তব্‌কী বলিয়াছেন, দুরাত্মা রাজা বখ্‌তেনসর যখন **সিরিয়া দেশ** জয় করিয়া **বয়তুল মোকাদ্দস** (১) বিধ্বস্ত করে, তখন ইস্‌রাইল সম্প্রদায় হেজাজ প্রদেশে পলাইয়া যায়।

---

(১) এই **'বয়তুল মোকাদ্দস'** জেরুসালম নগরে অবস্থিত। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত সুলেমান কর্ত্তৃক সপ্ত বর্ষে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ইহার জিনীস সংগ্রহ ও নির্ম্মাণ কার্য্যে ১৮৩০০০ সহস্র লোক খাটিত। লেবানান পর্ব্বত হইতে কাষ্ঠ-চ্ছেদন করত জেরুসালমে পাঠাইতে ৩০০০০ সহস্র, কাষ্ঠ ও প্রস্তর প্রভৃতি জিনীস বহন করিয়া আনিতে ৭০০০০ সহস্র, প্রস্তর খনন ও কর্ত্তন এবং বসানের জন্য ৮০০০০ সহস্র এবং জিনীস পত্র রক্ষার জন্য ৩০০০ সহস্র লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। এই নগর মদিনার উত্তর দিকে প্রায় ৬০০ শত মাইল দূরে অবস্থিত।

কোন কোন ঐতিহাসিকগণ **হজরত আবুহুরেরা** (রাঃ) হইতে বলেন যে, যখন ইস্‌রাইল সম্প্রদায়ের উপর রাজা বখ্‌তে-নসের ভীষণ অত্যাচার করে, তাহারা তখন **আরব** ভিন্ন আর কোথাও যাইবার সুবিধা পায় নাই। তখন এই সম্প্রদায় সিরিয়া পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ছীরব (২) নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হয়। তথায় **হজরত হারুন** (আঃ) এর বংশধরগণ বাস করিত। ইস্‌রাইলগণও তাহাদের সহিত বাস করিতে থাকে। ইহাদের সহিত আরও এক দল লোক আসিয়াছিল ; তাহারা ছীরবের পার্শ্বস্থ **খায়বর** প্রভৃতি স্থানে আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করে। এই উভয় সম্প্রদায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবার কালে আপন আপন সন্তান সন্ততিদিগকে এরূপ উপদেশাবলী দিয়া গিয়াছিলেন ;—"তোমরা যদি শেষ প্রেরিত **হজরত মোহাম্মদের (দঃ) চরণ দর্শন পাও, তবে তাঁহার সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার** করিতে পরাঙ্মুখ হইও না। **আমরা তাঁহার চরণ সেবা করিতেই এই স্থানে অবস্থিতি ও অপেক্ষা করিতেছিলাম।** আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার চরণ দর্শনের অধিকারী হইতে পারিলাম না। তোমাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় কি না দেখিও।"

'বয়তুল মোকাদ্দস' ঈহুদী ও খৃষ্টীয়ানদিগের প্রধানতম **তীর্থ মন্দির।** পবিত্র ও পুণ্যাধার বলিয়া ইহা মুসলমানদের পক্ষেও অন্যতম তীর্থ ক্ষেত্র। এই নগর সহস্র সহস্র প্রেরিত মহাপুরুষদিগেরও পবিত্র লীলাভূমি। আমরা **বয়তুল মোকাদ্দসের ইতিহাস** প্রকাশ করিয়াছি ; মূল্য ॥• আট আনা মাত্র।

(২) **ছীরব** মদিনা নগরীর অনতিদূরে অবস্থিত।

ঈহুদী সম্প্রদায়ের আস্সার হইবার বিবরণ।

আরব বেন্নে কাহ্তানের বংশধর এক সম্প্রদায় * **এ্যামন** প্রদেশে **আরজ্সাবা** নামক স্থানে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছিল। এই সময় এ্যামন যাইতে সিরিয়া প্রদেশ পর্য্যন্ত † গ্রাম ও নগর-নগরীগুলি রম্যপ্রাসাদাবলী ও অসংখ্য উদ্যান-রাশিতে পরিশোভিত ও পরিপূর্ণ ছিল। অতিথি ও পথিকদিগ ক পাথেয় লইয়া চলিতে হইত না। দরিদ্র ভিখারিগণ মাথায় টুকরী লইয়া পথে বাহির হইলেই তাহাদের অভাব অনটন সরিয়া যাইত। উপাদেয় ও সুস্বাদু ফল-বৃক্ষের ইয়ত্তা ছিল না। রাস্তা, ঘাট, প্রান্তর, কানন, ফলাদি বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের প্রাচুর্য্যে উষ্ট্র বা অশ্বাদির উপর আরোহণ করিয়া গমনাগমনও দুঃসাধ্য ছিল। দীর্ঘ প্রস্থে দুই মাসের পথ পর্য্যন্ত এইরূপ ছিল। কিন্তু দুর্বুদ্ধিপরায়ণ লোকগুলি ঈশ্বর প্রদত্ত এই প্রসাদ উপভোগ করিতে আপত্তি উত্থাপিত করিল। তাহারা মিলিয়া প্রার্থনা করিল,—"প্রভো! বৃক্ষাদি ও প্রাসাদাবলীর সংখ্যাধিক্য বশতঃ আমরা আর চলিতে পারিতেছি না। অনুকম্পা পুরঃসর এ সব ন্যূন করিয়া দাও। আমরা উষ্ট্র অশ্বাদি আরোহণ করিয়া আমোদ প্রমোদে চলাচল করি।" হতভাগ্যদের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। অল্প দিনের মধ্যেই এক বন্যার তরঙ্গে সমুদয় বৃক্ষ ও প্রাসাদ সমূহ ভূমিষ্ঠ হইল। ‡

---

* কোন কোন ঐসিহাসিক বলেন,—ইহারা সালেম বেন্নে আর্ফাখ, সাজ, বেন্নে শাম, বেন্নে নূহ্ পয়গাম্বরের বংশোদ্ভব সম্প্রদায় ছিল।

† ইহা **কোরান-শরীফে** ও উল্লিখিত আছে।

‡ ঐতিহাসিকগণ এই বন্যাকে "**সৈলে আর্ম**" বলেন। তৎসহ ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াও তাঁহারা উল্লেখ করেন। মতান্তরে এই বন্যাকে "**সৈলে ফামাজ্জীর**" ও বলা হয়। তাহাতে **শীতল বায়ু** বহিয়াছিল বলিয়া লিখিত দেখা যায়।

এই বন্যার পূর্ব্বে ভাবী বন্যাদির বেগ প্রশমন জন্য কয়েক ক্রোশ ব্যাপিয়া এক প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাহারও মতে **লোকমান আকবর আদী** এই প্রাচীর দ্বারা এামন দেশের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন। আবার কেহ বলেন, **সিন্না** বেন্নে আস্হার এই প্রকাণ্ড বাঁধ প্রস্তুত করেন। কিন্তু বন্যার প্রবল তরঙ্গে এই প্রাচীরও বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

উমর বেন্নে আমর মাইসের স্ত্রী **কাহ্না** জ্যোতিষী বংশোদ্ভব ছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাহার বিশেষ পারদর্শিতাও ছিল। কাহ্না জ্যোতিষ শাস্ত্রালোচনায় অনুভব করিতে পারিয়াছিল যে, "সম্মুখে ভীষণ বিপদ উপস্থিত। সকলকেই এই বিপদালিঙ্গনে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে;—শীঘ্রই সকলকে ঈশ্বরের কোপে পতিত হইতে হইবে। এই আকস্মিক বিপদ হইতে কাহারও পরিত্রাণের উপায় নাই। এই সুদৃঢ় প্রকাণ্ড প্রাচীরও ভাঙ্গিয়া পড়িবে।" **উমর** এতচ্ছ্রবণে দেশ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; কিন্তু কোন একটা হেতু প্রদর্শন না করিয়া নগর পরিত্যাগ করিলে লোকে ভীরু বলিবে, এই ভয়ে ষড়্যন্ত্র করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন।

উমর এক পিতৃ-মাতৃহীন বালককে পালন করিয়াছিলেন। একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমাদের সম্মুখে ভীষণ বিপদ সমুপস্থিত। এই বিপদে কাহারও রক্ষা পাইবার আশা নাই। বিপদের সূচনার পূর্ব্বেই আমি নগর ত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছি। নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমি নিমন্ত্রণ করিয়া আসিব এবং তাঁহাদের সম্মুখে তোমাকে কটূক্তি করিব, তুমি তখন আমার সহিত ঝগড়া করিয়া আমাকে অপমান করিও; তবেই আমার দেশত্যাগের পন্থা হইবে।"

উমরের পরামর্শ মতই কার্য্য হইল। নিমন্ত্রিত সভ্যগণ আসন পরিগ্রহ করিলে চতুর উমর সেই অনাথ বালককে একটা কটু বাক্য

বলিলেন। সে প্রত্যুত্তরে তীব্রতর কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে সজোরে এক চপটাঘাত করিল। উমর তখন সভায় দাঁড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আজ অঙ্গীকার করিলাম, আমি কখনও আর এই নগরে থাকিব না। আমার অন্নে লালিত-পালিত হইয়া, ভিখারীর ছেলে যখন আমাকে এরূপ অপমানিত করিল, তখন অন্য লোক ত সহজেই যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বসিবে।" অতঃপর তাঁহার ত্রয়োদশ সন্তান ও কুহ্লান বেন্নে সাবার বংশধর এক সম্প্রদায়সহ তিনি নগরের বাহির হইয়া পড়িলেন। উমর অনেকগুলি জিনীস সঙ্গে লইবার অসুবিধায় বিক্রয় করিয়া ফেলেন। এইরূপে তাঁহারা বন্যার কবল হইতে তাঁহাদের জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু এ্যামনের অবশিষ্ট সমুদয় লোক জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

উমর নগর ত্যাগ করিলে তাঁহার সন্তানাদি স্বস্ব ইচ্ছানুযায়ী এক এক জন এক এক নগরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র **ছু'লাবা** হেজাজ প্রদেশে বাস করিতে থাকেন। হেজাজে তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা মদিনার অনতিদূরে ছীরবে আসিয়া ঈহুদীদিগের সহিত বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা ঈহুদিগণের সহিত সন্ধি করিলেন যে,—"আমরা কেহ কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিব না।" এই সময়ে **আওয়াস ও খাজ্‌রাজ** সম্প্রদায়ও হেজাজ হইতে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হয়। নবাগত সম্প্রদায় উমরের বংশধরগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের দলের পুষ্টিসাধন করিতেছে দেখিয়া ঈহুদিগণ সন্ধি ভঙ্গ করত তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। সিরিয়া প্রদেশের আওয়াস বংশোদ্ভব **রাজা আবূ হোবিল্লাকে** এ বিষয় জ্ঞাপন করা হইলে; তিনি এক প্রকাণ্ড বাহিনী প্রেরণ করিয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ

গ্রহণ করেন এবং ঈহুদী সম্প্রদায়কে তাড়াইয়া দিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি তাঁহাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। তখন হইতে আওয়াস্ ও খারজাজগণ মদিনার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে থাকে।

কিছু দিন পর আওয়াস ও খারজাজদিগের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই **বিবাদাগ্নি এক শত বিংশ বর্ষ** পর্য্যন্ত প্রবল বেগে জ্বলিতে থাকে। এই সুদীর্ঘ সময়ের বিবাদ মিটিবার কোন একটা কারণ ঘটে নাই। অবশেষে ঈশ্বরানুগ্রহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী মহাপুরুষ **হজরত মোহাম্মদের** (দঃ) অভ্যুদয়ে ইহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিলে আপনা আপনিই তাঁহাদের বিবাদ সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায় এবং তাঁহারা পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে চিরাবদ্ধ হয়। তাঁহাদের মধ্যে এমনই সম্প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে, **তাঁহারা একে অপরকে আপন জীবন হইতেও প্রিয়তর বিবেচনা করিত।** হজরত তাঁহাদিগকে এমনই একতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহারাই মদিনার **আন্সার** সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন,—এ্যামন প্রদেশস্থ **তিব্বা** নামে এক পরাক্রান্ত পুরুষ পূর্ব্ব প্রদেশ করায়ত্ত করিতে বহির্গত হন। মদিনার উপর দিয়াই তাঁহার অভিযানের পথ ছিল। তদীয় একটি সন্তানকে মদিনা-নগরীতে রাখিয়া তিনি সিরিয়া ও এরাক প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হন।

এ দিকে স্বাধীনতাপ্রিয় মদিনাবাসীরা তিব্বার সেই প্রিয় সন্তানটিকে হত্যা করিয়া ফেলে। তিব্বা এই সংবাদে ক্রোধান্বিত হইয়া একদল সৈন্যসহ পুত্রবধের প্রতিশোধ লইতে আসেন ও মদিনার সর্ব্বসাধারণের প্রাণ বধ করিয়া রক্ত-নদী প্রবাহিত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে

আপন অশ্ব মারা পড়িলে তিব্বা প্রতিজ্ঞা করেন,—"এই নগরী বিজন অরণ্যে পরিণত না করিয়া এক পদও অগ্রসর হইব না।" এই সময় জনৈক ঈহুদী পণ্ডিত অগ্রসর হইয়া বলেন,—"মহাশয়! এই নগরী ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত; ইহাকে কেহই একবারে বিনষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে এই বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই নগরীর নাম **তাইয়েবা** (পবিত্র); ইহা শেষ পায়গাম্বরের অবস্থান করিবার স্থান। অতএব মন হইতে আপনার জিঘাংসা প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আপনি ফিরিয়া যাউন।"

তিব্বা জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতের উপদেশে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধে বিরত হইয়া এক বিচক্ষণ (সহচর) সম্প্রদায়সহ এ্যামনের দিকে চলিয়া যান। উক্ত সম্প্রদায়ের প্রমুখাৎ শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তন শ্রবণে তৎপ্রতি তাঁহার হৃদয়ে অলৌকিক ভক্তির সঞ্চার হয়।

মোহাম্মদ বেন্নে ইস্হাক বলেন,—"তিব্বা সেই বিচক্ষণ সম্প্রদায়সহ মদিনায় ফিরিয়া আসেন ও শেষ ভাববাদী হজরতের জন্য এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া তিনিও মদিনায় বাস করিতে থাকেন। **চারি সহস্র তৌরিতের পণ্ডিতও** তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য তিনি এক এক খানি **প্রাসাদ** নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং প্রত্যেককে এক একটি দাসীসহ প্রয়োজনীয় জিনীসাদি প্রদান করেন। তাঁহার একখানি নিবেদন পত্রে তদীয় ইস্লামে দীক্ষিত হওয়ার বিবরণ লেখা ছিল। সেই পত্রিকা খানিতে এই দুইটি পদও ছিল,—**আমি সাক্ষ্য দিতেছি হজরত মোহাম্মদের প্রতি,—তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত। আমি যদি তাঁহার সেই শুভ সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারি, তবে নিশ্চয়**

তদীয় মন্ত্রী হইব এবং তিনি আমার ভাই হইবেন।” এই লিপিকা শেষ হইলে তিনি তাঁহাতে আপন নাম মোহরযুক্ত করিয়া উক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তি শামূলের হস্তে সমর্পণ করত বলিলেন,—“আপনি যদি সেই মহাপুরুষের শুভ দর্শন লাভ করিতে পারেন, তবে আমার এই নিবেদন-লিপি তাঁহার শ্রীচরণে পৌঁচাইবেন। আপনার জীবনে যদি সেই মাহেন্দ্রযোগ ঘটিয়া না উঠে, তবে আপনার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে আমার এই আবেদনলিপিকা পৌঁচাইবেন।” তিনি হজরতের জন্য যে প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহার শেষ তত্ত্বাবধায়ক মহাত্মা আবূ-আইউব আন্সারীর সময় পর্য্যন্ত বংশানুক্রমে ২১ একবিংশ যুগ চলিয়া যায়। মদিনায় যাঁহারা ইস্‌লামে দীক্ষিত হইয়া হজরতের সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই পণ্ডিত-সমাজের বংশধর ছিলেন। পুণ্যাত্মা আবূ-আইউব আন্সারী মহানুভব তিব্বার সেই পত্রখানি হজরতের নিকট দিয়াছিলেন।

মদিনায় ইস্‌লাম বিস্তার ও আন্সার সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়।

কোরাইশগণের ভীষণ অত্যাচার ও উৎপীড়নে শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ অনন্যোপায়ে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। হজরত তখন হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, ঈশ্বরের অন্য কোনও দেশের সাহায্য ব্যতীত পৌত্তলিকতায় ঘোর তমসাচ্ছন্ন এই কোরাইশীদিগের হৃদয় মধ্যে সত্য সনাতন একেশ্বরবাদ ইস্‌লাম আসন প্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং দেশদেশান্তর হইতে জনসাধারণ হজ্জব্রত উদ্‌যাপন জন্য সমবেত

হইলে, হজরত তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ সরল হৃদয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতায় ইস্‌লামের বীজ রোপণ করিয়া দিতেন। কিন্তু সেই বীজও অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইত। অনেকে বলিত,—"তাঁহার জন্মভূমির জন সম্প্রদায় যখন তদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় না, তখন আমরা কিরূপে তাহাতে আস্থাবান্ হই।"

ইতিমধ্যে মদিনা-নগরী হইতে **বনী-আবদুশ্ শহল** সম্প্রদায় মক্কার কোরাইশগণের সহিত সন্ধি করিতে আসে। হজরতও অভ্যাস মত তাহাদিগকে সনাতন ইস্‌লামে আহ্বান করিলেন। এই দলের **আয়াস** বেন্নে মাআদ সকলকে বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! তোমরা সকলেই এই মহাপুরুষের করস্পর্শে সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ কর। আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা যে কার্য্য সম্পাদন জন্য এস্থানে আগমন করিয়াছ, তাহা হইতে ইহা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।" কিন্তু ইহাতে দলপতি দাঁড়াইয়া দলের সমুদয়কে ভয় প্রদর্শন করত ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে নিষেধ করিল। দলস্থ সমুদয় লোক তাহাদের সঙ্গীয় নেতার ভয়ে নীরব রহিল। আয়াস বেন্নে মাআদ তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম গ্রহণে মদিনায় ফিরিয়া গেলেন। কিছু দিন মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। *

অতঃপর আয়াস ও খাব্রজাজ সম্প্রদায় হজ্জ করিতে আসে। এই সময় হজরত সমস্ত উৎপীড়ন অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া অম্লানবদনে কোরাইশদিগকে ইস্‌লামে আহ্বান করিতেছিলেন। হজরত এই সম্প্রদায়দ্বয়কে পথে দেখিয়া আহ্বান করিলেন,—"তোমরা কি মদিনার ঈহুদী সম্প্রদায়?" তাহারা উত্তর করিল,—"হাঁ, কেন? আপনার কিছু দরকার আছে কি?" হজরত পুনশ্চ বলিলেন,—"তবে তোমরা এই স্থানে ব'স। আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।" তাহারা উপবেশন

* মতান্তরে তিনি **ইস্‌লাম** গ্রহণ করেন নাই বলিয়া জানা যায়।

করিলে হজরত বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বিশ্বস্রষ্টা পৃথিবীতে আমাকে তোমাদের **কল্যাণের ও পরিত্রাণের** জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমার প্রতি এক **কিতাব** অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আমার বংশধরগণ এই শুভানুষ্ঠানে বিঘ্ন জন্মাইতেছে; পদে পদে আমার সহিত প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। তোমরা যদি একেশ্বরবাদ ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ বিধান করিবেন।"

এই প্রস্তাব তাহাদের নিকট অত্যুত্তম বিবেচিত হইল এবং সকলে পরস্পরের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, **ইনিই শেষ পায়গাম্বর**। আয়াস ও খারজাজ সম্প্রদায় সানন্দে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক হজরতের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মদিনায় চলিয়া গেলেন।* ইহাকে প্রথম অধীনতা (বয়আতে উক্‌বা) বলা হয়। †

এই দল মদিনায় প্রত্যাগমন করিলে হজরতের প্রেরিতত্ব প্রাপ্তি সংবাদ কুটীর হইতে কুটীরান্তরে প্রকাশিত হয়। আন্সারদের এমন কোনও প্রাসাদ বা বৈঠক ছিলনা, যেথানে এবিষয়ের আলোচনা না হইত।

পুনরায় হজ্জের সময় **উবাদা** বেন্নে সামত ও **আভীম** বেন্নে সাআজ প্রমুখ ছয়জন [illegible]পূর্ব্ব ছয় জনের সহিত আসিয়া সেই উক্‌বায় নবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এই সময় হজরতের প্রতি উপাসনা (নামাজ) ও একেশ্বরবাদ-মন্ত্র (কলেমা) পড়িতে মাত্র প্রত্যাদেশ হইয়াছিল।

মোস্‌আব বেন্নে আমীর (রাঃ) এর আগ্রহে হজরত তাঁহাকে **কোরান-শরীফ ও ফেকা শাস্ত্র** শিক্ষা দেন এবং একত্রী-

* মিনা পর্ব্বতের (**জবলে মিনা**) শিখরদেশে এই অঙ্গীকার হয়। এখন তথায় এক **মস্‌জেদ** বিরাজমান।

† মতান্তরে এই **বয়আতে উকবায়** কেবল ছয় জন মাত্র লোক ছিল আস্‌আদ বেন্নে জারারা ও জাবের বেন্নে আবদুল্লা এই সমষ্টিভুক্ত ছিলেন৭

ভূত হইয়া উপাসনা করিতে আদেশ করেন। মহাত্মা মোস্‌আব মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আস্‌আদ বেন্নে জারারের সাহায্য গ্রহণে সেই দ্বাদশ জন (মতান্তরে ৪০ জন) লোক লইয়া **জুমা** * পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহাই মদিনায় ইস্‌লাম প্রতিষ্ঠার প্রথম জুমা'।

অতঃপর তাঁহারা ইস্‌লাম বিস্তার করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। এক দিবস ধর্ম্মাত্মা মোস্‌আব বনী-আবদুশ্‌ শহলের এক বাগানে একদল লোককে কোরান-শরীফ আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছিলেন। সাআদ বেন্নে মাআজ এই সংবাদ শ্রবণে ক্রোধে নেজা লইয়া দৌড়িয়া আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল,—"তোমরা পুনরায় এই বাগানে আসিয়া এসব আলোচনা করিলে অপমান ভোগ করিবে। যাহা কেহ কোন দিন শুনে নাই, অনর্থক তাহা প্রকাশ করিয়া পণ্ডশ্রম কর কেন?"

পুনরপি একদিন সেই উদ্যানের পার্শ্বে পুণ্যাত্মা মোস্‌আব, সাআদ বেন্নে জারারের সহিত জনমণ্ডলীকে ইস্লামে আহ্বান করিতেছিলেন। আজিও সাআদ বেন্নে মাআজ রাগান্বিত হইয়া আসিল, কিন্তু পূর্ব্ব দিন হইতে তদীয় স্বভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল। সাআদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আসআদ তাঁহার নিকট গিয়া (সাআদ আসআদের মাসতুত ভাই) বলিলেন,—"ভাই, তুমি প্রথম শ্রবণ কর, এ ব্যক্তি কি বলিতেছেন। যদি তিনি কোন মন্দ কথা বা কু-পরামর্শ দিয়া মানুষকে বিপথগামী করেন, তবে বরং তুমি নিষেধ করিতে পার; নতুবা তোমার বিরক্তির ত কোন কারণ দেখিতেছি না।"

"তোমার আজ সুপ্রভাত! মনোনিবেশ করিয়া শুন, তিনি কি বলিতেছেন।"—"দেদীপ্যমান গ্রন্থের (কোরান-শরীফের) শপথ, নিশ্চয়ই

---

* সপ্তাহে শুক্রবার দিবস মস্‌জেদে বহু লোক সমবেত হইয়া যে উপাসনা করে, তাহাকে **জুমা** বলে।

আমি আরব্য ভাষায় এই কোরান-শরীফ সৃষ্টি করিয়াছি, তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছ এবং নিশ্চয় ইহা মূলগ্রন্থের (স্বর্গে সংরক্ষিত কোরানের) ভিতরে আছে। নিশ্চয় ইহা সমুন্নত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। অনন্তর তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী দল বলিয়া আমি কি তোমাদিগ হইতে (হেম গুলিগণ!) উপদেশ অপসারিত করিব?* এবং পূর্ব্বতন লোকদিগের প্রতি আমি সংবাদবাহক (ভাববাদী রসুল) প্রেরণ করিয়াছিলাম। অনন্তর এমন কোন তত্ত্ববাহক আসেন নাই যে, তাহারা যাহার প্রতি ব্যঙ্গ করে নাই। পরে তাহাদের অপেক্ষা আক্রমণে প্রবলতর লোকদিগকে আমি বিনাশ করিয়াছি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের দৃষ্টান্ত (বর্ণিত) হইয়াছে।" (সুরে জোখ্রুফ, ৮ আয়াত।)

সাআদ বেন্নে মাআজ এই প্রবচন শ্রবণে কি এক তাড়িত প্রবাহে যেন অস্থির হইয়া উঠিল। যদিও সে তৎকালে মুখে কিছু প্রকাশ করে নাই, তথাপি একেশ্বরবাদের পবিত্র জ্যোতিতে তাহার হৃদয় মন আলোকিত হইয়া তাড়িতবেগে আলোড়িত হইতেছিল। সাআদ তথা হইতে প্রত্যাগমনে স্বীয় সম্প্রদায়কে ডাকিয়া তদীয় ইস্‌লাম গ্রহণ সংবাদ প্রকাশ করিলেন এবং তাহাদিগকেও ইস্‌লামে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, —"তোমাদের মধ্যে কাহারো যদি একেশ্বরবাদ ইস্‌লামে সন্দেহ হয়, তবে ইহা হইতে উত্তম আর কিছু থাকিলে উপস্থিত করিতে পার। আমি উহা দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। একেশ্বরবাদ ইস্‌লাম

---

* অর্থাৎ তোমরা **কোরান-শরীফের** উপদেশ অগ্রাহ্য করিতেছ ও অসত্য বলিতেছ; তজ্জন্য আমি প্রত্যাদেশ নিবারণ করিব না। বরং ক্রমশঃ তাহা প্রেরণ করিব। তোমাদের বিদ্রোহাচরণের জন্য কোরান-শরীফকে স্বর্গে প্রত্যাহার করিব না। আমি জানিতেছি যে, এমন এক জাতি শীঘ্র আসিবে, যাহারা ইহাকে মান্য করিবে এবং ইহার উপদেশানুযায়ী আচরণ করিবে। (তফসীর হুসেনী)।

এমনই হৃদয় আকর্ষণকারী যে, ইহাতে অজ্ঞাতে মানবের জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা হয়। আমি এ হেন ইস্‌লাম-চরণে জীবন মন সমর্পণ করিয়াছি।" তিনি পুনশ্চ বলিলেন,—"হে আবদুশ্ শহলের বংশধরগণ! আমাকে তোমাদের সম্প্রদায় মধ্যে কিরূপ লোক বলিয়া মনে কর? আমার বুদ্ধি বিবেচনা কোন্ শ্রেণীর?", সকলেই তারস্বরে বলিয়া উঠিল,—"আপনি আমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—আমাদিগ হইতে সর্ব্বাংশে উত্তম।" সাআদ তখন বলিলেন,—"তোমরা যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর এবং তৎ-প্রেরিত পায়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাদের স্ত্রী পুরুষ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিব না।"

এই হইতেই মদিনা-নগরীতে ইস্‌লাম বিস্তৃতি লাভ করে। সমস্ত লোক জড়মূর্ত্তি বিধ্বস্ত করিয়া দলে দলে ইস্‌লামে দীক্ষিত হইতে থাকে। এমন একটি কুটীরও অবশিষ্ট ছিল না, যেখানে ইস্‌লামের বীজ অঙ্কুরিত না হইল।

হজরতের সহিত আন্সারগণের সম্মিলন।

মোসআব বেন্নে উমীর (রাঃ) ইস্‌লাম গ্রহণ করিলে পর আন্সার সম্প্রদায়সহ ত্রিসপ্ততিজন লোক হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ বিধর্ম্মী হেজাজদিগের দলে মিলিত হইয়া মক্কায় উপনীত হন। হজরতের পবিত্র দর্শন লাভে তাঁহারা কৃতার্থ হন এবং ঈদুজ্জোহার ('কোর্‌বানী ঈদের) পর রজনীযোগে হজরতের সহিত পুনরায় বিশেষ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পরামর্শ করিয়া যান। সেই ত্রিসপ্ততিজন লোক বিধর্ম্মিগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থ রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে উক্‌বার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত গুহায় লুক্কায়িত থাকেন। হজরত

তদীয় খুল্লতাত আব্বাসের সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হন। * স্নেহপরায়ণ **মহাত্মা আব্বাস** বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়! আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, মোহাম্মদ (দঃ) কতদূর সম্মান ও স্নেহের সহিত আমাদের মধ্যে আছেন। আমি তাঁহাকে অনেক নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি আপনাদিগকে একত্র করিয়াছেন। এখন আপনারা যদি প্রতিজ্ঞা পালনে সক্ষম হন, তবে ইহাতে আমার আর কোনও বক্তব্য নাই। এখনই স্পষ্ট কথা বলা ভাল; নচেৎ শেষে আপনারা লজ্জিত হইবেন। আমাকে কস্মিন্‌কালেও আপনাদের শত্রু করিবেন না।" আন্সারগণ উত্তর করিলেন,—"মহাত্মন্, আপনার কথা শুনিলাম। আমরা অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়াই এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। হজরত! এখন আপনার কি অভিমত, প্রকাশ করুন। ঈশ্বরোদ্দেশে আমরা আপনার শ্রীচরণে জীবন দিতে প্রস্তুত আছি।" হজরত বলিলেন,—"ঈশ্বরের সহিত মানবের দুইটি প্রতিজ্ঞা আছে,—একটি তাঁহার **পূজা করা**; দ্বিতীয়টি তাঁহার সহিত **কাহাকেও অংশীভুক্ত না করা**। কিন্তু আমার সহিত প্রতিজ্ঞা,—একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচারার্থ সাহায্য করা; আর যাহারা এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে বিমুখ হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তাহাদের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ (জেহাদ) করিতে পরাঙ্মুখ না হওয়া।"

আন্সার সম্প্রদায় বলিলেন,—"হজরত! আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে, পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে যুদ্ধ করাই আমাদের ধর্ম্ম। ঈহুদীদিগের সঙ্গে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সন্ধি করিয়াছি। এখন আপনার জন্য আমরা সেই সন্ধি ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছি। কিন্তু দেখিবেন, পশ্চাৎ যেন আপনি আমাদিগকে অনাথ-প্রায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার

* সদাশয় আব্বাস তখনও **ইস্‌লাম** গ্রহণ করেন নাই।

সম্প্রদায়ের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন না করেন।" ইহাতে হজরত হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"এরূপ কস্মিন্‌কালেও হইবে না।" **তোমাদের প্রাণের সহিত আমার প্রাণ, তোমাদের শরীরের সহিত আমার শরীর বিনিময় করিয়া জীবন যাপন করিব, এবং তোমাদের সহিতই আমার মৃত্যু হইবে।"** তখন মহাহর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা পুনরায় নিবেদন করিলেন,—"হজরত! যদি আমরা আপনার ভালবাসায় মারা পড়ি, অথবা ধন, জন, জীবন সমুদয়ই আপনার প্রতি উৎসর্গ করি, তবে তাহার বিনিময়ে কি পাইব?" হজরত বলিলেন,—"এক মনোরম উদ্যান (অর্থাৎ স্বর্গ) পাইবে, যাহার নিম্নদেশ দিয়া নিয়ত নদী প্রবাহিত। উহার জল দুগ্ধ হইতেও নির্ম্মল এবং মধু হইতেও মিষ্ট।" আন্সারগণ মহানন্দে জয়ধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই যাত্রার ক্রয় বিক্রয়ে আমরা বিলক্ষণ লাভবান্ হইলাম। ঈশ্বরের শপথ, হজরত হস্ত প্রসারণ করুন! আমরা নিশ্চয় আপনার অধীনতা-পাশে চির আবদ্ধ হইলাম।" *

সৌভাগ্যশালী আন্সারগণ এইরূপে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,—**"নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের নিকট তাহাদের জীবন ও ধনরাশির বিনিময়ে স্বর্গ বিক্রয় করিয়াছেন।**

জনৈক আন্সারী হজরতের নিকট নিবেদন করিলেন,—"হজরত! বিধর্ম্মী সমুদয় মিনায় (স্থানবিশেষ) সমবেত আছে, আপনার আদেশ

* এই অধীনতাকে **"বয়আতে কোবরা"** বলা হয়। কোন কোন পরিব্রাজক ইহাকে **"উকবায়ে ছানিয়া"** বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের হিসাব মতে ইহা **তৃতীয় অধীনতা** (উকবায়ে ছালাছা) হয়।

পাইলে তাহাদিগকে বধ করিয়া আসি। আমার হাতে একটি প্রাণীও জীবন বাঁচাইতে পারিবে না।” হজরত উত্তর করিলেন,—“আমাকে ইহার কোনও আদেশ প্রদত্ত হয় নাই।” অতঃপর সকলেই আপন আপন শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

আন্সারগণ বিদায় হইবার দিন হজরতের নিকট নিবেদন করিলেন, —“হজরত, আমাদের সহিত গমন করিলে আমাদের মদিনা পবিত্র হইত। আমরা আপনার কোনরূপ সেবা করিতে ত্রুটি করিব না। আপনার যাহা অভিপ্রেত হইবে, তাহাই করিতে যত্নবান থাকিব; কস্মিন্‌কালেও শৈথিল্য করিব না।” হজরত উত্তর করিলেন,—“আজিও আমার প্রতি মক্কা পরিত্যাগ করিতে আদেশ হয় নাই। বিশেষতঃ আমার প্রস্থান করিবার কোন স্থানও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ঈশ্বর যখন আমাকে যে স্থানে গমন করিতে আদেশ করিবেন, তখন সেই স্থানে যাইব।” এই বলিয়া হজরত আন্সারদিগকে মদিনায় বিদায় করিয়া দিলেন।

হজরতের মক্কা ত্যাগ।

আন্সারগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেলে, হজরত মক্কা ত্যাগ করিতে উৎকণ্ঠিত হইলেন। জগদীশ্বরেরও ইহা শুভ সংকল্প হইল। প্রত্যাদেশ দ্বারা তখন নিম্নলিখিত নগর কয়টি হজরতকে প্রদর্শন করা হয়। প্রথম—বাহরীন প্রদেশের **হেজর নগর**; দ্বিতীয়—সিরিয়ার **কান্সিরুল**; তৃতীয়—হেজাজের **ছীরব নগর**; চতুর্থ—**মদিনা নগরী**। হজরত মদিনাকেই ভাবী কর্ম্ম-ভূমি মনোনীত করিয়া লইলেন। প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া হজরত সহচর বন্ধু-দিগকে মদিনায় প্রেরণ করিলেন। উমর বেন্নে খাতাব, হামজা বেন্নে আব-দুল মোতালেব, আবদুর্ রহমান বেন্নে উফ, জায়েদ বেন্নে খাতাব, তাল্‌হা

বেন্নে আবদুল্লা, উস্‌মান বেন্নে আফ্‌ফান, জায়েদ বেন্নে হারেসা প্রভৃতি মনস্বিগণ মদিনায় প্রেরিত হইলে শতজন সহচর মধ্যে কেবল **আবু-বাকর সিদ্দিক** ও বীরকেশরী **আলী** হজরতের সহিত মক্কায় রহিলেন। এই সময় অপরাপর ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নিঃসহায় পাইয়া কোরাইশগণ তাহাদের উপর অতিশয় উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। যখন তাহারা দেখিল যে, হজরতও মক্কা ত্যাগের আয়োজন করিতেছেন, তখন তাহারা সকলে মিলিত হইয়া পরামর্শ স্থির করিল,—"মোহাম্মদকে সত্বর কারারুদ্ধ করা হউক, নতুবা পলায়ন করিবে।" এই দলের নেতা দুর্ম্মতি **আবূজ্জেহেল**। পাপিষ্ঠ আবূজ্জেহেল বলিল,—"তোমাদের মধ্য হইতে পাঁচজন উলঙ্গ অসি হস্তে দ্রুতগতিতে মোহাম্মদকে আক্রমণ করিয়া বনী-হাসেম সম্প্রদায়কে বিপক্ষ করিবার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। হত্যাই শুধু ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ।"

স্বর্গীয় দূত **জেব্‌রাইল** হজরতকে কোরাইশগণের কুমন্ত্রণা পরিজ্ঞাত করিলে হজরত তাঁহার শয়ন মন্দিরে বীরবর আলীকে শয়ান করাইয়া পুণ্যাত্মা আবূবাকর সিদ্দিকের নিকট গমনে শীঘ্র মক্কা ত্যাগের আগ্রহ প্রকাশ করেন। মহাত্মা আবূবাকর সিদ্দিক চারি মাস পূর্ব্ব হইতে দুইটি উষ্ট্রকে প্রচুর খাদ্যাদি দিয়া একান্ত সবল ও হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তুলিয়া ছিলেন। উষ্ট্রদ্বয় হজরতের সম্মুখে আনীত হইলে তিনি **কাস্‌ওয়া নাম্নী** উষ্ট্রীটি গ্রহণ করিতে মনোনীত করিলেন। সাধুশ্রেষ্ঠ আবূবাকরের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও হজরত উহার মূল্য-স্বরূপ অষ্ট দেরহাম্ প্রদান করেন এবং আবদুল্লা বেন্নে আরিকাতকে ডাকিয়া সেই উষ্ট্র দুইটি তাহার নিকট দিয়া তিন দিন পরে **ছোর পর্ব্বতে** রাখিয়া আসিতে আদেশ করেন। *

* এই **আবদুল্লা** তৎকালে আরবের একজন বিখ্যাত পথপ্রদর্শক ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে আবদুল্লার ইস্‌লাম গ্রহণ প্রকাশ পায় না।

এদিকে দুষ্টমতি কোরাইশগণ হজরতের শিবিরের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। উদ্দেশ্য—প্রাতে হজরত গাত্রোত্থান করিবা মাত্র তাঁহাকে বধ করিবে। এমন সময় হজরত বীরবর আলীসহ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন হজরতের মস্তক উত্তরীয় বস্ত্রে আবৃত ছিল। আবূজ্জেহেল সহাস্যে বলিল,—"অই যে মোহাম্মদ কথা বলিতেছে। তোমরা আমার ধর্ম্মে অটল থাকিলে তোমাদিগকে আরব্য ও পারস্য প্রদেশ প্রদান করিব, আর মৃত্যু হইলে প্রকাণ্ড স্বর্গ প্রদত্ত হইবে। কিন্তু যদি আমার ধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শন কর, তবে পৃথিবীতে আমার হাতে লাঞ্ছিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে, এবং অবশেষেও নরকে তোমাদের চিরবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে।" ইহাতে হজরত বলিলেন,—"নিশ্চয়, বিন্দু বিসর্গও সন্দেহ নাই; আমিও ইহাই বলিয়া আসিতেছি, এইরূপই হইবে। তুমিও তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান নরকবাসী হইবে।"

তৎপর হজরত কোরাইশদিগের সম্মুখ দিয়া গৃহের বাহির হইয়া হজরত আবূবাকরের নিকেতনে উপনীত হইলেন; এবং তথা হইতে ছোট দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া ছৌর পর্ব্বতে গমন করিলেন। এ দিকে হজরত চলিয়া গেলে একজন লোক কোরাইশদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা এতগুলি লোক এখানে কিসের অপেক্ষা করিতেছ?" তাহারা উত্তর করিল,—"আমরা মোহাম্মদকে হত্যা করিব; প্রভাতের অপেক্ষা করিতেছি।" সেই ব্যক্তি হাসিয়া বলিল,—"তোমরা কি মূর্খ! ঐ যে তোমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন, উনি কি মোহাম্মদ ছিলেন না?" দুরাচার আবূজ্জেহেল প্রভৃতি ইহা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিরাশ মনে ফিরিয়া গেল।

প্রাতঃকালে তাহারা হজরত আলীকে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মোহাম্মদ কোথায়?" তিনি উত্তর করিলেন,—"এখন কোথায় তাহা আমি জানি না।"

হজরত ৮ই রবিউল আউওয়াল মাসের বৃহস্পতি বার দিবস ৬২২ খৃষ্টাব্দে মক্কা ত্যাগ করেন। এই হইতে **হিজরী সন** গণনা আরম্ভ হয়। *

এ দিকে কোরাইশগণ দলবলসহ হজরতের অন্বেষণে বহির্গত হইল; কাননে, প্রান্তরে লোক ধাবিত হইল। লীলাময়ের অপার লীলায় হজরত যে গুহায় লুক্কায়িত ছিলেন, উহার মুখে ঊর্ণলাভ জাল বিস্তার করিয়া ফেলে, কপোতী ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখে। দুরাচার কোরাইশগণ গুহার পার্শ্ব দিয়া অন্য দিকে চলিয়া যায়, অথচ হজরতকে দেখিতে পায় নাই। এই গুহায় হজরত আবূবাকরসহ তিন দিবস অবস্থান করেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে রজনীর ঘোর অন্ধকারে হজরত উষ্ট্রারোহণে মদিনাভিমুখে গমন করিলেন। এ দিকে আবূজেহেল নগরীতে ঘোষণা করিয়া দিল—"যে ব্যক্তি মোহাম্মদকে ধরিয়া আনিবে বা হত্যা করিবে, তাহাকে শত লোলিত উষ্ট্র পুরস্কার দিব"। **বুরিদা** এই পুরস্কার-লোভে সপ্ততিজন সহকারীসহ হজরতের গতিরোধে বহির্গত হইল। পথে হজরতের সহিত বুরীদার সাক্ষাৎ হইলে তিনি সঙ্গীয় ৭০ জন লোকসহ ইস্‌লাম গ্রহণ করিলেন। বুরীদা স্বীয় শিরস্ত্রাণ কাপড়ে এক **পতাকা** প্রস্তুত করিয়া হজরতের অগ্রে অগ্রে মদিনাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। কতকদূর গমনের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—হজরত! আপনি কোন্ ভাগ্যবানের গৃহে অবতরণ করিবেন?" হজরত উত্তর করিলেন,—"আমার এ উষ্ট্রী যে স্থানে দাঁড়াইবে, তথায় অবতরণ করিব।"

---

* হজরত প্রেরিতত্ব লাভ করিয়া মক্কায় ত্রয়োদশ বর্ষ (কাহারো মতে পঞ্চদশ বর্ষ) অবস্থান করিয়াছিলেন; হজরত যখন গুহায় লুক্কায়িত ছিলেন, হজরত আবূবাকর সিদ্দিকের দুহিতা **আসমা** তাঁহাদিগকে মাংস, কাবাব ও রুটী দিয়া আসিতেন এবং তদীয় পুত্র মোহাম্মদ বিধর্ম্মীদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সংবাদ বহন করিতেন।

এ সময়ে হজরতের যে সকল সহচর সিরিয়া প্রদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও আসিয়া হজরতের সহিত পথে সম্মিলিত হন। তাঁহারা হজরত ও আবূবাকর সিদ্দিককে দুই জোড়া সাদা উত্তরীয় বস্ত্র উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

মদিনাবাসীরা **হজরতের শুভ দর্শন** লাভার্থে দিবা রাত্রি উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রতিদিন প্রত্যুষ হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তাঁহারা মদিনার উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া হজরতের আগমন দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। এক দিবস রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে সকলেই স্বস্ব শিবিরে বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন; জনৈক ঈহুদী মাত্র একটি উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময়ে হজরতকে আসিতে দেখিয়া সেই ঈহুদী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—**আন্সারগণ, আজ সুপ্রভাত! ঐ তোমাদের ইপ্সিত মহাপুরুষ আসিতেছেন।** এই সংবাদ শ্রবণে মদিনার সমুদয় মুসলমান অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া হজরতকে ভক্তিসহকারে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হজরত দলের মধ্যস্থলে ছিলেন; আর আবূবাকর সিদ্দিক ছিলেন পুরোভাগে। সকলেই আবূবাকর সিদ্দিকের সহিত আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এতদ্দৃষ্টে তিনি স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে সসম্ভ্রমে হজরতের মস্তকের উপর ছায়া প্রদান করিলেন। তাহাতে সকলের ভ্রম নিরসন হইল ও সকলে হজরতের সহিত সম্মিলিত হইয়া পরম কৃতার্থ হইলেন।

হজরত রবিউল আউওয়াল মাসের দ্বাদশ তারিখ সোমবার দিবস মদিনার প্রান্ত সীমায় উপনীত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হজরতের মদিনা-প্রবেশ।

মদিনার প্রান্তভাগে চারি দিন অবস্থিতি ও বিশ্রাম করত হজরত শুক্রবার দিবস (ষোড়শ রবিউল আউয়াল) মদিনায় প্রবেশ করিতে অভিমত প্রকাশ করিলেন। নগরীর প্রত্যেক ব্যক্তি স্বস্ব গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—"হজরত, এ অধমের গৃহে পদার্পণ করিয়া দাসকে কৃতার্থ ও ধন্য করুন। হুজুরের সেবা শুশ্রূষা করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিব না। হজরত, অনুগ্রহ পুরঃসর আমাকে সৌভাগ্যশালী করুন।" ইহাতে হজরত প্রত্যুত্তর করিলেন,—"আমার এই বাহন যে স্থানে দাঁড়াইবে, আমি সেই স্থানেই অবতরণ করিয়া অবস্থিতি করিব।" এইরূপ গমনে বেলা দুই প্রহর অতীত হইল। বনী-সালেম সম্প্রদায়ের বাসস্থানে (মস্‌জেদে কোব্বার অনতিদূরে) উপনীত হইলে জুমার সময় সমাগত হইল। হজরত তথায় জুম্মা সমাপনান্তে পুনশ্চ চলিতে আরম্ভ করিলেন। আবার সকলেই বাহনের রশ্মি ধরিয়া উহাকে বসাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই উহাকে স্ববশে আনিতে পারিলেন না। অবশেষে যেখানে **মিস্বরে নবভী** বিরাজমান, সেখানে গিয়া বাহন বসিয়া পড়িল। হজরত তাড়না করিয়া পুনরায় উষ্ট্রীকে চালাইলেন, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই উষ্ট্রী সেই স্থানে আসিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

কেহ কেহ বলেন,—আবূ আইউব আন্সারীর গৃহদ্বারে আসিয়াই বাহন বসিয়া পড়ে। আবূ আইউব বাহনের উপর হইতে সমস্ত জিনীস পত্রাদি নামাইয়া স্বীয়গৃহে আনয়ন করেন। *

এব্নে জুজী **শফুল মোস্তফায়** লিখিয়াছেন,—বাহন মহাত্মা আবূ আইউবের † দ্বারে বসিয়া পড়িলে বনী-নাজ্জার সম্প্রদায়ের বালকগণ **দফ্** বাজাইয়া গাইতেছিল,—"আমরা নাজ্জার বংশোদ্ভব বালকগণ, আমাদের পরম সৌভাগ্য, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের প্রতিবাসী হইয়াছেন।"—মদিনার স্ত্রী পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই গলিতে গলিতে মহানন্দে বলিতেছিল,—**ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ পদার্পণ করিয়াছেন; ঈশ্বরের ভাববাদী আসিয়াছেন।** হাবশীগণ জয়োল্লাসে নেজা লইয়া খেলিতেছিল।

প্রথম হিজরী—৬২২ খৃষ্টাব্দ।

হজরত মদিনায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া ফাতেমা দেবীকে ও উম্মে কুলছোম, সুদা এবং মহাত্মা জায়েদের সহধর্ম্মিণী উম্মে আয়মন ও তদীয় দুহিতা আসামা প্রভৃতিকে মদিনায় আনয়ন করিবার জন্য আবূরাফ ও জায়েদ বেন্নে হারেছাকে পাঁচশত দেরহাম ও দুইটি উষ্ট্রসহ মক্কায় প্রেরণ করেন। ধর্ম্মাত্মা আবূবাকর সিদ্দিকের পুত্র আবদুল্লাও ইঁহাদের সঙ্গী হইয়া আপন পরিবার আনিতে গেলেন।

---

* **তিব্বা** এই প্রাসাদই হজরতের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

† হজরত আবূ আইউবের বাড়ীতে সাত মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে মদিনায় প্রত্যাগত হইলে হজরত নিশ্চিন্ত চিত্তে ইস্‌লাম প্রচারে ব্রতী হইলেন। মক্কার কোরাইশী সম্প্রদায়ের ন্যায় মদিনায় ঈহুদিগণও হজরতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ত্রুটি করে নাই; কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা প্রায়শঃই ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি হজরত যে দিবস মদিনায় পদার্পণ করেন, সেই দিবসই তাহাদের প্রধান পণ্ডিত **সম্ভ্রান্ত আবদুল্লা** বেন্নে সালাম ইস্‌লামে দীক্ষিত হন। আমরা ইতিহাস লিখিতে গিয়া এখানে সে সব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম।

হিজরীর প্রথম বর্ষের একাদশ মাস অতীত হইলে **মস্‌জেদে কোব্বা ও মস্‌জেদে নবভী** প্রস্তুত করিয়া হজরত ছয়জন লোকসহ **আরওয়া** নামক স্থানে বিধর্ম্মী কোরাইশদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। আরওয়ার সন্নিকটস্থ **ওদ্দান** নামক স্থানে উভয়দলের সাক্ষাৎ হইলে তিনি বিনাযুদ্ধেই মদিনায় ফিরিয়া আসেন।

এই বৎসর হজরত হামজাকে **শুভ্রপাতাকা** প্রদান করিয়া ত্রয়োবিংশজন মোহাজ্জেরসহ **সাইফুল হেজরের** দিকে আবূ জেহেলের দল আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। এই দলে তিন শত লোক ছিল। আরবের এক সম্প্রদায় মধ্যস্থ হইয়া আপোষে এই বিবাদ মিটাইয়া দেয়। পরে উবীদা (বেন্নে হারেছ বেন্নে আবদুল মোতালেব) কে ষাট কি আশীজন মোহাজ্জেরসহ সাদা পতাকা দিয়া **আবূ-সুফিয়ানের** কিম্বা আক্‌রমা বেন্নে আবি জেহেলের দল আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। এইবারও যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই, কিন্তু সাআদ বেন্নে আবি ওয়াকাস বিধর্ম্মীদিগের প্রতি **শর** নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।*

* ধর্ম্মযুদ্ধে সা-আদই সর্ব্ব প্রথম শর-পরিচালনা করেন।

এই বৎসর **সুলেমান পারসী** ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। * এই বৎসরই **চারি রেকাত উপাসনার** আদেশ হয়। †

এই বৎসর **আজান** (১) ও আশুরার **উপবাস** (রোজা) করিতে আদেশ হয়। (২)

দ্বিতীয় হিজরী—৬২৩ খৃষ্টাব্দ।

দ্বিতীয় বৎসর রবিউল আউওয়াল মাসে হজরত স্বয়ং সহচর অনুচরসহ **বুওয়াতে** (স্থান বিশেষ) কোরাইশদিগকে আক্রমণ করিতে বহির্গত হন,—কিন্তু কোনও বিবাদ বিসংবাদ না করিয়াই মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কোরাইশী দলে আমীর বেন্নে খাল্‌ফ দলপতি ছিলেন।

পুনশ্চ জামাদিউল আউওয়াল মাসে হজরত মদরেহ ও জামীরাহ্ সম্প্রদায়ের সহিত আয়শিরা যুদ্ধ করিতে গিয়া সন্ধি করিয়া আসেন।

---

* সুলেমান পারসীর জন্মস্থান **পারস্য**। তিনি আড়াই শত বা তিন শত বৎসর হইতে ইস্‌লামে দীক্ষিত হইতে উৎসুক ছিলেন। দুইশত বা তিনশত বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি দশ স্থানে দাসত্বে বিক্রীত হইয়াছিলেন। অবশেষে মদিনায় আসিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করেন।

† হজরত মদিনা আগমন করিলে এক মাস পরে এই আদেশ হয়। ইতিপূর্ব্বে দুই রেকাত পড়িবার বিধি ছিল।

(১) নামাজের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণকে যে আহ্বান করা হয়, তাহাকেই **আজান** বলে।

(২) চান্দ্রমাস মহরমের প্রথম ভাগের দশ দিবসকে **আশুরা** বলে। রমজান মাসে উপবাস-ব্রতের আদেশ হইলে আশুরার উপবাস রহিত হইয়া যায়।

এই সময় কার্‌জ বেন্নে জাবেহ্ কহ্‌রী মোওয়াশী মদিনা লুণ্ঠন করিয়া যায়। হজরত তাহার প্রশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অনেক অন্বেষণেও তাহাকে না পাইয়া বদর প্রান্ত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জমাদিউল আখেরের শেষভাগে আবদুল্লা বেন্নে হাজশ আসাদিকে (ইনি হজরতের পিসতুত ভাই) দ্বাদশজন আরোহীসহ মক্কার একদল বণিক দলন করিতে প্রেরণ করেন। এই দল সিরিয়া প্রদেশ হইতে বাণিজ্য করিয়া ফিরিতেছিল। আবদুল্লা যুদ্ধে জয়ী হইয়া সমুদায় ধন ও জিনীসাদি লইয়া আসেন। হজরত লুণ্ঠিত ধন ও দ্রব্যাদি সকলকে বণ্টন করিয়া দেন এবং আবদুল্লাকে **আমীরুল মোঃমেনীন** উপাধি প্রদান করেন। *

এই বৎসর হজরত ফাতেমা দেবীর সহিত হজরত আলীর শুভ পরিণয় হয়। † তখন হজরত আলীর বয়ঃক্রম একুশ বৎসর পাঁচ মাস এবং হজরত ফাতেমা দেবীর বয়স ষোল বৎসর (মতান্তরে ১৮ বৎসর) ছিল।

এই বৎসর—হজরতের মদিনা আগমনের ১৭ মাস পরে **বয়তুল মোকাদ্দস** অভিমুখে উপাসনা প্রথা রহিত হইয়া মক্কার কাবামুখী হইয়া উপাসনার আদেশ হয়।

এই বৎসরের শা'বান মাসে **রমজানের রোজা** ফর্‌জ ও সদ্‌কায়ে ফেৎর (রমজানের ঈদের দেয় ফেৎরা) ওয়াজেব (কর্ত্তব্য) হয়। এই বৎসরই **মদিনায় ঈদ্** হয়।

---

* এই অভিযান রজব মাসে হয়। অতঃপর রজব মাসে যুদ্ধ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদত্ত হয়।

† হজরতের মদিনায় উপনীত হওয়ার তিন সপ্তাহ পরে হজরত আলী মদিনায় পৌঁচেন। (তারিখে আহ্‌মদী)।

এই বৎসর ১৭ই রমজান **বদ্দরে** (বদরে কুব্‌রা) ভীষণ যুদ্ধে **হজরত জয়ী** হন। পাপাত্মা আবূজেহেল ৭০ জন কোরাইশী সহ নিধন প্রাপ্ত হয়; আর ৭০ জন বন্দী হয়। আব্বাস বেন্নে আবদুল মোতালেব ও আকীল বেন্নে আবিতালেবও এই দলে বন্দী হয়। দুষ্ট আবূলাহাব মক্কায় পলাইয়া গিয়া সাত দিবস পরে আবূজেহেলের অনুগমন করে। ইস্‌লামী সৈন্যের মধ্যে আট জন মোহাজ্বের ও পাঁচ জন আন্সার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে ৩১৩ জন মুসলমান সৈন্য ছিল। তন্মধ্যে ৭৭ জন মোহাজ্বের ও ২৩৭ জন আন্সার। ৭০টি উষ্ট্র, ২টি অশ্ব ও আটখানি তরবারি ছিল। বিধর্ম্মিগণ সংখ্যায় ৯৫০ জন ছিল। ইহাদিগের ১০০ শত অশ্ব ও ৮০ খানি বিশেষ তরবারি (জোলফুকার) ইস্‌লামী সৈন্যগণের হস্তগত হয়।

এই বদরের যুদ্ধে জয়লাভের দিবস রোমীয়গণও পারসিকদিগের উপর জয়লাভ করেন। ইহা মুসলমানদের অত্যধিক আনন্দের বিষয় হয়। এই দিবস হজরতের সাহেবজাদী **রুকিয়া দেবী** মদিনায় স্বর্গারোহণ করেন। রুকিয়া দেবী তৃতীয় খলিফা মহাত্মা উসমানের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন।

হজরত মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এক সপ্তাহ পরে পুনরায় **বনী-সলিম সম্প্রদায়ের** সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বহির্গত হন। **গদ্দরে** পৌঁচিয়া তথায় তিন দিন অবস্থিতি করিয়া হজরত বিনা রক্তপাতে ফিরিয়া আসেন।

এই বৎসর—হজরতের উৎপীড়ন-কারিনী পাপিষ্ঠা **আস্মা** বেন্নে মারওয়ানের মৃত্যু হয়।

এই বৎসর শওয়াল মাসের মধ্যভাগে শনিবার দিবস হজরত **ঈহুদী কাণীকাআ সম্প্রদায়ের** বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রধাবিত

হয়েন ও পঞ্চদশ দিবস তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। অবশেষে আবদুল্লা বেন্নে উবী মুনাফেকের সুপারেশে তাহারা হত্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। কিন্তু তাহাদের বাড়ী ঘর অগ্নিতে ভস্মীভূত করা হয়।

এই বৎসর হইতে ঈদুজ্জোহার (বকরী-ঈদ) নামাজ পড়া আরম্ভ হইয়াছে।

এই বৎসর মদিনার প্রসিদ্ধ মহাকবি উম্মিয়ার মৃত্যু হয়। *

তৃতীয় হিজরী—৬২৪ খৃষ্টাব্দ।

হিজরী তৃতীয় সনের ৫ই জিলহজ্জ সুভীক যুদ্ধ ছিল। আবূসুফিয়ান বদরে পরাজিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—যে পর্য্যন্ত বদরের প্রতিশোধ না লইব, সে পর্য্যন্ত তৈল ব্যবহার ও স্ত্রী স্পর্শ করিব না।" আবূসুফিয়ান সেই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করে এবং মদিনার তিন মাইল দূরে জনৈক আন্সারীকে হত্যা করিয়া কয়েকখানি গৃহ লুণ্ঠিত করত চলিয়া যায়। হজরত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দুই শত অশ্বারোহী যোদ্ধ সমভিব্যাহারে আবূসুফিয়ানের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। তাহাতে আবূসুফিয়ান খাদ্যদ্রব্যাদি পূর্ণ ছাতুর বস্তা ফেলিয়া দ্রুতগতিতে পলাইয়া

---

* উম্মিয়া পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টিয়ান হইয়াছিলেন। হজরত মদিনায় পদার্পণ করিলে উম্মিয়া বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া পলায়ন করেন এবং পরে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন। কিছুদিন পরে মুক্তিলাভ করিয়া ইস্লামের মহিমা-গীতি লিখিয়াই তিনি জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

হজরত তৎসম্বন্ধে বলিতেন—"উম্মিয়ার কবিতাই ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছে; তাহার হৃদয় কাফেরীতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।"

যায়। এই জন্য এই অভিযানকে রহস্য স্থলে (ছাতু) 'সুভীক' বলা হয়। হজরত তথায় পাঁচ দিবস অবস্থিতি করিয়া প্রত্যাগমন করেন। জিলহজ্জের অবশিষ্ট ভাগ তিনি মদিনাতেই কর্ত্তন করেন।

অতঃপর হজরত সফর মাসে **নজ্দ** যুদ্ধে বহির্গত হন এবং তথায় সম্পূর্ণ মাস অবস্থিতি করিয়া বিনা বিবাদে চলিয়া আসেন।

রবিউল আউওয়াল মাস মদিনায় যাপন করত হজরত পুনরপি কোরাইশদিগের অন্বেষণে **নাজ্‌রানের** দিকে অগ্রসর হয়েন এবং সেখানে রবিউল আউওয়াল ও জামাদিউল আউওয়াল অতিবাহিত করিয়া মদিনায় প্রত্যাগত হন।

পুনশ্চ শওয়াল মাসে জায়েদ বেন্নে হারেছা উপরোক্ত স্থানে প্রেরিত হন। এইবার আবুসুফিয়ানকে দলমধ্যে পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করিয়া **জায়েদ বিজয়শ্রী লাভ** করেন। এই অভিযানে অনেক রৌপ্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

এই বৎসর মোহাম্মদ বেন্নে সালেমা চারি ব্যক্তিসহ কাআব বেন্নে আশ্‌রফ ঈহুদীকে হত্যা করেন। এই কাআব বদরে নিহতদিগের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে রোদন করিয়া ঈহুদীদিগকে উত্তেজিত করিতেছিল।

এই বৎসর তৃতীয় খলিফা মহানুভব মহাত্মা উস্‌মান হজরতের দুহিতা **উম্মে কুলছোম দেবীকে** বিবাহ করেন।

শা'বান মাসে দ্বিতীয় খলিফা পুণ্যাত্মা উমরের বিধবা কন্যা **হাফ্‌জা** দেবীকে হজরত নিকাহ্ করেন। *

রমজান মাসে হজরত **জয়নব** বেন্তে খাজিমা দেবীকে বিবাহ করেন। দেবী জয়নব অতিশয় গরীব ছিলেন। এমন কি এই দারিদ্রতা

---

* **হাফ্‌জা দেবী** প্রথম হোবাইশ বেন্নে খাজাইকা বদরীর সহধর্ম্মিণী ছিলেন। হোবাইশের মদিনায় মৃত্যু হয়।

বশতঃ লোকে তাঁহাকে "উম্মুল মাসাকীন" (দারিদ্রতার মাতা) বলিয়া সম্বোধন করিত। এই জন্য হজরত তাঁহাকে আপন সহধর্ম্মিণী করিয়া তদীয় গৌরব বৃদ্ধি করেন। কিন্তু সৌভাগ্যশালিনী জয়নব দেবী অষ্টাদশ দিবস (মতান্তরে দুই মাস কিম্বা তিন মাস) পর স্বর্গারোহণ করেন।

রমজানের মধ্যভাগে হজরত ফাতেমা দেবীর নয়ন-রত্ন **হজরত ইমাম হাসান** (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

৪ঠা শওয়াল উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই ভীষণ যুদ্ধে হজরতের দন্ত ভগ্ন হয় এবং অস্ত্র ও প্রস্তরাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়। শহীদ-শিরোমণি বীরবাহু আমীর হামজা (রাঃ) সপ্ততিজন সহচর আন্সার ও মোহাজ্জেরসহ শহীদ হন। বিধর্ম্মীদিগের দ্বাবিংশতিজন হত হয়। এই বিধর্ম্মী বাহিনীর দলপতি ছিল আবূ সুফিয়ান।

উহুদের পর দিবসই (১৬ই শওয়াল) হামরাউল আসাদ নামক স্থানে যুদ্ধ বাধে। হজরত উহুদে পরাজিত হইয়া ঐ সকল সৈন্যসহ এই উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ-ব্যূহ রচনা করেন যে, তাহারা যেন মনে না করে, ইস্লাম এখন হতবীর্য্য বা নিষ্প্রভ হইয়াছে। মদিনা হইতে ৮ আট মাইল দূরে গমন করিয়া হজরত তথায় তিন দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক মদিনায় প্রত্যাগত হন।

চতুর্থ হিজরী—৬২৫ খৃষ্টাব্দ।

এই সনে বীরে মাউনা নামক স্থানে যুদ্ধ ঘটে। এই অভিযানে হজরত উপস্থিত ছিলেন না। সমর-ক্ষেত্রে সপ্ততিজন আন্সার শহীদ হন। হজরত চত্বারিংশ দিবস পর্য্যন্ত সেই বিধর্ম্মী হন্তা-দিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।

এই বৎসর সংঘটিত এক অপূর্ব্ব হত্যাকাণ্ড **রাজীই** নামে আখ্যাত হইয়াছে। এক দল বিধর্ম্মী লোক হজরতের নিকট ইস্লামে দীক্ষিত হয় এবং তদীয় সমীপে কতিপয় সহচর প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্মপদ্ধতি শিখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। হজরত তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের সঙ্গে কতিপয় সহচর পাঠাইয়া দেন। তাহারা রাজীই নামক স্থানে উপনীত হইয়া **বনীহাজিল সম্প্রদায়ের** সহিত মিলিত হয় এবং সেই সহচর কতিপয়কে হত্যা ও কয়েক জনকে বন্দী করিয়া বদরের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তাহাদিগকে মক্কার বিধর্ম্মীদিগের হস্তে সমর্পণ করে। উহাদের মধ্যে আসেম বেন্নে ছাবেতও ছিলেন।*

রবিউল আউওয়াল মাসে **ঈহুদী বনী-নজীর** সম্প্রদায়ের সহিত হজরতের এক যুদ্ধ হয়। ছয় দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখার পর তাহারা সিরিয়া প্রদেশাভিমুখে চলিয়া যাইবার প্রার্থনা করিয়া নগর ত্যাগ করে। তাহাদের গৃহাদি দগ্ধ করা হইয়াছিল।

জিল কা-আদা মাসে **বদরে** (বদরে সুগরা) পুনশ্চ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। গতবার আবূ সুফিয়ান উহুদে পরাজিত হইয়া বলিয়া গিয়াছিল,—"আগামী বৎসর বদরে পুনরায় তোমাদের বাহুবল পরীক্ষা করিব।" নির্দ্দিষ্ট সময়োপস্থিত হইলে আবূ সুফিয়ান আতঙ্কে পতিত হইল। এদিকে হজরত সার্দ্ধ সহস্র সৈন্যসহ বদরাভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে যুদ্ধ স্থগিত রাখার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন।

---

* আসেম হত্যা হইবার সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"আমার শব যেন কাফেরগণ কর্ত্তৃক অপবিত্র না হয়।" তিনি শহীদ হইলে অমনি পঙ্গ পাল আসিয়া তদীয় মৃত দেহ পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলে এবং রজনীতে বন্যার জলে অস্থিপুঞ্জ ভাসাইয়া লইয়া যায়। কাফেরগণের কলুষিত হস্ত স্পর্শে তাঁহার পবিত্র দেহ অশুদ্ধ হইতে পারে নাই।

এই সনে জায়েদ বেন্নে ছাবেত হজরতের আদেশ ক্রমে ঈহুদীদিগের ভাষা লিখিতে পড়িতে শিখেন। *

এই বৎসর বনী-নাজীরের যুদ্ধে মদ্য পান নিষিদ্ধ হয়। †

এই বৎসর চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম শা'বান হজরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ভূমিষ্ঠ হন।

পঞ্চম হিজরী—৬২৬ খৃষ্টাব্দ।

পঞ্চম সনের রবিউল আউওয়াল মাসে হজরত দুমাতুল জান্দলের যুদ্ধে বহির্গত হন; কিন্তু যুদ্ধ ও রক্তপাত হইতে বিরত থাকেন।

মহরম মাসে জাতুর্ রেকাআ সমর-ক্ষেত্রে হজরত সালাতে খৌফ (উপাসনা বিশেষ) পড়িতে আদিষ্ট হন। কেহ কেহ বলেন, এই যুদ্ধে হজরত নগ্ন পদে চলিয়াছিলেন বলিয়া উহার জাতুর রেকাআ নাম হইয়াছে। আবার কেহ বলেন,—সে স্থানের মৃত্তিকা কৃষ্ণ ও শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়াই উহার এই নাম হইয়াছে। কাহারও মতে 'জাতুর্ রেকাআ' একটি বৃক্ষের নাম।

শা'বানের ২রা তারিখে মরীছিআ ‡ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই অভিযানকে বনীল মত্‌লবও বলা হয়। এই সমরে হারেছের কন্যা

---

* ঈহুদীদিগের গুপ্ত তত্ত্ব ও মর্ম্ম অবগত হওয়াই এই শিক্ষার মুখ্যোদ্দেশ্য ছিল।

† তখন এই আয়াত (বচন) অবতীর্ণ হইয়াছিল:—"হে বিশ্বাসিগণ! মদ্য, জোওয়া ও পাশা এবং প্রতিমাপূজা প্রভৃতি শয়তানের ব্যতীত আর কাহারও নহে; তোমরা উহা হইতে দূরে থাক।"

‡ মরীছিআ এক স্থানের জলের নাম বিশেষ। ইহাতে খাজ্জাআ সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

জুভীরিয়া (পূর্ব্ব ডাক নাম বর্রা) বন্দিনী হয়। হজরত ইঁহাকে মুক্তি দিয়া নিকাহ্ করেন।

এই বৎসর মহাত্মা হাজ্জাশের কন্যা **জয়ন দেবীকে** হজরত পরিণয় পাশে আবদ্ধ করেন।

কাহারও মতে এই বৎসর তৈয়ম্মম করিবার আয়াত অবতীর্ণ হয়। *

জিলকাআদা মাসে **খন্দক** যুদ্ধ ঘটে। ইহাকে আখরাবও বলা হয়। হজরত এই যুদ্ধে ধর্ম্মবীর আলীর কটিদেশে জোলফুকার তরবারি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। নাঈম বেন্নে মছউদ হজরতের সমীপে উপনীত হইয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করত সমরানলে ঝম্প প্রদান করেন। এই যুদ্ধে ছয় জন মুসলমান শহীদি প্রাপ্ত হন এবং তিন জন বিধর্ম্মী হত হয়। এই যুদ্ধে মৃত সংখ্যায় মুসলমান অধিক হইলেও বিধর্ম্মিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রেই জেব্‌রীল **বনী-করিজার** সহিত সমর করিতে হজরতকে প্রত্যাদেশ প্রদান করিয়া যান। তাঁহারা পঞ্চবিংশতি দিবস বিধর্ম্মীদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। অতঃপর তাহারা দুর্গ হইতে বহির্গত হইলে সাআদ বেন্নে মাআজ সমুদয়কে হত্যা করেন। †

এই বৎসর সালাতে খোসুফ (**চন্দ্র গ্রহণ** জনিত উপাসনা, প্রার্থনা) পড়িবার আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই বৎসর হজরত অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া উরুদেশে বিষম যন্ত্রণা প্রাপ্ত হন। ‡ এই বৎসর **হুজ্জ** করিতে আদেশ হয়। ¶

---

* জলাভাবে মৃত্তিকা দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া উপাসনা করা।

† ইহারা ঈহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

‡ এই যন্ত্রণায় হজরত পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত আন্দর মহলে বসিয়া বসিয়াই উপাসনা করেন ; দাঁড়াইয়া উপাসনা করিতে পারেন নাই।

¶ কিন্তু ইহাতে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, এই বৎসর,—কেহ বলেন, ৬ষ্ঠ সনে। আবার কাহারও মতে ৯ম সনেই এই আদেশ দেওয়া হয়।

ষষ্ঠ হিজরী—৬২৭ খৃষ্টাব্দ।

এই সনে **বনীল-হায়ান** যুদ্ধ ঘটে। হজরত দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বীরে-মাউলার প্রতিশোধ গ্রহণ পূর্ব্বক বিধর্ম্মীদিগকে বিধ্বস্ত করিতে অগ্রসর হন। হজরত **আজ-ফানের প্রান্তরে** উপনীত হইলে **বনুল-হায়ান** সম্প্রদায় ভয়ে পলাইয়া পর্ব্বতে লুক্কায়িত হয়। এই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হজরত তদীয় মাতা মহিয়সী **আমেনা দেবীর** গোরস্থানে উপনীত হইয়া মাতৃ-স্নেহ-স্মরণে অশ্রু বর্ষণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গীয় সহচরগণও শোক প্রকাশ করেন।

গাতফান এই বৎসর হজরতের সমুদায় উষ্ট্র লুঠিয়া লইয়া যাইতে ছিল; সালেমা বেন্নে আকূ তৎসমুদায় বলপূর্ব্বক ছাড়াইয়া আনেন।

এই বৎসর নামাজে এস্তেস্‌খা (**বৃষ্টি বর্ষণের** জন্য উপাসনা) পড়িতে আদেশ হয়। হজরতের প্রার্থনায় এই বৎসর সপ্তাহকাল বৃষ্টি হইয়াছিল।

শওয়াল মাসে **গজনাইন সমর** সংঘটিত হয়।

এই বৎসর **লুদাইবিয়া** যুদ্ধ ঘটে। হজরত এই বৎসর পত্রাদি কাগজপত্রে **মোহর** করিবার জন্য এক **অঙ্গুরী** প্রস্তুত করেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী **রাজা ও সম্রাট্‌দিগকে ইস্‌লামে আহ্বান** করিয়া পত্র মোহরযুক্ত করত চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করেন। সম্রাট্ ইস্কন্দরিয়া এই সন বিবী মারিয়া কব্‌তীয়া ও বিবী ছায়রাইন * এবং ইয়াফুর নামে গর্দ্দভ ও বাগ্গা নামক অশ্ব উপঢৌকন স্বরূপ হজরতের সমীপে পাঠাইয়া দেন। হজরত বিবী মারিয়া কব্‌তীয়াকে

* বিবী **ছায়রাইন** মারিয়া কব্‌তীয়ার সহোদরা ভগ্নী।

স্বয়ং গ্রহণ করেন এবং বিবী ছায়রাইনকে হাসান বেন্নে ওয়াহাবকে প্রদান করেন। ইয়াফুর হুজ্জাতুল ভেদাআ হইতে ফিরিবার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অশ্বটি আমীর মাআভীয়ার সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

এই বৎসর **সূর্য্য গ্রহণ** হওয়াতে নামাজে কুসুফ (সূর্য্য-বিপদ বিতাড়নার্থ উপাসনা) পড়িতে প্রত্যাদেশ হয়।

এই বৎসর মহাত্মা আবূবাকর সিদ্দিকের সহধর্ম্মিণী পরম পতিপরায়ণা দেবী উম্মে রোমান পরলোক প্রাপ্ত হন।

এই বৎসর ধর্ম্মগত প্রাণ জ্ঞানবৃদ্ধ **পণ্ডিত আবূ হুরেরা** আয়াস সম্প্রদায়সহ ইস্লাম গ্রহণ করিতে মদিনায় উপনীত হন। হজরত তখন খায়বরে যুদ্ধ করিতেছিলেম। তাঁহারা খায়বর গমনে যুদ্ধক্ষেত্রে ইস্লাম গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে যোগদান করেন।

সপ্তম হিজরী—৬২৮ খৃষ্টাব্দ।

প্রথমে **খায়বরের** যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে বীর-সিংহ আলীর হস্ত হইতে ঢাল পড়িয়া গেলে খায়বরের নগর-প্রাচীরের দ্বারের কপাট,—যাহা সাত জনেও উত্তোলন করিতে সক্ষম ছিল না, তাহাই তিনি ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করেন। এই যুদ্ধে একাদশ জন মুসলমান শহীদ হন। ঈহুদীদিগের ঊনশত জন নিহত হয়।*

এই যুদ্ধক্ষেত্রেই ঈহুদ্দিগণ হজরতের খাদ্য দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করিয়াছিল। এই যুদ্ধেই ধর্ম্ম ভাস্কর আলীর আসরের নামাজের (অপরাহ্ণ

---

* এই যুদ্ধে বাগ্দাদের বিশ্ববিখ্যাত খলিফা হারুনূর্ রশীদের পূর্ব্ব পুরুষ বংশোদ্ভবা **সুফিয়া** নাম্নী জনৈক যুবতী বন্দিনী হইয়া আসেন। হজরত ইঁহাকে কারামুক্ত করিয়া বিবাহ করেন।

৪ ঘটিকার উপাসনা) সময় উত্তীর্ণ হইয়া সূর্য্যাস্ত গেলে হজরতের প্রার্থনায় পুনরায় আসরের উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় মত সূর্য্যোদয় হয়।

এই সনে গর্দ্দভের মাংস ও হিংস্র জন্তু ভক্ষণ, যুদ্ধে প্রাপ্ত জিনীসাদি বণ্টনের পূর্ব্বে গ্রহণ এবং দাসীর সহিত সহবাস করা নিষিদ্ধ হয়।

এই যুদ্ধে মুতাআ * বিবাহ করা নিষিদ্ধ (হারাম) হয়। ইস্লামের অভ্যুদয় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত উহার প্রচলন ছিল।

এই বৎসর আবূসুফিয়ানের কন্যা **উম্মেহাবিবা** স্বামীসহ হাবস প্রদেশে গিয়াছিলেন। তথায় তদীয় স্বামী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে হাবসের সম্রাট্ নাজ্জাশী তাঁহাকে হজরত সমীপে প্রেরণ করেন। হজরত তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। †

এই বৎসর হজরত একবিংশতি শত অশ্বারোহীসহ কাজা উমরা ‡ ব্রত উদ্‌যাপন করেন। তথা হইতে ফিরিবার সময় হজরত শর্‌ফ নামক স্থানে হারেছের দুহিতা বিবী **মায়মূনাকে** সহধর্ম্মিণী করেন। ¶

---

* চারি কিম্বা ছয় মাসের জন্য নিদ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহ করাকে "**মোতাআ**" বলে।

† কেহ কেহ বলেন,—এই ঘটনা ৬ষ্ঠ সনে সংঘটিত হয়।

‡নির্দ্দিষ্টকালে বিশেষ ব্রতধারী হইয়া মক্কার কাবা-মন্দির প্রদক্ষিণ করাকে **হজরত** বলে। **উমরাও** হজ্জের ন্যায় ব্রত বিশেষ। হজ্জক্রিয়ার ন্যায় এহ্‌রাম (স্ত্রী সহবাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করাকে এহ্‌রাম বলে।) বাঁধিয়া মক্কার অদূরবর্ত্তী **তানইম** নামক স্থানে কয়েক বার নামাজ পড়িয়া কাবা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলেই **কাজা** হয়।

¶ বিবী মায়মূনা ৬৩ সনে এই স্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মায়মূনা দেবী হজরতের সর্ব্বশেষ বিবী। তাঁহার মৃত্যুও সকলের পর হয়।

মতান্তরে বিবী সুফিয়া সর্ব্বশেষ স্বর্গারোহণ করেন বলিয়া জানা যায়।

অষ্টম হিজরী—৬২৯ খৃষ্টাব্দ।

হিজরী অষ্টম সনের সফর মাসে উমর বেন্নে আস, খালেদ বেন্নে অলীদ, উসমান বেন্নে আবিতালহা মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থান করিয়া ইস্লামে দীক্ষিত হন।*

জিলহজ্জ মাসে দেবী মারিয়া কবতীয়ার গর্ভে **কুমার ইব্রাহিমের** জন্ম হয়। হজরত এই শুভ সংবাদবাহককে এক দাস প্রদান করেন।

এই বৎসর মসজেদে নবভীর মধ্যে **মিম্বর** স্থাপিত হয়।‡

এই বৎসর **মোতা** যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হারেছ বেন্নে আমীর ইস্লামের নিমন্ত্রণ পত্রসহ **বসরার সম্রাট শারহাবীল** বেন্নে উমর গাসানীর নিকট প্রেরিত হন। শারহাবীল হারেছকে হত্যা করেন। তজ্জন্য জায়েদ বেন্নে ছারেছা আবার তিন সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে শারহাবীলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে নিযুক্ত ও প্রেরিত হন। শারহাবীল সৈন্যসহ যুদ্ধে অগ্রসর হন। জায়েদের হাতে ইস্লামী পতাকা ছিল; তিনি শহীদ হইলে জা'ফর বেন্নে তালেব উহা গ্রহণ করেন। জাফরও শহীদ প্রাপ্ত হইলে আবদুল্লা বেন্নে রোওয়াহা পতাকাধারী হয়েন। খালেদ বেন্নে অলীদের সেনাপতিত্বে ইস্লাম পক্ষ এই যুদ্ধে **জয় লাভ** করেন।

খালেদ 'সায়ফুল্লা' অর্থাৎ **ঈশ্বরের তরবারি** উপাধি প্রাপ্ত হন। আবদুল্লাকে **পক্ষি-রাজ** (তাইয়ার) উপাধি প্রদত্ত হয়।

---

* কেহ কেহ বলেন,—হিজরী ৭ম সনে এই ঘটনা ঘটে।

‡ মতান্তরে হিজরী ৭ম সনে মিম্বর স্থাপিত হয়। জুমার দিন আচার্য্যের **খোতবা** পাঠ করিবার বেদীকে **'মিম্বর'** বলে।

মক্কাজয়।

অষ্টম সনেই মক্কা জয় হয়। পবিত্র রমজান মাসে দশ সহস্র সৈন্য লইয়া হজরত মদিনা হইতে মক্কাভিমুখে অগ্রসর হন।*

রমজান মাসের বিংশতি দিবসে **মক্কা বিজয়** † সম্পন্ন হয়। মক্কায় হজরত পঞ্চদশ দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই কতিপয় দিবস কেবল শান্তি স্থাপনার্থেই মক্কায় ইতস্ততঃ সৈন্য বিচরণ করিত। ঈশ্বরানুগ্রহে তত্রত্য জনসাধারণ অচিরকাল মধ্যে ইস্লামের সুশীতল অধীনতাপাশে চিরাবদ্ধ হয়। খালেদ বেন্নে অলীদ, ঊমর বেন্নে আস, সা-আদ বেন্নে কবরোর প্রভৃতি এই পঞ্চদশ দিবস বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত থাকিয়া সকলের হিংসা বিদ্বেষ ও বিরোধ সমূলে উৎপাটিত করেন।

অনন্তর ৫ই শাওয়াল **দশ সহস্র মদিনাবাসী ও দুই সহস্র মক্কা নিবাসী** সমভিব্যাহারে হজরত **হুনাইনের** দিকে অগ্রসর হয়েন। কোনও সহচর এই বিপুল বাহিনীকে হজরতের

---

* এই সময় আবদুল মোতালেবের পুত্র আব্বাস, মক্কা ত্যাগ করিয়া সপরিবারে মদিনায় আসিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত পথে হোসাফা নামক স্থানে হজরতের সাক্ষাৎ হয়। মহানুভব **আব্বাস** মক্কায় **জমজম্** কূপের সন্নিকটে বাস করিতেন। মাতীয়া, আবূ সুফিয়ান ও তদীয় সহধর্ম্মিণী হেন্দা, আবূ জেহেলের পুত্র আকরামা প্রভৃতি এই বৎসর ইস্লাম গ্রহণ করেন।

† মক্কা জয় করিয়া হজরত কাবা-মন্দিরে প্রবেশ করিলে ধর্ম্মাবতার আবূবাকর সিদ্দিক তদীয় বৃদ্ধ পিতা **পলিত কেশ** আবূ কোহাফাকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করেন। হজরতের কর স্পর্শে আবূ কোহাফা ইস্লাম গ্রহণ করেন।

আবূ কোহাফাকে আসিতে দেখিয়া হজরত বলিয়াছিলেন—"আপনি (মহানুভব আবূ বাকর) এই চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধকে কষ্ট দিতেছেন কেন? আমিই ত তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিতাম।"

অধীনতাপাশে আবদ্ধ দেখিয়া মহানন্দে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"আমরা এখন হইতে আর কোথাও কখনো পরাজিত হইব না।" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তখনও অনেক নব দীক্ষিত মুসলমান গোপনে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার বশীভূত ছিল। ইস্লামী সৈন্যের গর্ব্বস্ফীত অসাবধানতায় সুযোগ পাইয়া তাহারা সহসা বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। হুনাইনে এই সময় দলে দলে নবধর্ম্মাবলম্বিগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত যুদ্ধ-ব্যূহ রচনা করে। ইহাতে হজরত দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া কিঞ্চিৎ ইষ্টকচূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক ফুক দিয়া বিপক্ষদিগের প্রতি নিক্ষেপ করেন। তখনই তাহাদের দলে পরাজয় সূচিত হইতে লাগিল। এই হুনাইনের যুদ্ধে ৪ জন মুসলমান শহীদ ও সপ্ততি জন বিধর্ম্মী হত হয়।

পুনরপি আবূ-আমর আশ্-আরী এক প্রকাণ্ড বাহিনীসহ আওতাসের দিকে প্রেরিত হন। এই যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। চতুর্ব্বিংশ সহস্র উষ্ট্র, চত্বারিংশ সহস্র ছাগল, চারি সহস্র দূরা (?) রৌপ্য এবং ছয় সহস্র ব্যক্তি ইহাতে বন্ধীকৃত হয়।*

তদনন্তর হজরত তায়েফে উপনীত হইয়া তায়েফবাসীদিগকে অষ্টাদশ দিবস অবরোধ করিয়া রাখেন। এই যুদ্ধে দ্বাদশ জন সহচর শহীদ হন। যুদ্ধ নিঃশেষ না করিয়াই হজরত জা-আরানা হইতে এহ্রাম বাঁধিয়া ৬ই জীকা-আদা উমরা ব্রত উদ্যাপনে মক্কায় চলিয়া যান। উপরোক্ত জা-আরানায় উপনীত হইয়া তিনি হুনাইনের প্রাপ্ত ধন সম্পত্তি বণ্টন করেন। তথায় তায়েফের হাওয়াজেন্ সম্প্রদায় আসিয়া মুসলমান হইলে হজরত তাহাদের আত্মীয় স্বজন ও ধনসম্পত্তি তাহাদিগকে প্রতার্পণ করেন। অতঃপর তাহাদের দলপতি আসিয়া

* ইহাদের মধ্যে শীমা নাম্নী হজরতের এক দুগ্ধভগ্নীও ছিলেন। হজরত তাহাকে সসম্মানে তদীয় আবাসে পৌঁচাইয়া দেন।

ইস্লামে দীক্ষিত হয়েন। হজরত তাঁহাকে শত উষ্ট্র প্রদান করিয়া তদীয় আত্মীয়দিগকে বিমুক্ত করিয়া দেন এবং তাঁহাকে তায়েফের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

জা-আরানে কোরাইশগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যে লুব্ধ হইয়া হজরতকে এক বৃক্ষতলে আক্রমণ করে এবং বল পূর্ব্বক তদীয় উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করে। * এতদ্দৃষ্টে হজরত সহর্ষে বলেন—"ভ্রাতৃগণ! পৃথিবীর ধন সম্পত্তি হস্তগত করা সহজ ব্যাপার। ইহারা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল বিশ্বাসী সম্প্রদায়,—তাহাদের ধন ও গৃহাদি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের দেশ তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে; আমার ইচ্ছা ছিল যে, এই সমস্ত দ্রব্য তাহাদিগকে ফেরত দিব। তবেই তাহাদের বিশ্বাসে ভূমি-কম্প আসিবে না।"

তার পর **এছাব** বেন্নে আসীদকে মক্কায় প্রতিনিধি রাখিয়া হজরত মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই বৎসর হজরতের জ্যেষ্ঠা সাহেবজাদী (জ্যেষ্ঠা কন্যা) **জয়নব দেবী** স্বর্গারোহণ করেন।

নবম হিজরী—৬৩০ খৃষ্টাব্দ।

হিজরী নবম সালে **অলিদ** বেন্নে আকাবা, খাজা-আ বংশের উপর সদ্‌কা † আদায়ের জন্য প্রেরিত হন। খাজা-আ সম্প্রদায় মহাত্মা অলীদকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু তিনি তাহা বিপরীত ভাবিয়া মনে করিলেন—"ইহারা বুঝি দলবদ্ধ হইয়া

* কোন কোন **আম্মারও** এই বণ্টনে আপত্তি উত্থাপিত করেন।

† ভাবী বিপদ দূরীকরণার্থই এই **সদ্‌কা** আদায় করা হইয়াছিল।

আমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে।” সুতরাং তিনি পথ হইতে মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া হজরতের নিকট তাহাদের অপবাদ করেন। *

এই বৎসর মহাত্মা **আলীকে মদিনার খলিফা** পদে অভিষিক্ত করিয়া হজরত **বতূকে** যুদ্ধ গমনে উদ্যত হন। মহাত্মা আলী হজরতের বিচ্ছেদভয়ে ভীত হইয়া, বিশেষতঃ হজরতের সঙ্গে যুদ্ধে গমন না করায় বিধর্ম্মিগণ তাঁহাকে ভীরু বলিয়া উপহাস করিবে, এই ভাবিয়া মদিনায় থাকিতে দুঃখ প্রকাশ করেন। তাহাতে হজরত বলেন—“আপনি আমার পক্ষে হজরত **মোসার** ভ্রাতা মহাত্মা **হারুনের** মত। এই কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কাজ আপনি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভব নয়।

মহাত্মা আবূবাকর সিদ্দিক আপনার সমস্ত ধন সম্পত্তি এবং মহাত্মা উমর ফারুক আপনার অর্দ্ধেক ধন সম্পত্তি এই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রদান করেন। কিন্তু বতূকে দুইমাস কাল অবস্থিতি করিয়া হজরত বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। আয়েলা, হর্‌কী ও আরজন্ন সম্প্রদায় তথায় উপনীত হইয়া **জিজিয়া** † দিতে স্বীকৃত হয়।

বতূক হইতে হজরত, খালেদকে চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে দিয়া একীদরের **রাজা দুমাতুল-জন্দলের** প্রতি প্রেরণ করেন। মহাবীর খালেদ রাজা দুমাতুল জন্দলকে বন্দীকৃত করেন ও তদীয় ভ্রাতাকে হত্যা করেন। দুমাতুল জন্দল জিজিয়া প্রদানে স্বীকৃত হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

---

* তখন এই শ্লোক (আয়াত) অবতীর্ণ হয়—“তোমার নিকট যদি কোন দুরাচার কোন সংবাদ লইয়া আসে, তবে তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

† **জিজিয়া**—ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি নির্দ্দিষ্ট কর।

এই অভিযান হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় হজরত **মস্‌জেদে জারার** পার্শ্বে দিয়া আসিতেছিলেন, তখন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই মস্‌জেদ ভূমিসাৎ করেন। * হজরত রমজান মাসে মদিনায় প্রত্যাগত হন।

এই বৎসর কাদ্‌ছাকীফ আসিয়া ইস্লাম গ্রহণ করত এই সর্ত্ত প্রার্থনা করে—"আপনারা এক যুগ পর্য্যন্ত **লাত** (দেবমূর্ত্তি বিশেষ) ও স্বেচ্ছাচার মূলক স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারিবেন না এবং আমরা নামাজও পড়িব না। তার পর আমরা ইস্লামের সম্পূর্ণ অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইব এবং যখন যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই অবাধে প্রতিপালন করিব।" হজরত তাহার এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া উছমান বেন্নে আবিল-আসকে তাহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং আবূ সুফিয়ান বেন্নে হরব ও মগিরাকে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ লাত ও সেচ্ছাচারিতা বিনষ্ট করিতে প্রেরণ করেন।

এই বৎসরই **হীমর প্রদেশ** হইতে উক্ত প্রদেশের **রাজার ইস্‌লাম গ্রহণের** সংবাদ লইয়া পত্রসহ দূত আগমন করে।

এই বৎসর হজরত সদাশয় আবূবাকর সিদ্দিককে হজ্জব্রতে প্রেরণ করেন। তাঁহার পশ্চাৎ মহাত্মা আলীকেও এই বলিয়া প্রেরণ করেন যে,—"বিধর্ম্মী কোরাইশদিগকে সন্ধি ভঙ্গ করত উলঙ্গ হইয়া **কাবা-মন্দির** প্রদক্ষিণ (তোওয়াফ) করিতে নিষেধ করিবে; কোনও বিধর্ম্মীকে হজ্জ করিতে দিবে না। একেশ্বরবাদী মুসলমান ভিন্ন কোন বিধর্ম্মী স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

* এই মসজেদ প্রতিহিংসামূলে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রজব মাসে **রাজা নাজ্জাসী** হাবশা মৃত্যুমুখে পতিত হন। হজরত মদিনায় থাকিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় মুক্তি প্রার্থনা করিয়া **জানাজা** পড়েন। *

এই বৎসর মহাত্মা উসমানের সহধর্ম্মিণী **উম্মে কুলছোম দেবী** স্বর্গারোহণ করেন।

জীকা-আদা মাসে আবদুল্লা বেন্নে আবি মনাফেক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হজরত পূর্ব্ব অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে ও বিধর্ম্মীদিগের মনে বিশ্বাস স্থাপন করিতে তাঁহার স্বদেহের পরিধেয় আবদুল্লার মৃত দেহে পরাইয়া দেন। এতদ্দর্শনে **উবী সম্প্রদায়ের এক সহস্র ব্যক্তি ইস্‌লাম ধর্ম্ম** আলিঙ্গন করে।

অনেক বিধর্ম্মীই মক্কা-নগরীর উপর নির্ভর করিয়া বসিয়াছিল। যখন তাহারা দেখিল যে, মক্কা ইস্লাম-বিজয়লক্ষ্মীর অঙ্কশায়িনী এবং তথায় একেশ্বরবাদের জয়-পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হইয়া চিরস্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছে এবং যে কোরাইশ সম্প্রদায় আরবের সম্মানিত বংশ ও কাবা-মন্দিরের পুরোহিত তাহারাও সকলে ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, প্রতিমা পূজার কু-সংস্কার তিমিরাচ্ছন্ন যুগ অপসারিত হইয়া তৎ স্থানে সত্য-সনাতন ইস্‌লামের শুভ অভ্যুদয় হইয়াছে। † সুতরাং তখন আরবের বিভিন্ন স্থানের সমুদয় লোক আসিয়া ইস্‌লামের শান্তিময়ী পতাকা নিম্নে চিরশরণ লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থন্মন্য জ্ঞান করিল।

---

* এই সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক **শাফিঈ** (জনৈক ইমাম) ভিন্ন স্থান হইতে 'জানাজা' পড়া সিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু হানিফী (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইমাম) বলেন—"ভিন্ন স্থান হইতে শুধু নাজ্জাসীর জানাজা পড়াই হজরতের প্রতি সিদ্ধ ছিল।"

† "সত্য উপনীত হইয়াছে, অসত্য প্রস্থান করিয়াছে। নিশ্চয় অসত্য প্রস্থানকারী।" (কোর্-আন-শরীফ।)

দশম হিজরী—৬৩১ খৃষ্টাব্দ।

রবিউল আখের মাসে **বনী-হারেছ** বংশের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু তাহারা সাগ্রহে ইস্‌লাম আলিঙ্গন করায় সৈন্যগণ অচিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এই বৎসর ওয়াফাদ সালামান, ওয়াজদূগাণ, আমর, ওয়াফাদি জুবেদ হজরতের সমীপে উপনীত হইয়া ইস্লামে দীক্ষিত হন। ইহাদের মধ্যে উমর বিন মা-আদি করবও ছিলেন। *

আবদুল কায়েস, আশ-আছ, ওয়াফাদ প্রভৃতি **বনীহানিফা** সম্প্রদায় আসিয়াও ইস্লাম গ্রহণ করেন। এই দল মধ্যে **মিথ্যাবাদী মোসায়লেমাও** ছিল। সে বিধর্ম্মী হইয়া প্রেরিতত্বের দাবী করত প্রকাশ করিয়াছিল যে—"হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আমাকে তদীয় অংশ ভাগী করিয়াছেন।"

এই বৎসর মহাত্মা জরীব বেন্নে আবদুল্লা জবুলী সার্দ্ধ শতাধিক লোকসহ ইস্লাম গ্রহণ করেন। হজরত তাঁহাকে জুভীল খুলীফার দিকে দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন।

এই বৎসর মহাত্মা আলী **এ্যামন্** প্রদেশাভিমুখে প্রেরিত হন।

এই বৎসর হুজ্জাতুল ভেদাআ অর্থাৎ হজরতের জীবনের শেষ বা **বিদায় হজ্জ** করা হয়। হজরত মদিনা প্রস্থান করিলে পর ইহা ভিন্ন আর হজ্জ করেন নাই। † হজ্জের দিবস হজরতের নিকট এই আয়াত

---

* হজরত স্বর্গারোহণ করিলে **মা-আদি করব** পুনরায় বিধর্ম্মী হইয়া পরেন, কিন্তু পরে আবার মুসলমান হন।

† মদিনা **প্রস্থান** করিবার পর হজরত অনেকবার মক্কা গমন করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিয়মিতরূপে **যাওয়া** হয় নাই বলিয়া তাহা হজ্জ মধ্যে পরিগণিত নহে।

অবতীর্ণ হয়—"অদ্য আমি তোমাকে তোমার দিন (ইস্‌লাম) পূর্ণ করিয়া দিয়াছি।"

এই বৎসর হজরতের শিশু সন্তান **কুমার ইব্‌রাহীম** স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

এই বৎসর **জেমাম** বেন্নে ছা'লেমা হজরতের সমীপে উপনীত হইয়া ইস্লামের মর্ম্ম অবগত হন এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

এই বৎসর বিশ্ব-বিখ্যাত পরোপকারী **মনস্বী হাতেম তাইর** পুত্র কন্যা বন্দীকৃত হন। পুত্রটি সিরিয়াভিমুখে পলায়ন করে। হজরত কন্যাটিকে বিমুক্ত করিয়া বিবিধ উপঢৌকনসহ বিদায় প্রদান করেন। তাঁহারা পরে উভয় ভ্রাতা ভগ্নী মিলিত হইয়া হজরতের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। *

এই বৎসর মহাত্মা খালেদ বোখ্‌রানের **বনী-হারেছ** সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। তাহারা মুসলমান হইয়া হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করে।

এই বৎসর এ্যামন প্রদেশের **তাপসশ্রেষ্ঠ বাজান** পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মহাত্মা মা-আজ বেন্নে জবলকে এ্যামন ও হাজর মৌতের দিকে প্রেরণ করা হয়। এই সময় হজরত পদব্রজে মা-আজকে কতকদূর আগুবাড়াইয়া দিতে গমন করেন। বিদায়কালে হজরত বলিয়াছিলেন—"প্রিয় মা-আজ! বোধ হয় এই বৎসরের পরে আর আমাকে পাইবেনা। ইহাই তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ।" মহানুভব মা-আজ এতচ্ছ্রবণে রোদন করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করেন।

* মতান্তরে প্রকাশ যে, তাঁহারা হিজরী নবম বৎসরে ইস্লাম গ্রহণ করেন।

এই বৎসর 'জুজ্‌বা বেন্নে আবহুল্লা,' জিল কেলা-আ বেন্নে নাকূরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। জিল-কেলা-আ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অভয় প্রাপ্ত হন।

এই বৎসর ফারওয়া বেন্নে উমরুল জুজামী মুসলমান হন। *

একাদশ হিজরী—৬৩২ খৃষ্টাব্দ।

এই সনে চতুর্ব্বিংশ সফর তারিখ সোমবার দিবস উসামা বেন্নে জায়েদকে উব্নীদিগের † বিরুদ্ধে প্রেরণ করিবার জন্য এক বিপুল বাহিনী সংগঠিত হয়। কিন্তু বুধবার দিবস হজরতের শিরঃপীড়া ও জ্বর আরম্ভ হয়। বৃহস্পতিবার দিবস মহাত্মা উসামাকে ডাকিয়া হজরত তদীয় হস্তে পতাকা প্রদান করেন। তিনি সসম্ভ্রমে পতাকা গ্রহণ করিয়া মদিনার অনতিদূরে জুরুফ নামক স্থানে উপস্থিত হন। মহাত্মা আবূবাকর সিদ্দিক, উমর ফারুক, সাআদ বেন্নে আবি ওয়াকাস, আবূউবীদা বেন্নুল জুর্রাহ্ প্রভৃতি আন্সার মোহাজ্জের উসামার সঙ্গীয় করিয়া প্রেরণ করা হয়।

---

* এই সময় ফারওয়া রোমক সম্রাটের গবর্ণর হইয়া আরব ও বর্ত্তমান তুরস্কের প্রান্তভাগ শাসন করিতেছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার মুসলমান হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাকে ইস্‌লাম পরিত্যাগ করিবার জন্য উৎপীড়ন করিতে থাকেন; তাহাতে ফারওয়া বলিতেছিলেন,—"আপনি অবশ্য অবগত আছেন যে, পূর্ব্বের শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে এই মহাপুরুষের অভ্যুদয় বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু আপনি রাজ্য ধ্বংস হইবার ভয়ে এহেন মহাপুরুষের সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থ হইতেছেন না।" সম্রাট্ ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া ফারওয়ার বধ সাধন করেন।

† ইহা বর্ত্তমান তুরস্ক প্রদেশান্তর্গত। তথায় উসামার পিতা জায়েদ যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন।

১০ই রবিউল আউওয়াল শনিবার দিবস উসামাকে বিদায় করিয়া হজরত গৃহে পদার্পণ করেন। রবিবার দিবস রোগ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে প্রাগুল্লিখিত মিথ্যাবাদী মোসায়লেমা এবং আস্‌ওয়াদ গণীর আবির্ভাব সংবাদ রাষ্ট্র হয়। হজরত প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া আস্‌ওয়াদের হত্যা-সংবাদ সকলকে জ্ঞাপন করেন। *

পাপাত্মা আস্‌ওয়াদের নাম আবলা বেন্নে কা-আব ছিল। সে 'জোল হেমার' নামেও অভিহিত হইত। আস্‌ওয়াদ যাদুবিৎ ছিল। সে লোকের নিকট আশ্চর্য্য ও আগামী কথা বলিত। হজরতের 'হুজ্জাতুল ভেদা-আ'র পর আস্‌ওয়াদ এই অভিনয় করিতে আরম্ভ করে।

মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠ মোসায়লেমাকে হজরত আমীর হামজার হন্তা ওয়াহ্‌শী হত্যা করে। মোসায়লেমা বৃদ্ধ ছিল। সে মদ্য পান ও পরস্ত্রী গমন সিদ্ধ বলিয়া বলিত এবং লোককে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিত। বুদ্ধিশূন্য ও জ্ঞানহীন একদল লোক তাহার বশীভূত হইয়াছিল। এই দুরাত্মা পবিত্র কোর্-আন-শরীফেরও অনেক অংশ বিকৃত করিয়া বর্ণনা করিত এবং অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ প্রদর্শন করিতেও প্রয়াস পাইত। কিন্তু তাহার ফল ফলিত বিপরীত। কাহাকেও বয়স বৃদ্ধির আশীর্ব্বাদ করিলে অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিত। কাহারও চক্ষু-র্জ্যোতিঃ বৃদ্ধির আশীর্ব্বাদ করিলে অমনি তাহার নয়ন যুগল অন্ধ হইত।

---

* তাহার হত্যা সংবাদ এইরূপ :—**আস্‌ওয়াদ** এ্যামন এদেশের শহর বেন্নে বাজানকে হত্যা করিয়া তাহার স্ত্রীকে নিকাহ্ করে। এই রমণী ফিরোজের খুল্লতাত ভগ্নী। ফিরোজ রাজা নাজ্জাসীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ফিরোজ কোন চক্রান্তে বিজড়িত করিয়া আস্‌ওয়াদকে বন্দী ও নিহত করেন। আস্‌ওয়াদ মৃত্যুর সময় গরুর ন্যায় এক বিকট চীৎকার-ধ্বনি করে। তদীয় চাকর ও দ্বারবানগণ এই বিকট শব্দে আতঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে—"কে এমন শব্দ করে?" তাহাতে শহরের স্ত্রী উত্তর করিয়াছিলেন—"ইহা তোমাদের প্রেরিত পুরুষের প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইবার শব্দ।"

হজরতের স্বর্গারোহণ।

সোমবার দিবস হজরত মস্‌জেদে পদার্পণ করত সকলকে প্রাতরুপাসনায় নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া গৃহে ফিরেন। এই দিবসের দ্বিপ্রহরে মোস্লেমজগৎ শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ইস্লাম জগতের কর্ণধার **হজরত মোহাম্মদ** (দঃ) সচ্চিদানন্দ করুণাময় বিশ্ব-নিয়ন্তার সহিত সম্মিলিত হইলেন। * মঙ্গলবার দিবস তাঁহার পবিত্র শব অবগাহণ করা হয় এবং সমস্ত দিবস বিভিন্ন স্থানের লোক দলে দলে আসিয়া জানাজা পড়িতে থাকেন; বুধবার দিবস শব গোরস্থ করা হয়।

হজরতের চরিত্র।

যিনি নিখিল জগতের **পূজ্য**, স্বয়ং নিখিলনাথ, যাঁহার **সখা** এ অধমের দুর্ব্বল লেখনীর পক্ষে তাঁহার **দেব চরিত্র** অঙ্কনের প্রয়াসই দৃষ্টতা মাত্র। আপনার **চরিত্র মাহাত্ম্যে**, আপনার **গৌরবে** এবং আপনার **মহত্ত্বে** আজ হজরত ধরাতলে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডবৎ দেদীপ্যমান; তাঁহার আবার পরিচয় কি? শত শত **রাজমুকুট** তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া **গরীবের বেশে** দীনভাবেই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। পার্থিব নশ্বর **ধনসম্পদ** ও **মান সম্মানের** উপর তাঁহার দৃষ্টি কদাচ পতিত হয় নাই; তিনি

---

* দ্বাদশ তারিখ রবিউল আওয়াল মাসের সোমবারের প্রাতে (৬৩২ খৃঃ ৪ঠা জুন) হজরত স্বর্গারোহণ করেন।

সর্ব্বদা জগৎপতির প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন। **সত্যই** তাঁহার একমাত্র আশ্রয় ছিল ; কেবল সত্যের সেবা করিয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, শুধু এই অস্ত্র বলেই তিনি সহায়সম্পদ বিহীন হইয়াও সহস্র সহস্র অরাতিকে পরাভূত করিয়া যথাতথা আপনার **গৌরব-নিশান** প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন।

হজরত নিতান্ত **অনাড়ম্বর ও সরল প্রকৃতির** লোক ছিলেন। **সামান্য বস্ত্রে** তাঁহার লজ্জা নিবারণ হইত ; **খর্জ্জুর** আহারে তিনি জীবন ধারণ করিতেন ; **সামান্য শয্যায়** রাত্রি যাপন করিতেন। নিজের **পরিচ্ছদ,** নিজের **পাদুকা** তিনি নিজে **মেরামত** করিতেন ; আপনার সকল গৃহকর্ম্মই আপনি সম্পন্ন করিতেন। তজ্জন্য কাহারও উপর তাঁহার অপেক্ষা ছিল না। তিনি অনেক সময় নিজেই গাভীর দুগ্ধ দোহন করিতেন। পীড়িতদের প্রতি তিনি **অত্যন্ত সদয়** ছিলেন। **শবাধার** দেখিলেই তিনি নিজে **বহন** করিয়া সমাধি-স্থানে লইয়া যাইতেন। ক্রীতদাসের প্রতিও তাঁহার ভিন্ন ভাব মাত্রই ছিল না ; অসঙ্কোচে তাহাদের গৃহে গিয়া তিনি পান ভোজন করিতেন। আশ্রিতকে **আশ্রয় দান** তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

তিনি সাতিশয় **সদালাপী ও মিষ্টভাষী** ছিলেন। **সৌজন্য** তাঁহার চরিত্রের ভূষণ স্বরূপ ছিল। তাঁহার ধন সম্পদ ছিল না, অথচ তাঁহার ন্যায় **মুক্তহস্ত** লোক জগতে বিরল। তাঁহার হৃদয় **শৌর্য্যের উপাসক ও সত্যের সেবক** ছিল। তাঁহার **সত্যনিষ্ঠা** জগতে অতুলনীয়।

দরিদ্রগণ তাঁহার নিকট অতি আদরের পাত্র ছিল। অনেক গৃহহীন ও আশ্রয়হীন ব্যক্তি তদীয় গৃহে আশ্রয় পাইত। শোকার্ত্তকে **সান্ত্বনা**

ও হতাশা-পীড়িতদিগকে **উৎসাহ ও সাহস** দিবার জন্য তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাদের গৃহে গমনাগমন করিতেন।' অতি ঘোর শত্রুর প্রতিও তাঁহার **বিদ্বেষ ভাব** ছিল না। তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেও তিনি কখনও সঙ্কুচিত হইতেন না। **বিলাসিতা** তাঁহার ত্রিসীমায়ও পঁহুচিতে পারিত না। ইচ্ছা করিলে তিনি রাজ-রাজেশ্বরের মত চলিতে পারিতেন, কিন্তু সেই ক্ষণ-স্থায়ী সুখের জন্য তিনি কখনও লালায়িত হন নাই। এক এক দিন তাঁহাকে সপরিবারে **অনশনে** থাকিতে হইত; তৈলাভাবে অনেক দিন তাঁহার গৃহে সন্ধ্যা-প্রদীপও জ্বলিতনা; কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন নাই।

বালকবালিকাগণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। দাসদাসি-গণের প্রতি তিনি সাতিশয় **কোমল ও সাধু ব্যবহার** করিতেন। **ক্রোধবশে** তিনি জীবনে কখনো কাহারও গায়ে হস্তার্পণ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় নারীজাতির এমন বন্ধু জগতে আর দ্বিতীয় নাই? নারীজাতির স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য ও দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি নানাপ্রকার বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত এখন সর্ব্বজন বিদিত ও জগতের প্রভূত হিতসাধন করিতেছে।

হজরত আশৈশব **নির্জ্জনপ্রিয়** ছিলেন ও নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তামগ্ন থাকিতে ভালবাসিতেন। তদীয় কোন **নর্ম্ম সখা** তাঁহাকে ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন,—"মানুষ অকিঞ্চিৎকর কার্য্যে সময় নষ্ট করুক, ইহা বিধাতার ইচ্ছা নয়। তাহারা মহত্তর কার্য্যের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।" তাঁহার চিন্তাশক্তি অসাধারণ ছিল। তাঁহার **হৃদয় অত্যন্ত উন্নত** ও মানসিক বৃত্তিনিচয় সমধিক **উদার** ছিল। তদীয় অন্তঃকরণ স্বচ্ছ দর্পণবৎ নির্ম্মল ও কুসুমাদপি কোমল ছিল। তিনি অত্যন্ত

লোকানুরাগী ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে **কপটতার** লেশ মাত্র ছিল না; ধনী দরিদ্র তাঁহার চক্ষে এক বলিয়া প্রতিভাত হইত। তাঁহার ন্যায় **স্বার্থত্যাগী** মহাপুরুষ জগতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার প্রাণমন সর্ব্বদা জগন্নিয়ন্তার প্রতিই একাগ্র ভাবে আসক্ত থাকিত। তদীয় প্রিয়তমা পত্নী আয়শা দেবী বলিয়াছেন,—"যখন হজরত উপাসনা করিতে বসিতেন, তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ বিস্মৃত হইয়া তাঁহার চিত্ত জগদীশ্বরে বিলীন হইয়া যাইত। তখন তদীয় মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃতে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; স্বয়ং আমিও তখন তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিতাম না। উপাসনার সময় তাঁহার যে কেবল হৃদয়েরই পরিবর্ত্তন ঘটিত, এমন নহে, তাঁহার রক্ত মাংস গঠিত দেহ পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হইত!"

হজরতের শারীরিক গঠন।

হজরত অতীব সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহকান্তি প্রতপ্ত চামীকর তুল্য অথচ গৌরবর্ণ ছিল। তাঁহার বক্ষঃস্থল পীনোন্নত, ললাট প্রশস্ত, ভ্রূযুগল সূক্ষ্ম ও দীর্ঘায়ত, নাসিকা উন্নত ও দেখিতে সুন্দর ছিল। তদীয় মুক্তাপংক্তি সদৃশ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দন্তরাজি, আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নযুগল, শারদীয় চন্দ্র তুল্য উজ্জ্বল বদনমণ্ডল, দীর্ঘ ও ঘনকৃষ্ণ কেশদাম এবং নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব্ব দেহ দেখিলে সহজেই তাঁহাকে মহা সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্যশালী মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হইত। তিনি অত্যন্ত স্থূলও ছিলেন না, অত্যন্ত ক্ষীণকায়ও ছিলেন না। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিলে হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক হইত। তাঁহার কথা সুধা-বৃষ্টির মত

মধুর ও আনন্দজনক ছিল। মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণই তদীয় পবিত্র দেহে বর্ত্তমান ছিল।

হজরতের স্কন্ধদ্বয়ের সন্ধি স্থলে একটা মাংসপিণ্ড ছিল। উহাকেই **মোহরে নবুয়ত** বলা হয়। উহাতে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর্ রাসুলুল্লাহ্" লিখিত ছিল।

হজরত সম্বন্ধে বিবিধ।

হজরতের ১০টি অশ্ব, ২টি উষ্ট্র, ২০টি উষ্ট্রী ও সাতটি ছাগী ছিল। বনী-ফজারা হইতে যে অশ্ব তিনি প্রথম ক্রয় করেন, তাহার নাম ছিল **সক্কর** (বা উৎস)। উহা অত্যন্ত দ্রুতগামী ছিল। এই অশ্বে আরূঢ় থাকিয়াই হজরত উহুদে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তদীয় আর একটি অশ্বের নাম ছিল **সামজা** ও মুর্ত্তাজিস (হ্রেষা রবকারী)। **ফসওয়া** নামক উষ্ট্র ভিন্ন আরও একটি উষ্ট্র তাঁহার বাহন ছিল। উষ্ট্রীগুলি থাব নামক স্থান হইতে সংগৃহীত হয়। উহাদিগ, হইতে তিনি প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাইতেন। **জুয়ানিয়া** নামক স্থানে এই সকল অশ্ব ও উষ্ট্র রক্ষিত হইত। উম্মে-আয়মন ছাগী গুলি পালন করিতেন। ছাগ-প্রতিপালনকে হজরত অত্যন্ত শুভপ্রদ মনে করিতেন।

প্রায় ১৪। ১৫ জন লোক হজরতের সেবার কার্য্য করিতেন। তন্মধ্যে প্রভুগত-প্রাণ **বেলাল**, আমস, মুসউদ পুত্র আবদুল্লা ও জুমখমর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের উপস্থিতির সময় তিনি ক্রীতদাস-দিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিতেন।

হজরতের চারিখানি **কাঁচা ইষ্টক** নির্ম্মিত গৃহ ছিল। উহাদের মধ্যে বৃক্ষ ডালের বেড়া দ্বারা ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ করা ছিল। এতদ্ভিন্ন

প্রকোষ্ঠ-বিহীন আরও পাঁচখানি গৃহ ছিল। গৃহগুলি প্রত্যেক আরবীয় গজে ৩ গজ লম্বা ছিল। গৃহের দরজায় পশমী কাপড়ের বা চামড়ার পর্দ্দা দেওয়া হইত।

বলিয়াছি ত রাজরাজেশ্বর হইয়াও হজরত দীনাতিদীনের মত জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার সম্পত্তি তেমন কিছু ছিল না বলিলেই হয়। মুখেরিক নামক জনৈক ঈহুদী হজরতকে সাতখানি বাগান দান করিয়াছিলেন। মদিনার শাসনকর্ত্তা খলিফা উমর বিন্নে আজিজ মদিনা শাসনকালে ঐ সকল বাগানের খেজুর খাইতেন। সেরূপ সুমিষ্ট খেজুর আর কোথাও পাওয়া যাইত না। এতদ্ভিন্ন হজরতের নিম্নলিখিত তিনটি সম্পত্তিও ছিল।—

(১) **বনী-নাজেরের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি।**—উহার উপস্বত্ব হজরত নিজেই ভোগ করিতেন। উহার একাংশে কুমার ইব্‌রাহীমের মাতা মেরীর গ্রীষ্মাবাস স্থাপিত ছিল।

(২) **কদ্দক।**—ইহাতে যে সকল ফলমুল উৎপন্ন হইত, তাহা দূরাগত পথিকদিগের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত।

(৩) **খায়বারের পঞ্চমাংশ জমি।**—এই সম্পত্তি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগ হজরতের পরিবারের ভোগ্য ছিল; আর ভাগ মুসলমান সাধারণের জন্য উৎসৃষ্ট ছিল।

তিনখানি তরবারি, চারিটি ধনুক, একটি তরকশ, একটি শিপর ও দুইটি বর্ম্ম হজরতের যুদ্ধোপকরণ ছিল।

হজরত নিদ্রোত্থিত হইয়াই দন্তধাবন করিতেন। তাল বৃক্ষের সবুজ শাখা দ্বারা তদীয় **দন্ত মার্জ্জনী** প্রস্তুত হইত। দন্তমার্জ্জনী সঙ্গে না লইয়া তিনি কখনও ভ্রমণে বহির্গত হইতেন না। দন্তধাবনে তাঁহার আদৌ আলস্য ছিল না। ঘন ঘন দন্তধাবনে তদীয় দন্তমূল ক্ষয় প্রাপ্ত

হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক উপাসনার পূর্ব্বেই তিনি দন্ত মার্জ্জনা করিতেন।

তাঁহার চুল আচরান থাকিত। অনেক সময়ে তিনি তৈলও ব্যবহার করিতেন। তিনি গোফ ছাটিয়া ফেলিতেন কিন্তু, শ্মশ্রু ছাটিতেন না। তিনি চক্ষে **সুরমা** ব্যবহার করিতেন। সর্ব্বপ্রকার **সুগন্ধি** দ্রব্য ও মধু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এক প্রকার **নস্য**ও তিনি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন।

তদীয় ভৃত্য আমক তাঁহার পাদুকা ও জলপাত্রাদি রক্ষা করিতেন। তাঁহার জুতায় পটি ও তালি দেওয়া ছিল। উপাসনার সময়েও তিনি পাদুকা ব্যবহার করিতেন। হজরতের স্বর্গারোহনের পর এই সকল জুতা সকলকে দেখান হইত।

হজরতের ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদির বর্ণ সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ **শুভ্র বর্ণের পরিচ্ছদই** তাঁহার প্রিয় পোষাক ছিল, কিন্তু তিনি লোহিত, সবুজ ইত্যাদি বর্ণের বস্ত্রাদিও ব্যবহার করিতেন। আয়শা দেবী বলেন যে,—"তিনি এক সময়ে কৃষ্ণ বর্ণের পশমী বস্ত্রও ব্যবহার করিয়াছিলেন।" সুগন্ধ তাঁহার অতি প্রিয় পদার্থ ছিল। এজন্য তদীয় পরিচ্ছদাদিতেও উহা ব্যবহৃত হইত। হজরতের মস্তক **কৃষ্ণবর্ণ পাগড়ি** দ্বারা পরিশোভিত থাকিত।

এক সময়ে একখানি রঞ্জিত পাইড়যুক্ত চাদর তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উহার পাইড় কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। ডোরা যুক্ত ইমেন কাপড় তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। রেশমী বস্ত্র পরিয়াও তিনি এক সময়ে উপাসনা করিতেন, কিন্তু পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এরূপ পরিচ্ছদ ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তির ব্যবহারযোগ্য নহে।

তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার পোষাকসমূহ খলিফাগণের নিকট রক্ষিত ছিল। কালসহকারে পোষাকগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে তদ্দ্বারা আবার নূতন পোষাক নির্ম্মিত হইয়াছিল। উত্তরকালে খলিফাগণ কোন বিশেষ পর্ব্বাহে ঐ সকল বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

হজরতের পত্নী-সমূহ।

১। **বিবী খোদায়জা**।—ইনি খালেদ বেন্নে আসাদের কন্যা এবং একজন ধনবতী বিধবা। হজরতের ২৫ বৎসর বয়সের সময় ইঁহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময়ে বিবী খোদায়জার বয়স ৪০ বৎসর ছিল। ২৫ বৎসর যাবৎ ইনিই হজরতের একমাত্র পত্নী ছিলেন। ৬৫ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। হজরতের ঔরসে এবং বিবী খোদায়জার গর্ভে কাসেম ও আবদুল্লা নামক দুইটি পুত্র এবং জয়নব, রুকিয়া, ফাতেমা ও উম্মেকুলছোম নামে ৪টি কন্যা জন্মে। এই সকল সন্তানের মধ্যে চতুর্থ খলিফা মহাত্মা আলীর সহধর্ম্মিণী একমাত্র ফাতেমা দেবীই হজরতের মৃত্যুর পর জীবিতা ছিলেন।

২। **বিবী সউদা**।—ইনি জামার কন্যা এবং সাফরান কোরাইশীর (ইনি হজরতের সহচর ছিলেন) বিধবা পত্নী। বিবী খোদায়জার মৃত্যুর পর দুই মাস পরে ইঁহার সহিত হজরতের বিবাহ হয়।

৩। **বিবী আয়শা**।—ইনি মহাত্মা আবুবাকরের কন্যা। ইঁহার ৭ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় এবং দশম বৎসর বয়সে ও হজরতের মদিনায় আগমনের ৯ মাস পরে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

৪। **বিবী জুয়েরীয়া**।—ইনি হারেস বেন্নে আবি-জেরার নামক বনী-মস্তালিক সম্প্রদায়ের অধিপতির বিধবা কন্যা। ইনি বনী-মস্তালিক যুদ্ধে বন্দী হইয়া আইসেন এবং সাবেত বেন্নে কয়েসের হস্তে পড়েন। হজরত ১৮ তোলা স্বর্ণ দিয়া তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া পরে বিবাহ করেন। হজরতের মৃত্যুর পর বিবী জুয়েরীয়া ৪৫ বৎসর জীবিতা ছিলেন।

৫। **বিবী হাফসা**।—ইনি মহাত্মা উমর ফারুকের বিধবা কন্যা। স্বামীর মৃত্যুর ৬ মাস পরে ইঁহার সহিত হজরতের বিবাহ হয়।

৬। **বিবী জয়নব**।—ইনি খুজেমার কন্যা এবং হজরতের পিতৃব্য পুত্র উবেদার বিধবা স্ত্রী। উবেদা বদরের যুদ্ধে হত হন। ইনি নিরাশ্রয় মুসলমানগণের অতিশয় যত্ন লইতেন। হজরতের মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইনি লোকান্তরিতা হন।

৭। **বিবী উম্মে সালেমা**।—ইনি আবূ সালেমার বিধবা পত্নী। আবূসালেমা উহুদের যুদ্ধে আহত হইয়া পলায়ন করেন, ঐ আঘাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে। উম্মে সালেমা অতিশয় দয়াবতী ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে গরীবের মা বলিত।

৮। **বিবী জয়নব** (২য়া)।—ইনি হজরতের পোষ্যপুত্র জায়েদের স্ত্রী। জায়েদ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে হজরত কোর্-আন-শরীফের ৩৩ সুরার ৩৬ আয়াতের আদেশানুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন।

৯। **বিবী সফিয়া**।—ইনি হাই এবে আখ্তারের কন্যা এবং খায়বরের অধিপতি কিনানার বিধবা পত্নী। সফিয়ার স্বামী কামুশের যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন।

১০। **বিবী উম্মে হাকিমা**।—ইনি আবূ সুফিয়ানের কন্যা এবং উবেদুল্লার বিধবা স্ত্রী। উবেদুল্লা আবিসিনিয়ায় আসিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

১১। **বিবী মায়মূনা**।—ইনি হারেসের কন্যা। যখন হজরতের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর ছিল।

(হজরতের দাসী পত্নী।)

১২। **মারিয়া কব্‌তিয়া**।—ইনি মিসরের রোমান শাসনকর্ত্তা মুকৌকিস কর্ত্তৃক প্রেরিত একটি খৃষ্টান ক্রীতদাসী বালিকা। হজরতের ঔরসে তাঁহার ইব্‌রাহীম নামক এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র শৈশবকালেই কালগ্রাসে পতিত হন।

১৩। **রিহানা**।—ইনি ঈহুদী জাতীয়া ছিলেন। তাঁহার স্বামী বনী-কুবেজার যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন। ইঁহাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বলা হয়, কিন্তু তিনি তাহাতে অস্বীকৃতা হন এবং চির জীবনই ঈহুদী ছিলেন। কথিত আছে,—মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ইস্লাম গ্রহণ করেন।

হজরতের মৃত্যু সময়ে তাঁহার ৯ জন স্ত্রী ও ২ জন দাসী পত্নী জীবিতা ছিলেন। বিবী খোদায়জা এবং জয়নব বিন্ খুজেমা হজরতের মৃত্যুর পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হন।

হজরতের বংশাবলী।

হজরতের পিতৃবংশ।

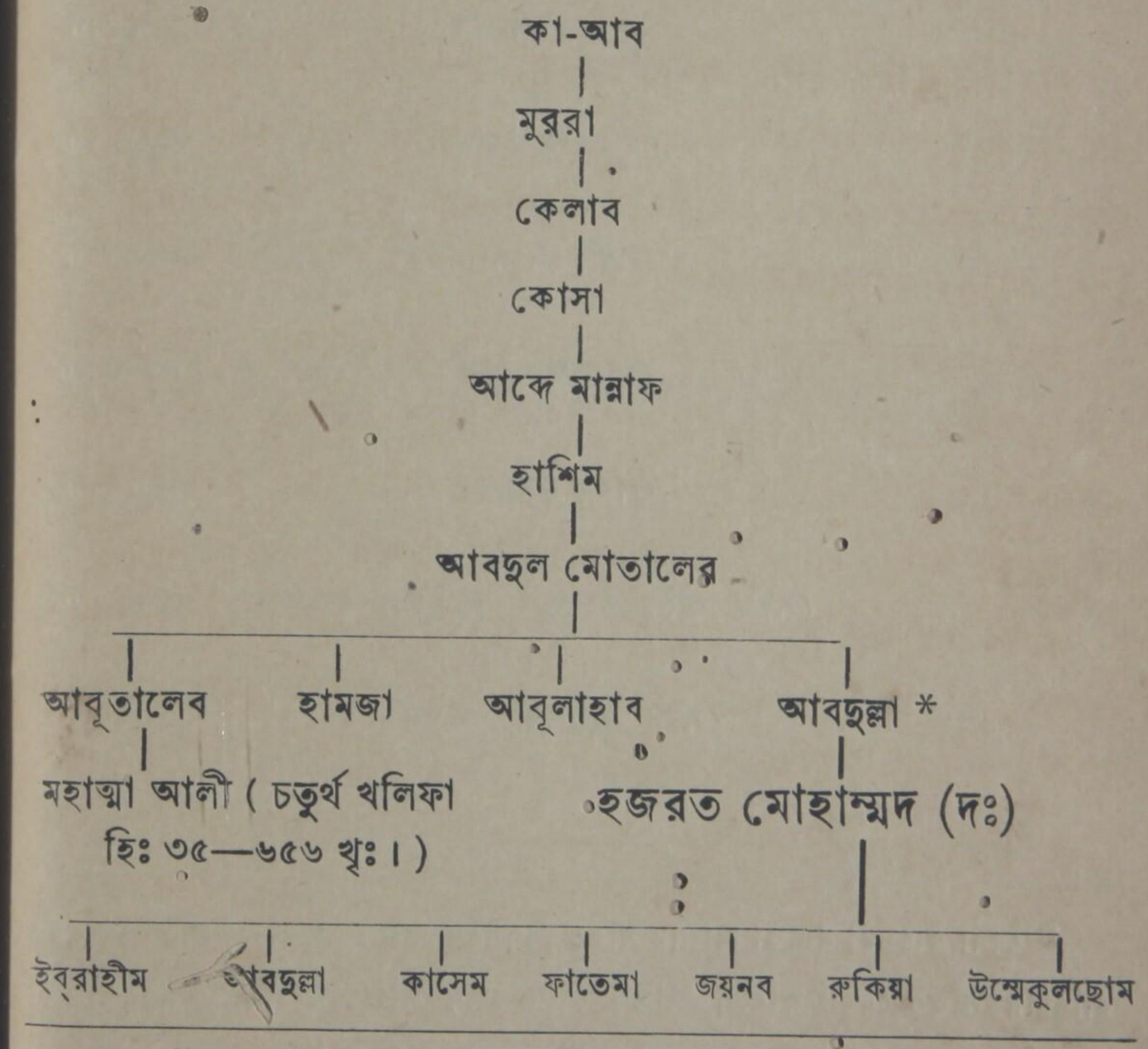

* হজরতের পিতা **আবদুল্লা** আবদুল মোতালেবের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। **দেবী আমিনা** মদিনাবাসী ওয়াহাবের কন্যা। বিবী আমিনার সহিত বিবাহের অল্প দিবস পরে ২৫ বৎসর বয়সে আবদুল্লার মৃত্যু হয়।

ফাতেমা *		
ইমাম হাসান	ইমাম হুসাইন	৫০ হিজরী
	জয়নাল আবেদিন	৬০ ”
	মোহাম্মদ বাকের	৯৪ ”
	জা'ফর সাদেক	১৪০ ”
	মোসা কাজেম	১৪৮ ”
	আলী মোসা রেজা	১৮৩ ”
	মোহাম্মদ তকী	২০৩ ”
	সৈয়দ মুসানকী	২২০ ”
	সৈয়দ আবি আবদুল্লা আহ্‌মদ আসকরী	২৫৪ ”
	সৈয়দ মোহাম্মদ মেহ্‌দী	২৬০ ”

* দেবী ফাতেমা মহাত্মা আলীর সহিত বিবাহিতা হন। জয়নব আবি-আস বেন্নে রাবিয়ার সহিত এবং রুকিয়া আতব বেন্নে আবূ লাহাবের সহিত বিবাহিতা হন। রুকিয়া দ্বিতীয় বারে তৃতীয় খলিফা মহাত্মা উসমানকে পতিত্বে বরণ করেন। রুকিয়ার মৃত্যু হইলে হজরত উম্মে কুলছোমকে পুনশ্চ উক্ত তৃতীয় খলিফা মহাত্মা উসমান গণীর সহিত বিবাহ দেন।

হজরতের মাতৃবংশ।

কেলাব
|
জোহরা (কন্যা)
|
আব্দে মান্নাফ
|
ওয়াহাব
|
আমিনা (হজরতের মাতা)

প্রথম খলিফা মহাত্মা আবূবাকরের বংশ।

মুররা
|
তায়েম
|
সাব
|
কা-আব
|
আমির
|
আবূ কোহাফা
|
আবূবাকর (১১ হিঃ ৬৩২ খৃষ্টাব্দে খলিফা হন।)

দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা উমরের বংশ।

কা-আব
|
আদাই
|
জেরাহ্
|
ফারত
|
রিয়াহ্
|
আবদুল উজা
|
নফেল
|
খাতাহ্
|
উমর (১৩ হিঃ ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে খলিফা হন।)

বিশেষ ঘটনাবলী।

৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রেল ১৩ই রবিউল আউওয়াল হজরতের জন্ম হয়।

৫৯৫ খৃঃ বিবী খোদায়জাকে হজরত বিবাহ করেন।

৬১০ খৃঃ ১৮ই রবিউল আউওয়াল হজরতের প্রতি প্রথম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়।

৬১৩ খৃঃ কোরাইশীয়গণ হজরতের মতের বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করে।

৬১৯ খৃঃ বিবী খোদায়জা দেবীর মৃত্যু হয়।

৬২০ খৃঃ হজরতের পিতৃব্য আবূ তালেবের মৃত্যু হয়।

" " হজরত উৎপীড়িত হইয়া তায়েফ গমন করেন।

৬২১ খৃঃ ২৭শে রজব হজরতের মেয়ারাজের দিন। *

৬২২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ১ম হিজরী ১৮ই রবিউল আউওয়াল হজরত মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থান করেন।

৬২৩ খৃঃ ২য় হিজরী আবূ সুফিয়ান বদরের যুদ্ধে পরাভূত হন।

৬২৪ খৃঃ ৩য় হিজরী ৪ঠা শওয়াল উহুদে যুদ্ধ হয়।

" " " " মহাত্মা আলীর সহিত বিবী ফাতেমা দেবীর বিবাহ হয়।

৬৩০ খৃঃ ৯ম " মক্কা বিজিত ও তায়েফ অধিকৃত হয়।

৬৩২ খৃঃ ১১ " হজরত শেষ হজ্জ করেন।

" " " " ১২ই রবিউল আউওয়াল সোমবার হজরতের তিরোধান হয়।

৬৩২ খৃঃ ১১ হিজরী মহাত্মা আবূ বাকর খলিফা হন ও মহাত্মা উসমান Palestine এ যুদ্ধ যাত্রা করেন।

৬৩৩ খৃঃ ১২ হিজরী খালেদ এরাকের শাসনকর্ত্তা হন।

৬৩৪ খৃঃ ১৩ হিজরী মহাত্মা উমর খলিফা হন ও আবূ বাকর স্বর্গারোহণ করেন।

৬৩৫ খৃঃ ১৪ হিজরী ডামস্কস অধিকৃত হয়।

৬৩৬ খৃঃ ১৫ হিজরী বয়তুল মোকাদ্দস অধিকৃত হয়।

৬৩৮ খৃঃ ১৭ হিজরী কুফা এবং বসরা নগর স্থাপিত হয়।

৬৪২ খৃঃ ২০ হিজরী মিসর বিজিত হয়।

৬৪২ খৃঃ ২১ হিজরী পারস্য দেশ অধিকৃত হয়।

* অর্থাৎ হজরতের সশরীরে স্বর্গপরিভ্রমণের দিবস।

৬৫৩ খৃঃ ৩৩ হিজরী ৬ই, জিলহজ্জ উছমান গণী খলিফা হন।

৬৫৫ খৃঃ ৩৫ হিজরী মহাত্মা আলী খলিফা হন।

৬৬০ খৃঃ ৪০ হিজরী ১৭ই রমজান আলী স্বর্গারোহণ করেন।

৬৬১ খৃঃ ৪০ হিজরী **ইমাম হাসান** খলিফা হন।

৬৬১ খৃঃ ৪১ হিজরী মাবিয়া ডামস্কের খলিফা হন।

৬৭০ খৃঃ ৫০ হিজরী কনষ্টান্টিনোপল অধিকৃত হয়।

৫৭৬ খৃঃ ৫৬ হিজরী এজিদ খলিফার উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হয়।

৬৮০ খৃঃ ৬১ হিজরী এজিদ খলিফা হয় ও কারবালার যুদ্ধ ঘটে।

তৃতীয় অধ্যায়।

মদিনায় হজরতের মস্‌জেদ নির্ম্মাণ।

মস্‌জেদে নবভী।—পরিব্রাজক ও ইতিবৃত্তকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, যখন হজরতের বাহন উষ্ট্রী মস্‌জেদের (মস্‌জেদ প্রস্তুতের পূর্ব্বে) দ্বারদেশে বসিয়া পড়িল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "খোদা করিলে, ইহাই আমার অবস্থিতির স্থান।" তৎকালে এই মস্‌জেদ স্থলে **খর্জ্জুর** শুষ্ক করা হইত এবং উহার চতুর্দ্দিক **খর্জ্জুর** বাগানে পরিবেষ্টিত ছিল। পিতৃ মাতৃ হীন দুইটি বালক এ স্থানের স্বত্বাধিকারী ছিল। তাহারা জনৈক আন্সাসের আনুকূল্যে প্রতিপালিত হইতেছিল। হজরতের মদিনা পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই এইখানে মুসলমানগণ সমবেত হইয়া নামাজ পড়িতেন। হজরত বালক দুইটিকে ডাকিয়া স্থান ক্রয় করিতে অভিমত জ্ঞাপন করিলে তাহারা মহাহর্ষে বিনা মূল্যেই সেই স্থানটি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু হজরত তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। অতঃপর মূল্য প্রদানেই মস্‌জেদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কোন কোন আন্সার সেই বালক দুইটিকে অতিরিক্ত মুদ্রা প্রদানে আনন্দ প্রকাশ করেন। যে সমস্ত খেজুর বৃক্ষ কর্ত্তনের আবশ্যক ছিল, তৎসমস্ত ভূমিসাৎ করিয়া উহাকে সমতল ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। হজরত স্বয়ং আন্সার ও মোহাজেরীন প্রভৃতিসহ মস্‌জেদের ইষ্টক ও প্রস্তর অন্বেষণ করিয়া আনেন। খেজুর বৃক্ষ দিয়া মস্‌জেদের ছাদ ও স্তম্ভ দেওয়া হয়। মস্‌জেদে কোনরূপ আড়ম্বর পূর্ণ শোভা সৌষ্ঠব করা হয় নাই; সাদাসিধে ভাবেই উহা নির্ম্মিত হয়। বৃষ্টি হইলে ছাদ হইতে

লোকের উপর কাদামিশ্রিত জল পড়িত। মস্‌জেদের পরিমাণ ফল ছিল উত্তর দক্ষিণে ৫৪ গজ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৬৩ গজ।

খায়বরের যুদ্ধে বিজয়-লক্ষ্মী মুসলমানগণের অঙ্ক-শায়িনী হইলে সপ্তম বর্ষে পুনশ্চ নূতন করিয়া ঐ মস্‌জেদ প্রস্তুত করা হয়। এই সময় খলিফা উস্‌মানগণী মস্‌জেদের সংলগ্ন এক খণ্ড ভূমি দশ সহস্র দের্‌হাম মূল্যে গ্রহণ করিয়া মস্‌জেদের আয়তন বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রদান করেন।

ধর্ম্মাত্মা আবূহোরেরার প্রমুখাৎ মহানুভব ইমাম আহ্‌মদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, (আবূহোরেরা বলেন,) এই মস্‌জেদের ইষ্টক প্রভৃতি হজরত স্বীয় সহচর অনুচরসহ স্বয়ং বহন করিয়া আনিতেন। একবার দেখিলাম, হজরত উদর হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ইষ্টকে পরিপূর্ণ করিয়া তাহা বহিয়া আনিতেছেন। আমি নিবেদন করিলাম,—"এ সব দাসের প্রতি অর্পিত হউক।" হজরত উত্তর করিলেন,—"অনেক ইষ্টক পড়িয়া রহিয়াছে; আপনি সেই সব উঠাইয়া লউন; আমাকে এই গুলি নিতে দিন।" আরও বলিলেন,—"প্রিয় আবূহোরেরা, ইহাতে এখন সুখ নাই; কিন্তু সুখ পরকালে!"

প্রথম বার মস্‌জেদ প্রস্তুতের পর ষোড়শ বা সপ্তদশ মাস পর্য্যন্ত বয়তুল মোকাদ্দসের দিকে নামাজ পড়া হয়। তখন মস্‌জেদের তিনটি দ্বার ছিল। প্রথমটি বাম (যেদিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া হইত) দিকে ও দ্বিতীয়টি পশ্চিম দিকে ছিল। এখন ইহাকে **বাবুর রহ্‌মত** বলা হয়। তৃতীয় দ্বারটি **বাবে উস্‌মান** নামে পরিচিত। উহাই প্রবেশ দ্বার এখন ইহা **বাবে জেব্‌রীল** বলিয়া অভিহিত হয়।

কোর্‌-আন-শরীফে **কাবা** পরিবর্ত্তনের অর্থাৎ বয়তুল মোকাদ্দসের দিক্ রহিত হইয়া মক্কা-নগরীর কাবা-মন্দিরাভিমুখী হইয়া নামাজ পড়িবার

আদেশ হয়। হুজরত জেব্‌রীল কাবা-মন্দিরের সহিত এই মস্‌জেদের দিঙ্নির্ণয় করিয়া দিলে উহার মধ্যের স্তম্ভ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলান হয়। তখন মস্‌জেদ পুনরায় একরূপ নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে হইল। এই সংস্কারের সময় পঞ্চদশ বা ষোড়শ দিবস মস্‌জেদে নামাজ পড়া যায় নাই। 'উস্তওয়ানায়ে মখ্‌লুক' অর্থাৎ যাহাকে এখন 'উস্তওয়ানায়ে আয়শা' বলা হয়, তাহারই পশ্চাদ্ভাগে নামাজ পড়া হইত।

বেদী।

পূর্ব্বে মেহ্‌রাবের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া **খোৎবা** পড়া হইত। খোৎবা দীর্ঘ হইলে কখন কখন একখণ্ড কাষ্ঠোপরি উপবেশন পূর্ব্বক **আচার্য্য** (ইমাম) বিশ্রাম করিতেন। এক দিবস জনৈক আন্সারের একজন দাস হজরতের সমীপে নিবেদন করেন,—"হজরতের অনুমতি পাইলে এক বেদী (মিম্বর) প্রস্তুত করিয়া দি। উহার উপর দাঁড়াইয়া খোৎবা পাঠ করিতে ও বিশ্রাম করিতে বিশেষ সুবিধা হইবে।" হজরত অনুমতি প্রদান করিলে তৎকর্ত্তৃক সোপানত্রয়বিশিষ্ট এক বেদী বিনির্ম্মিত হয়। উহার তৃতীয় সোপান বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

চতুর্থ খলিফা উস্‌মান গণী প্রথম এই মিম্বরে **কব্‌তীয়া** বস্ত্রের আবরণ দেন। মতান্তরে দৃষ্ট হয়, মিম্বরের প্রথম আবরণ প্রদান করেন **খলিফা মা-আভীয়া**। তিনি সিরিয়া প্রদেশ হইতে মদিনায় আসিয়া এই মিম্বর লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। মিম্বর উত্তোলন করিতেই পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় এবং সূর্য্য অদৃশ্য হইয়া যায়; আকাশে তারকা-মালা পরিদৃষ্ট হয়। মা-আভীয়া তখন অগত্যা এই সংকল্প

পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি ছয় সোপান-সমন্বিত এক মিম্বর প্রস্তুত করাইয়া উহার উপর এই মিম্বর সংস্থাপিত করেন।

অনন্তর বাগ্দাদের **খলিফা মেহ্দী** আরও ছয় সোপান বৃদ্ধি করিয়া দিতে চাহেন; কিন্তু ইমাম মালেক (রাঃ) নিষেধ করেন।

খলিফা মা-আভীয়ার মিম্বর কালসহকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে বাগ্দাদের আব্বাসীয় খলিফাগণ নূতন মিম্বর প্রস্তুত করাইয়া দেন। হজরতের সময়ের মিম্বর সসম্মানে ও সযত্নে সংরক্ষিত হয়।

হিজরী ৬৫৪ সনে (১২৬৬ খৃষ্টাব্দ) অগ্নিতে যে মিম্বর জ্বলিয়া যায়, উহা আব্বাসীয় খলিফাগণের নির্ম্মিত মিম্বর ছিল। *

তৎপর ভিন্ন ভিন্ন সম্রাট্গণ মিম্বরের পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করিয়াছেন। **তুরস্কের সুলতান** তৃতীয় মোরাদ খান বেন্নে সলিম খান সানী ৯৯৮ সালে (১৫৯৩ খৃঃ) রোমীয় প্রস্তর দ্বারা এক মিম্বর প্রস্তুত করাইয়া দেন। তাঁহার পর আর কেহ মিম্বর নির্ম্মাণ করেন নাই, কিন্তু সংস্কার করিয়াছেন।

ইতিহাস সংগ্রাহকের সময় তুরস্কের **সুলতান আবদুল মজিদ খান্** নূতন সোপান-পংক্তিসহ মস্জেদ সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। ১২৭৭ সনে—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্য শেষ হয়। মস্জেদের এক অতিরিক্ত দ্বার প্রস্তুত করাইয়া তিনি স্বীয় নামানুসারে উহার **বাবে মজিদী** নাম রাখেন। বর্ত্তমান সময়েও সেই মিম্বর পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

---

* কোন কোন ঐতিহাসিক উহাকে খলিফা মা-আভীয়ার মিম্বর বলেন, কিন্তু প্রথম উক্তিই বিশ্বাসযোগ্য।

স্তম্ভরাজি।

আটটি স্তম্ভ সসম্মানে বিরাজমান রহিয়াছে।

প্রথম স্তম্ভ—উস্তওয়ানায়ে মখ্‌লোক।—উহা মেহ্‌রাবে নবভীর সংলগ্ন ও আচার্য্যের দাঁড়াইবার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। হজরতের জীবিতাবস্থায় মিম্বর নির্ম্মিত হওয়ার পূর্ব্বে যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া খোৎবা পাঠ করা হইত, এই স্তম্ভ সেই স্থানে।

২য় স্তম্ভ—উস্তওয়ানায়ে আয়শা।—ইহাকে উস্তওয়ানুল কোরাহ্‌ 'ও উস্তওয়ানুল মহাজ্জেরীন' ও বলা হয়। এই স্তম্ভ হজরতের সাধন ও বিশ্রাম-কুটীরের (হোজ্‌রার) দিকে স্থাপিত।

কেব্‌লা পরিবর্ত্তনের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত এই স্তম্ভের দিকেই নামাজ আদায় হইত। অতঃপর বর্ত্তমান সময় যে স্থানে মেহ্‌রাবে নবভী বিরাজমান, তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

৩য় স্তম্ভ—উস্তওয়ানায়ে তওবা।—মিম্বরের দিকে স্থাপিত। ইহা 'উস্তওয়ানায়ে আবি-লাবাবা' নামেও অভিহিত হয়। আবি-লাবাবা একজন আন্সার ছিলেন। তিনি করীতা সম্প্রদায়কে মিথ্যা ভয় প্রদর্শনে প্রতারিত করিয়াছিলেন। সেই পাপ ভয়ে তিনি ভীত হইয়া স্বহস্তে এই স্তম্ভের সহিত সংবদ্ধ হইয়া রোদন করিতে করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন,—'আমার পাপ মার্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু স্পর্শ করিব না এবং এই বন্ধন-বিমুক্ত হইব না।' তখন এই আয়াৎ অবতীর্ণ হইয়াছিল ; —"হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সহিত প্রতারণা করিও না।" ঈশ্বরাদেশে তাঁহার পাপ ক্ষমা হয় ; হজরত স্বহস্তে তাঁহার বন্ধন মোচন করেন। এই স্তম্ভ ও হজরতের সমাধি-সৌধের মধ্যে বিংশতি গজ দূরত্ব।

৪র্থ স্তম্ভ—**উস্তওয়ানায়ে সরীর**।—ইহার পার্শ্বে বসিয়া হজরত **এ'তে-কাফ** (ব্রত বিশেষ) করিতেন।

৫ম স্তম্ভ—**উস্তওয়ানায়ে মোহ্‌রস**।—ইহাকে 'উস্তওয়ানায়ে আলী'ও বলা হয়।—মহাত্মা আলী এই স্তম্ভের পার্শ্বে বসিয়া নামাজ পড়িতেন এবং রজনীতে হজরতের প্রহরীর কার্য্য করিতেন।

৬ষ্ঠ স্তম্ভ—**উস্তওয়ানুল ওয়াফুদা**।—ইহা 'উস্তওয়ানায়ে মোহ্‌রসের' পশ্চাদ্ভাগে—দক্ষিণদিকে স্থাপিত। কোনও স্থান হইতে কেহ হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, হজরত এই স্তম্ভের বুকে উপবেশন করিয়া অভ্যাগতদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ আপ্যায়ন করিতেন।

৭ম স্তম্ভ—**উস্তওয়ানায়ে মর্‌বা-আতুল বাইর**।—ইহাকে 'মোকামে জেব্‌রীল'ও বলা হয়। হজরত জেব্‌রীল প্রায়শঃই এই স্থানে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করিতেন।

৮ম স্তম্ভ—**উস্তওয়ানায়ে তাহাজ্জদ**।—ইহা হজরত ফাতেমা দেবীর সাধন-কুটীরের পশ্চাদ্ভাগে—দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। হজরত এই স্তম্ভের পার্শ্বে **তাহাজ্জদ*** নামাজ পড়িতেন বলিয়াই ইহার এই নাম হইয়াছে।

সুফ্‌ফা ও আস্‌হাবে সুফ্‌ফা।

কাজী আয়াজ বলেন,—**সুফ্‌ফা** এক ছায়া-বিশিষ্ট স্থান। ইহা মস্‌জেদে নবভীর পাদদেশে অবস্থিত। এই স্থানে দরিদ্র সহচর ও অতিথিগণ অবস্থিতি করিত বলিয়া ইহার 'সুফ্‌ফা' নাম-করণ

---

* **তাহাজ্জদ**—নৈশ-উপাসনা বিশেষ।

হইয়াছে। **আস্‌হাবে সুফ্‌ফা**, দীনাতিদীন ছায়াশ্রিত সহচরগণের সাধারণ নাম। দরিদ্র সহচরগণ ক্ষুন্নিবৃত্তিতে অক্ষম হইয়া হজরতের প্রাসাদের দ্বারদেশে পড়িয়া থাকিতেন। হজরত তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত ও প্রবোধ দান করিতেন। কাহাকেও বা অবস্থাপন্ন সহচরদিগের নিকট দিতেন এবং কাহাকে আপন দলভুক্ত করিয়া অতিথি সৎকার করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে যে সমুদয় **দান**, (সদ্‌কা) আসিত, তাহা 'আস্‌হাবে সুফ্‌ফা' দিগকে বিতরণ করিতেন। **উপঢৌকন, নজর** প্রভৃতির অংশও ইঁহাদিগকে দেওয়া হইত।

মহানুভব আবূহোরেরা বলেন—(তখন তিনিও এই সুফ্‌ফা-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন,)—"আমি আস্‌হাবে সুফ্‌ফায় সপ্ততি জন লোক দেখিয়াছি। ইহাদের এক পায়জামা ভিন্ন আর কিছুই পরিধেয় ছিল না। এই পায়জামাও হাফ্‌ পেণ্টের মত ছিল।"

মহানুভব আবূহোরেরা আরও বলেন,—"প্রায়শঃই ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া পেটে প্রস্তর বাঁধিতাম; ক্রমশঃ অচৈতন্য হইয়া পড়িতাম। এমন কি, এই অবস্থায় এক দিবস পথে পড়িয়াছিলাম।' তখন আবূবাকর সিদ্দিক এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। আমি "**কোর্‌-আন-শরীফের**" আয়াৎ আবৃত্তি করিয়া তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই। তৎপর হজরত পদার্পণ করিলেন; তিনি আমার এহেন শোচনীয়াবস্থা দর্শনে হাসিয়া তদীয় অনুসরণ করিতে সঙ্কেত করিলেন। আমি হজরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার বিরাম-কুটীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলাম। কোনও ব্যক্তি হজরতের জন্য দুগ্ধ উপহার আনিয়াছিলেন।' হজরত আমাকে বলিলেন,—"যাও, আস্‌হাব সুফ্‌ফাদিগকে ডাকিয়া আন।" এতচ্ছ্রবণে আমি স্বগত বলিতেছিলাম,—"ইহাতে দুগ্ধই বা কত, আবার আস্‌হাব

সুফ্‌ফাদিগকেও ডাকিতে বলিতেছেন! তাহা যদি আমাকে দেওয়া হইত, তবে পান করিয়া কথঞ্চিৎ জঠরজ্বালা নিবারণ করিতাম!” আস্‌হাব সুফ্‌ফাগণ আসিয়া সারি সারি বসিলে হজরত আমাকে সেই দুগ্ধ বণ্টন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। সকলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ পানে পরিতৃপ্ত হইল; কিন্তু তবুও দুগ্ধ ভাণ্ড পূর্ণ রহিল। এতদ্দর্শনে আমি অবাক হইয়া ভাণ্ডটি হজরতের সম্মুখ-ভাগে রাখিয়া দিলাম। হজরত মৃদু হাস্যে বলিলেন,—আবূহোরেরা, এখন তুমি আর আমি বাকী; আইস, বসিয়া পড়। তোমার যেরূপ ক্ষুধা পাইয়াছে, উদর ভরিয়া পান কর।” দুগ্ধপানে আমি পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। তারপর হজরত পান করিলেন।”

আন্সারগণ স্ব স্ব বাগান হইতে খোর্ম্মাফলের ছড়া আনিয়া মস্‌জেদে দোলাইয়া রাখিতেন। আস্‌হাব সুফ্‌ফাগণ মহানন্দে ঐ গুলি ভক্ষণ করিতেন।

হজরেতর বিশ্রাম নিকেতন।

মস্‌জেদ প্রস্তুত করিবার সময়ে হজরত তদীয় দুইটি আবাস-হোজ্‌রারও ভিত্তি-স্থাপন করেন। তখন হজরতের মাত্র দুই বিবী ছিলেন,—বিবী সৌদা দেবী ও বিবী আয়শা দেবী। অতঃপর সহধর্ম্মিণীর সংখ্যাধিক্য হইলে তিনি পূর্ব্বমত মস্‌জেদের সন্নিকটে কুটীর নির্ম্মাণ করেন। মস্‌জেদের সংলগ্ন হারেছা বেন্নে নোমানের কয়খানি ঘর ছিল। তাহাও হজরতকে প্রদান করা হয়। হজরতের প্রত্যেক কুটীরের দ্বারদেশে কম্বল দোলাইয়া রাখা হইত। পশ্চিমদিক ভিন্ন

মস্‌জেদের চতুষ্পার্শ্বেই **হজরতের কুটীর** ছিল। কোন কোন কুটীর কাঁচা ইষ্টকে নির্ম্মিত ছিল এবং প্রত্যেক কুটীরে এক খণ্ড স্থান সাধনার জন্য রাখা হইত। প্রতি কুটীরের দ্বার মস্‌জেদ-অভিমুখী ছিল। কুটীরগুলি মানুষের উচ্চতা পরিমাণ হইতে এক হাত উচ্চতর ছিল। জগজ্জননী হজরত ফাতেমা দেবীর গোরস্থান আজ কাল যে স্থানে অবস্থিত, সে স্থানেই তাঁহার সাধন-কুটীর ছিল।

দ্বার-পরিবর্ত্তন।

প্রথম বহু সহচরের গৃহ-দ্বার ও পথ মস্‌জেদের দিকে ছিল। খোদাতা-আলার অনুমত্যনুসারে হজরত সেই সমুদায় রাস্তা ও দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ করেন; কিন্তু মহাত্মা আবূ বাকর সিদ্দিকের গৃহদ্বার পূর্ব্ববৎ রাখিতে বলেন। ইহাতে সকলেই বলিল—"হজরত আমাদের প্রাসাদ-দ্বার পরিবর্ত্তনের আদেশ দিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধেত কিছু বলিলেন না।" এতচ্ছ্রবণে হজরত উত্তর করিলেন,—"আমি স্বেচ্ছায় কিছু করি নাই; পরমেশ্বরের যাহা অভিরুচি, তাহাই করিয়াছি।"

মহাত্মা উমর নিবেদন করিলেন,—"হুজুরের অনুমতি পাইলে, আমার প্রাসাদে একটি ছিদ্র রাখি। উহা দিয়া আপনার মস্‌জেদে শুভাগমন দেখিতে পারিব।" হজরত বলিলেন,—"ইহাতে আমার হাত নাই।"

শেখ এবে হাজর আস্‌কেলানী **শরহে সহীহ্ বোখারীতে** সা-আদ বেন্নে ওয়াকাস্ প্রমুখাৎ বর্ণন করেন,—"মহাত্মা আলীর গৃহ-দ্বার ব্যতীত হজরত সকলেরই গৃহ-দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ করিলে, সকলেই সমবেত হইয়া হজরতের নিকট বলেন যে, "মহানুভব আলী ভিন্ন আমাদের

গৃহদ্বার বন্ধ করিতে আদেশ দিতেছেন কেন?" তাহাতে হজরত প্রবোধ বচনে উত্তর করিলেন,—"প্রিয় সহচরগণ! তোমাদের দ্বার আমার ইচ্ছায় খোলাও ছিলনা, এবং বন্ধও হইতেছে না।" যাহা হউক, এইরূপে মস্‌জেদাভিমুখী দ্বার সমুদায় বন্ধ হইয়া গেল।

মস্‌জেদে নবভীর পরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা উমর মস্‌জেদে নবভী পরিবর্দ্ধিত করেন। প্রথম খলিফা আবূবাকর সিদ্দিকের সময় মস্‌জেদের খেজুরের স্তম্ভ কয়টি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; কিন্তু নানা বিভ্রাটে অনবসর বশতঃ তিনি ঐ সমুদায় পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

মহাত্মা উমর সপ্তদশ হিজরীতে কেব্‌লার দিকে ও পশ্চিম দিকে মস্‌জেদের আয়তন বর্দ্ধিত করেন। হজরতের সহধর্ম্মিণীদিগের প্রাসাদ ছিল বলিয়া পূর্ব্ব দিক পূর্ব্ববৎ রাখা হয়। মস্‌জেদ উত্তর দক্ষিণে ১৪০ গজ দীর্ঘ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ১২০ গজ প্রস্থ হয়। মহানুভব আব্বাস আপন গৃহ স্থান মস্‌জেদে সংলগ্ন করিতে দেন। জা-আফর বেন্নে আবিতালেবের এক খণ্ড ভূমির অর্দ্ধেকও এক লক্ষ দেরহামে গ্রহণ করিয়া মস্‌জেদে পরিণত করা হয়। অবশিষ্ট অর্দ্ধেক ভাগ ভূমি তৃতীয় খলিফা উস্‌মানের সময়ে মস্‌জেদের সীমাভুক্ত হয়।

হজরত উমর মস্‌জেদের সংলগ্ন পূর্ব্ব দিকে লোকের বাক্যালাপ ও কবিতা-গাথা ইত্যাদি পড়িবার জন্য এক স্বতন্ত্র স্থান প্রস্তুত করেন।

তৃতীয় খলিফার মস্‌জেদ সংস্কার।

তৃতীয় খলিফা উস্‌মানও মস্‌জেদের কলেবর বৃদ্ধি করেন। তৎকর্ত্তৃক মস্‌জেদের স্তম্ভ ও প্রাচীরও বিবিধ ফুল-লতাঙ্কিত প্রস্তরে সজ্জিত এবং সাজ্জ বৃক্ষের ছাদ দেওয়া হয়। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় বারের স্তম্ভ ফেলিয়া দিয়া তৎস্থলে লৌহ সীসা দ্বারা সুন্দর ও সুদৃঢ় স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া দেন। হিজরী ২৯ সনের—৬৫১ খৃষ্টাব্দের রবিউল আওয়ালে কার্য্যারম্ভ হইয়া ৩০ হিজরী মহরম মাসে শেষ হয়। এই কার্য্য দশ মাস চলিতে থাকে।

মস্‌জেদে লোকের স্থান সংকুলন হইতনা বলিয়াই এইবার মস্‌জেদের বৃদ্ধি ও সংস্কার করা হইয়াছিল।

মস্‌জেদের তৃতীয়বার পরিবর্দ্ধন ও সংস্কার।

দামেস্কের উম্মিয়া বংশীয় খলিফা প্রথম অলীদ তৃতীয়বার মস্‌জেদের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন। এই সময় মদিনায় তদীয় প্রতিনিধি ছিলেন উমর বেন্নে আবদুল আজিজ। খলিফা অলিদ উমরকে লিখিলেন ;—"মস্‌জেদের পার্শ্বে কাহারও গৃহ থাকিলে তাহা ক্রয় করিয়া লইও। যাহারা অস্বীকৃত হইবে, তাহাদের গৃহ ভাঙ্গিয়া দিয়া মূল্য দিও। ইহাতেও তাহারা অসম্মত হইলে বলপূর্ব্বক গৃহ স্থান গ্রহণ করিয়া তাহার উচিত মূল্য দরিদ্র ভিখারীদিগকে বিতরণ করিয়া দিবে। হজরতের সহধর্ম্মিণীদিগের প্রাসাদভূমিও মস্‌জেদের সংলগ্ন করিও।"

উমর খলিফা অলীদের আদেশ মত কার্য্য করেন। যেদিন হজরতের সহধর্ম্মিণীগণের গৃহাদি ভূমিসাৎ করিয়া মস্‌জেদে পরিণত করা হয়, সে দিন যেন এক মহাপ্রলয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। এখানে সেই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া কাজ নাই।*

মস্‌জেদ এরূপ অভিনব প্রণালীতে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইলে খলিফা অলীদ হজ্জ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া মদিনা-নগরীতে আগমন করেন। তখন জগন্মাতা হজরত ফাতেমা দেবীর গৃহাদি মস্‌জেদের নিকট পূর্ব্বাবস্থায় বিরাজমান ছিল। এতদ্দর্শনে খলিফা ক্রোধান্বিত হইয়া উমরকে বলিয়াছিলেন—"তুমি ইঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া ইঁহাদের প্রাসাদাদি আজিও মস্‌জেদে সংলগ্ন কর নাই কেন? পুনরায় ইঁহাদিগকে এই স্থানে দেখি, আমার এরূপ ইচ্ছা ছিল না।"

এই সময়ে ইমাম হুসাইনের কন্যারত্ন বিবী ফাতেমা এবং তদীয় পরিবারবর্গ তথায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা পিতৃভবন পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হয়েন। খলিফা অলীদ তাহাতে আদেশ করেন,—"তাঁহারা স্বেচ্ছায় স্থান ত্যাগ না করিলে প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।" খলিফার এই আদেশে তদীয় লোকজন বলপূর্ব্বক গৃহ হইতে তাঁহাদের জিনীসাদি বাহির করিতে থাকে। তাঁহারাও অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া এই প্রিয় স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

খলিফা অলীদের সময় মস্‌জেদের দৈর্ঘ্য ২০০ শত গজ ও প্রস্থ ১৬৬ গজ ছিল। তিনি উহার ছাদ প্রাচীর ও স্তম্ভাদি দুর্মূল্য প্রস্তর দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া উহাকে অতুল সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন। তুরস্কের

* মহাত্মা সাইদ বেন্নে মসীব বলেন,—"হজরতের তিরোধানের পর তদীয় কুটীরের অবস্থা দর্শনে তাঁহার শিষ্যগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে ইহপরকালের সম্রাট্ কিরূপ ভাবে ও কিরূপ কুটীরে জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন।"

তদানীন্তন সম্রাটের নিকট খলিফা অলীদ কারিগর চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সম্রাট্ অশীতি সহস্র দিনার ও ঝাড় ফানুস ইত্যাদিসহ চারি সহস্র রোমীয় কারিগর এবং চারি সহস্র কব্‌তী কারিগর পাঠাইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কখনও এই মস্‌জেদ ঐরূপ সৌষ্ঠব বিশিষ্ট ও সুসজ্জিত হয় নাই। হিজরী ৮৮ সনে—৭১০ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্যারম্ভ হইয়া ৯১ সনে—৭১১ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। তিন বৎসর মস্‌জেদের কার্য্য হয়। মস্‌জেদের চারি কোণে চারিটি **মিনারা** নির্ম্মিত হইয়াছিল। খলিফা অলীদ মস্‌জেদে জানাজা পড়িতে নিষেধ করেন।

চতুর্থবার মস্‌জেদ সংস্কার।

আব্বাস বংশীয় খলিফা মেহ্‌দী ৪র্থ বার মস্‌জেদের কলেবর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করেন। উত্তরদিকে স্তম্ভ সংখ্যা আরো বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু খলিফা অলীদের কৃত সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্য পূর্ব্ববৎ অটুট থাকে। এই ঘটনা হিজরী ১৬১ সনে—৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

পঞ্চমবার মস্‌জেদ সংস্কার।

খলিফা মেহ্‌দীর পর **খলিফা মামূন** মস্‌জেদে নবভী পরিবর্দ্ধিত করেন। মতান্তরে দেখা যায়, খলিফা মামূন কর্ত্তৃক হিজরী ২০২ সনে—৮১৭ খৃষ্টাব্দে এই মস্‌জেদ সংস্কৃত হয়।

ষষ্ঠবার মস্‌জেদ সংস্কার।

হিজরী ৮৮৮ সনে (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) মিসরের সম্রাট্ মালেক কাতীবা মস্‌জেদের কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করেন। তিনি মস্‌জেদের ফর্শ পূর্ব্ব মতই রাখিয়াছিলেন।

সপ্তমবার মস্‌জেদ সংস্কার।

তুরস্কের সুলতান আবদুল মজিদ খান্ হিজরী ১২৬৬ সনে (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে) পুনরায় মস্‌জেদের সংস্কার আরম্ভ করেন। ৫ কোটী মুদ্রা ব্যয়ে দ্বাদশ বর্ষে এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তিনি উহাকে অতিশয় সুন্দর কারুকার্য্য খচিত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এরূপ সুচারু কার্য্য আর কখনও হয় নাই। কোব্বা প্রভৃতি সীসার উড়নী দ্বারা এবং স্তম্ভ ও দ্বারগুলি স্বর্ণ দ্বারা বিমণ্ডিত হইয়াছে। দুর্মূল্য মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা মস্‌জেদের ফর্শ প্রস্তুত করা হইয়াছে। বাবে জেবরীলের (একটি দ্বার) বহির্ভাগস্থ ভিখারী ও অতিথিগণের বসিবার স্থানে ও মর্ম্মর প্রস্তরের ফর্শ দেওয়া হইয়াছে। মস্‌জেদের বারেণ্ডায় (হারমে) চারিটি দ্বার ছিল, তিনি আরও একটি দ্বার বৃদ্ধি করিয়া দিয়া স্বীয় নামানুসারে উহার **বাবে মজিদী** নামকরণ করিয়াছেন। উহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়। ঝাড় ফানুসাদির আলোকে অন্ধকার রজনীও দিনের মত বোধ হয়। সুলতান এই মস্‌জেদ ব্যতীত এ সময়ে আরও অনেক কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন।

মস্‌জেদে নবভীর মাহাত্ম্য।

সহীহ্ বোখারীতে (হাদিস গ্রন্থে) লিখিত আছে;—"হজরত বলিয়াছেন,—আমার এই মস্‌জেদে একবার উপাসনা অন্যান্য মস্‌জেদের সহস্র বার উপাসনা হইতে উত্তম——মস্‌জেদে হারাম (কাবা-মন্দির) ভিন্ন।"

"মোস্লেমে" (হাদিস গ্রন্থেও) এই হাসিদের উল্লেখ আছে। কিন্তু উহাতে আরও কিঞ্চিৎ অধিক পরিদৃষ্ট হয়; যথা—"কেননা, আমি শেষ প্রেরিত, আমার মস্‌জেদও শেষ মস্‌জেদ।"

"তেব্‌রানী মো-অজ্জম কবীরে" ছেকাব হইতে বর্ণিত আছে,—"হজরতের সমীপে আরকাম উপনীত হইয়া বয়তুল মোকাদ্দসে যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করেন। হজরত বলেন,——"বয়তুল মোকাদ্দস যাইবে কেন? বাণিজ্য করিবার সঙ্কল্পে কি?" আরকাম উত্তর করেন,——"না, হজরত! বাণিজ্যের জন্য নয়; তথায় গিয়া উপাসনা করিব।" হজরত বলিলেন,——"আমার এই মস্‌জেদে একবারের উপাসনা সেই মস্‌জেদের সহস্র বারের উপাসনার সমতুল্য'।"

অপর এক হাদিসে আছে——"মস্‌জেদে হারামের এক সময়ের উপাসনা লক্ষ উপাসনার সমান; আমার মস্‌জেদের এক বারের উপাসনা সহস্র উপাসনার সমতুল্য; বয়তুল মোকাদ্দসের একবারের উপাসনা পাঁচ শত বার উপাসনার সমান।"

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত আছে,——"যে ব্যক্তি আমার এই মস্‌জেদে চত্বারিংশৎ দিবস উপাসনা করিবে, সেই ব্যক্তি নরকের অগ্নি ও পরকালের শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে।"

হজরত আরও বলিয়াছেন,– "আমার এই মস্‌জেদে যে ব্যক্তি সৎ কথা বলিবে বা শুনিবে, তাহার বহু পুণ্য লেখা যাইবে।"

"যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইয়া আমার মস্‌জেদে উপাসনা করিতে আসিবে, তাহার হজ্জ তুল্য পুণ্য লেখা যাইবে।"

স্বর্গীয় উদ্যান।

(রওজাতুন্ মিনরেয়াজিল জিন্নাত)

হজরত বলিয়াছেন,—"আমার প্রাসাদ ও বেদীর মধ্যস্থলে একটি স্বর্গীয় উদ্যান (বেহেস্তের একাংশ) আছে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,——"আমার বেদীর নিম্নে নিশ্চয় এক উদ্যান আছে, স্বর্গের উদ্যানাদির মত।"

কাবা-মন্দিরে **হাজ্জরে আস্‌ওয়াদ ও মোকামে ইব্‌রাহীম** * যেমন স্বর্গীয় প্রস্তরদ্বয়, তেমন হজরতের প্রাসাদ ও মস্‌জেদে নবভীর বেদীর মধ্যস্থলও স্বর্গের এক অংশ বিশেষ। মহাপ্রলয়ের দিবস এই স্থান এবং হাজ্জরে আস্‌ওয়াদ ও মোকামে ইব্‌রাহীম অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শেষ বিচারের দিবস উহা সকলের সম্মুখীন হইবে।

হজরতের সমাধি-সৌধ।

আয়শা দেবীর খর্জ্জুর কুটীরে হজরতকে সমাধিস্থ করা হয়। তখনও আয়শা দেবী সেই গৃহেই বাস করিতেন। গোরস্থান ও দেবীর শয়ন স্থানের মধ্যে কোনও পর্দ্দা বা প্রাচীর ছল না। যখন সকলে দলে

---

* "মক্কা-শরীফের ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।

দলে হজরতের সমাধি-মন্দিরের মৃত্তিকা লইতে ও তাহা পরিদর্শন (জেয়ারত) করিতে আসিতে লাগিল, তখন তাঁহার শয়ন কক্ষ ও সমাধির মধ্যে এক প্রাচীর দেওয়া হয়।

মস্‌জেদ সংস্কার করিবার সময় খলিফা উমর কাঁচা ইষ্টক দ্বারা হজরতের সমাধি-সৌধও নির্ম্মাণ করেন।

খলিফা অলীদের আদেশে উমর বেন্নে আবদুল আজিজ হজরতের **সমাধি-মন্দির** কারুকার্য্য-খচিত করিয়া দেন।

হিজরী ৫৫০ সালে **জামালদ্দিন এস্কেহানী** সমাধি-মন্দিরে সদল (আরবের সুগন্ধি বৃক্ষ বিশেষ) বৃক্ষের রেলিং দেন। এই সময় মিসর প্রদেশের মন্ত্রী **এবে আবিল** সমাধি আবৃত করিবার জন্য দেবার (নগর বিশেষ) এক **গেলাফ** (শুভ্র উড়ানী) প্রেরণ করেন। উহাতে লাল রেশমের ফুল লতা অঙ্কিত এবং কোর-আন-শরীফের **সুরে ইয়াছিন** বিলিখিত ছিল। বাগ্‌দাদের তৎকালিক খলিফা **মোস্তাফী বিল্লার** অনুমতি গ্রহণে এই চাদরে সমাধি-সৌধ আবৃত করা হয়। সেই হইতে এই নিয়ম হইয়াছে, মিসর প্রদেশের প্রত্যেক সম্রাটের অভিষেকের সময় একখানি করিয়া গেলাফ প্রদান করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে তুরস্কের মহামান্য সুলতানগণ এই প্রথা প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

তুরস্কের সুলতান সুলেমান খান্ মস্‌জেদের সংলগ্ন "রওজায়ে মিন রেয়াজিল জিন্নাতে" রেখাম প্রস্তরের ফর্শ প্রস্তুত করিয়া দেন এবং উহার পার্শ্বদেশে এক নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন।

রওজা শরীফের গেলাফ।

৪৭ বৎসর পরে রওজা শরীফের গেলাফ বা আবরণ পরিবর্ত্তন করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইং ১৯১১ সালে মদিনা মনুওরার রেলওয়ে ষ্টেশনে কনষ্টান্টিনোপল হইতে শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের সমাধি-মন্দিরের আবরণাদি পঁহুচিয়াছে। দ্বিতীয় দিবস মহা সমারোহের সহিত মিছিল করিয়া ২২টি সিন্দুক পরিপূর্ণ আবরণাদি রওজা শরীফে পঁহুচান হয়। সুলতান আবদুল মজিদের সময় যে গেলাফ চড়ান হইয়াছিল সেই গেলাফ এতদিন পরে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান গেলাফের সিন্দুক সমূহ ২২ বৎসর পূর্ব্বে রওজা শরীফে প্রেরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু রাজ-কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, মহামান্য সুলতানের পিতা রওজা শরীফে গেলাফ প্রেরণের পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং সুলতানের তাহা এখন প্রেরণ করা সঙ্গত নহে। এই বাধা পরম্পরায় এতদিন ধরিয়া তোষাখানা বা ভাণ্ডার খানাতে সিন্দুক সমূহ পড়িয়াছিল। সম্প্রতি তাহা রাজদরবারের দুইজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর দ্বারা পবিত্র মদিনা শরীফে প্রেরিত হইয়াছে।

হজরতের সমাধি-সৌধ খনন চেষ্টা।

হিজরী ৫৫৭ সনে সিরিয়ার সুলতান নূরুদ্দিন শহীদ মাহ্‌মুদ বেন্নে জঙ্গী এক রজনীতে হজরতকে তিনবার স্বপ্নে দেখেন। হজরত সুলতানকে দুইটি লোক দেখাইয়া বলিতেছিলেন—"তুমি এই দুই শত্রু হইতে আমাকে রক্ষা কর।" এইরূপ স্বপ্ন উপর্য্যুপরি তিনবার দেখিয়া সুলতান ব্যস্তসমস্ত হইলেন এবং পাত্র মিত্রসহ ষোড়শ দিবসে মদিনায় উপনীত হইয়া স্বপ্ন কথিত পাপিষ্ঠদ্বয়ের অন্বেষণ

করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্তদিগকে ধরিবার উদ্দেশ্যে নাগরিকদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের মধ্যে অনেক ধন বিতরণ করেন; কিন্তু উপস্থিতদিগের মধ্যে উক্ত দুই ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন না। সকলই পণ্ডশ্রম হইতেছে দেখিয়া সুলতান নগরবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ——"তোমাদের সকলেই কি এখানে উপস্থিত আছ?" একব্যক্তি উত্তর করিল,——"এই বিরাট সভা-মণ্ডপে নগরের সমুদায় লোকই যোগদান করিয়াছেন, কিন্তু দুই জন ঋষি-কল্প ব্যক্তি আগমন করেন নাই। তাঁহারা দিবা রাত্রি কেবল তপ-জপ ও সাধনা আরাধনাতেই নিরত থাকেন; কস্মিনকালেও স্বস্থান ত্যাগ করেন না। তাঁহারা পুণ্যবান, দাতা, দয়ালু ও বিনম্র।" এতচ্ছ্রবণে সুলতান সেই তপস্বীদ্বয়কে তৎসমীপে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা সভায় আসিতে সম্মত হইলেন না; কিন্তু তৎসম্মুখে অনীত হইলে সুলতান তাহাদিগকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন;—"ঠিক, এই দুই ব্যক্তিই।"

অনন্তর সুলতান সেই ব্যক্তিদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তাহাদের সাধন-কুটীরে প্রবেশ করিলেন। কুটীরের একদিকে দুইখানি কোর্-আন-শরীফ ও অপর কতিপয় গ্রন্থ এবং অন্য দিকে বিবিধ জিনীসাদি সংস্থাপিত ছিল। তাহারা এই জিনীসগুলি ও অর্থরাশি নগরের দীনহীন ভিখারীদিগকে বিতরণ করিত। তাহাদের শয্যা একখানি চাটাই মাত্র ছিল। সেই চাটাই উত্তোলন করিবা মাত্র দেখা গেল যে, উহার নিম্নে হজরতের সমাধি-সৌধের দিকে এক প্রকাণ্ড সুরঙ্গ ও অপর দিকে একটি কূপ রহিয়াছে। এই কূপে সেই সুরঙ্গের মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হইত। *

পাপিষ্ঠদ্বয় ধৃত হইলে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই দুই দুরাত্মা খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। হেজাজ প্রদেশের খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায় বহুল

* মতান্তরে সুরঙ্গের মৃত্তিকা রজনীযোগে নগরের বাহিরে নিক্ষেপ করা হইত।

ধন রত্ন সঙ্গে দিয়া ইহাদিগকে হজ্বরতের সমাধি-মন্দির বিনষ্ট করিবার জন্য মদিনায় প্রেরণ করিয়াছিল। যে রজনীতে সমাধির নিকট পর্য্যন্ত সুরঙ্গ খনন করা হয়, সেই রাত্রে অতিশয় বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ হয়। ক্ষণে ক্ষণেই ভূমিকম্প হইতেছিল। এই দিবসই মিসরের সুলতান মদিনায় আসিয়া উপনীত হন। পিশাচদ্বয়ের প্রাণ সংহার করিয়া অগ্নিতে দগ্ধিভূত করা হয় এবং সুরঙ্গ সীসা বিগলিত করিয়া পরিপূর্ণ করা হয়।

দ্বিতীয়বার সমাধি খনন চেষ্টা।

এব্নে নাজ্জার বাগ্দাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—মিসরের নরপতিকে কতিপয় দুষ্টলোক কু-মন্ত্রণা দ্বারা উত্তেজিত করে যে,——"শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের এবং মহাত্মা আবূবাকর সিদ্দিক ও মহাত্মা উমর ফারুকের সমাধি-সৌধ উঠাইয়া মিসরে আনিলে এক মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। তাহা হইলে মদিনায় আর কেহ যাইবে না এবং এইখানেই জগতের লোক হজরতের রওজা জেয়ারত করিতে সমাগম করিবে।" মিসরের সম্রাট্ দুর্বুদ্ধিবশে এই পরামর্শ সমীচীন মনে করিয়া নগরে এক অতি সুন্দর প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন এবং আবূল ফতুহ্ নামক জনৈক ব্যক্তিতে মদিনা হইতে উক্ত সমাধি-মন্দিরগুলি আনয়ন করিতে প্রেরণ করেন।

এই বিসদৃশ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মদিনার জন সাধারণ আবাল বৃদ্ধ-বণিতা ক্ষিপ্তপ্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়া আবূল ফতুহ্কে বধ করিতে ধাবিত হয়; কিন্তু তখন মিসরের সম্রাটের তত্ত্বাবধানে মদিনা সংরক্ষিত ছিল বলিয়া তাহারা উহার হত্যা হইতে বিরত থাকে। এই দিবস রজনীতে এমনই ভীষণ বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল যে, নগরবাসিগণ মহাপ্রলয় ভাবিয়া ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি রবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে

অগত্যা আবূল ফতুহ্ সঙ্কল্প সাধনে অপারগ হইয়া হতাশ হৃদয়ে মিসরে প্রত্যাগমন করে।

তৃতীয়বার সমাধি খনন চেষ্টা।

মহব্বে তবরী রেয়াজে নাজারায় নিম্নোল্লিখিত ঘটনাটি বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।—হলবের একদল ইস্লামের আংশিক বিরোধী (রোওয়াফেজ) মদিনার প্রতিনিধিকে অর্থে বশীভূত করিয়া মহাত্মা আবূ বাকর সিদ্দিক ও মহাত্মা উমর ফারুকের পবিত্র সমাধি-মন্দির উঠাইয়া নিতে সচেষ্ট হয়। অর্থ-লোভে হতবুদ্ধি প্রতিনিধি সমাধির সেবাইতকে ডাকিয়া বলিয়া দেন,—"ইহারা যখন দ্বার খুলিতে বলিবে, তখন তুমি দ্বার খুলিয়া দিও। ইহারা যাহা করিবে, তাহাতে তুমি আপত্তি কিম্বা নিষেধ করিও না।"

উক্ত সেবাইত প্রমুখাৎ উক্ত আছে,—"নৈশ উপাসনার শেষে চল্লিশ জন লোক কোদালী, শায়ফল এবং প্রদীপ হাতে লইয়া বাবুস্ সালামে আসিয়া দাঁড়ায় এবং কপাট ঠুকিতে থাকে। আমি প্রতিনিধির আদেশ মত কপাট খুলিয়া দিয়া একদিকে বসিয়া রোদন করিতে থাকি। উহারা বেদীর নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র মৃত্তিকার উদরস্থ হয়। প্রতিনিধি নিকটেই উহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনেক বিলম্ব হইল দেখিয়া তিনি আমাকে ডাকিয়া অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা গোচরীভূত করিলাম। প্রতিনিধি আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না, স্বয়ং তথায় গিয়া ঘটনা দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। *

---

* মদিনার ঐতিহাসিকগণও ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সহ মনুদী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

(নবম সংখ্যক মস্‌জেদ।)

মস্‌জেদে কোব্বা।

বর্ণিত আছে, কোব্বা সম্প্রদায় হজরতের নিকট আগমন করিয়া একটি মস্‌জেদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। হজরত তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে যাইবার জন্য সহচরদিগকে তদীয় উষ্ট্রী নাকার উপর আরোহণ করিতে আদেশ করেন। প্রথম মহাত্মা আবূ বাকর নাকার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিলে নাকা অচল ভাবে বসিয়া থাকে। তৎপর মহাত্মা উমর আরোহণ করিলেন, নাকা এবারও পূর্ব্ববৎ বসিয়া থাকিল। অবশেষে মহাত্মা আলী রেকাবে চরণ স্থাপিত করিবা মাত্র উষ্ট্রী উঠিয়া চলিতে লাগিল। তখন হজরত আদেশ করিলেন,—"উহার লাগাম ছাড়িয়া দাও; তাড়না করিওনা। নাকা যে স্থানে স্বেচ্ছায় দাঁড়াইবে, সেই স্থানেই মস্‌জেদে কোব্বা স্থাপিত হইবে।" এইরূপ বলিয়া হজরত কোব্বা সম্প্রদায়কে প্রস্তর সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। হজরত স্বয়ং চতুষ্পার্শ্বের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া মস্‌জেদের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। উহাতে তদীয় প্রত্যেক সহচর অনুচর এক এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন করিতে আদিষ্ট হন।

মস্‌জেদে কোব্বার অপর এক নাম **মস্‌জেদে তাক্‌ওয়া**। ইমাম আহ্‌মদ (রাঃ) ধর্ম্মাত্মা আবূ হুরেবার প্রমুখাৎ বলেন, ——"এক দিবস কতিপয় ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া হজরতের সমীপে উপনীত হয়। হজরত তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন,——"যাও, তোমরা মস্‌জেদে তাক্‌ওয়ায় যাও।" হজরত, আবূ বাকর ও উমরের স্কন্ধোপরি দুই কর স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে গমন করিয়াছিলেন।"

সহীহ্‌ বোখারীতে (হাদিস) উল্লিখিত আছে,——হজরত সপ্তাহান্তে মস্‌জেদে কোব্বায় পদার্পণ করিতেন। এব্নেশীবা বলেন,——হজরত সোমবার দিবস তথায় পদার্পণ করিতেন।

মহাত্মা সা-আদ বলিয়াছেন,—রয়তুল মোকাদ্দসের দুই রাকাত নামাজ হইতে এই মস্‌জেদে কোব্বার দুই রাকাত নামাজ আমার নিকট প্রিয়তর। হজরত বলিয়াছেন,——"মস্‌জেদে কোব্বার উপাসনা **উমরার** তুল্য।"

এই মস্‌জেদ মদিনা-নগরীর দক্ষিণদিকের শেষ সীমায় অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৬৬ গজ।

ঐতিহাসিকগণ বলেন,—তৃতীয় খলিফা মহাত্মা উসমান গণী মিনারার দিকে উহা কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

উমর বেন্নে আবদুল আজিজ মস্‌জেদে নবভীর ন্যায় এই মস্‌জেদে কোব্বাও বিবিধ বেশ ভূষায় সুসজ্জিত করিয়া ছিলেন। তারপর কালক্রমে মস্‌জেদ জীর্ণ শীর্ণ হইলে সময় সময় সম্রাট্‌গণ উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। *

---

* মস্‌জেদে কোব্বার পার্শ্বে পূর্ব্বে তাঁহার একটি মিনারা ছিল। দীর্ঘকাল পরে উহা ভূমিস্যাৎ হইয়া যায়। হিজরী ৭০০ সাল পর্য্যন্ত উহার স্মৃতিচিহ্ন নয়নগোচর হইত। এখন সে স্থানে পাঁচ হাত পরিমিত ত্রিশূলাকৃতি এক **চৌবাচ্চা** বিরাজমান।

মস্‌জেদে জারার।

কতিপয় বিধর্ম্মী কাফের মস্‌জেদে কোব্বার অনুকরণে **মস্‌জেদে জারার** নির্ম্মাণ করে।

আবদুল্লা বেন্নে আব্বাস বর্ণনা করেন,—"আবূ আম নামক এক পাপিষ্ঠ মস্‌জেদে জারার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জনসাধারণকে বলে যে,—— "তোমরা মস্‌জেদে কোব্বার অনুকরণে এক মস্‌জেদ প্রস্তুত কর এবং মোহাম্মদের (দঃ) সহিত কৃত্রিম সদ্ভাব স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রলুব্ধ রাখ। ইতি মধ্যে আমি রোমের সম্রাটের নিকট হইতে একদল প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্য লইয়া আসিয়া তাঁহাকে সহচর অনুচরসহ এই স্থান হইতে সমূলে উৎপাটিত করিব।"——আবূ আমের পরামর্শ মত বক ধার্ম্মিকগণ একটি মস্‌জেদ প্রস্তুত করিয়া হজরতের নিকট প্রার্থনা করিল,—— "হজরত, একবার আমাদের মস্‌জেদে পদার্পণ করিলে মস্‌জেদ পবিত্র হয়।" হজরত তাহাদের প্রার্থনা পূরণার্থে গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় তাহাদের সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র ও ভণ্ডামী প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন, মস্‌জেদে কোব্বার স্থান **লীনা** নাম্নী এক রমণীর অধিকারভুক্ত ছিল। সেই রমণী তথায় এক গর্দ্দভ বাঁধিয়া রাখিত। এজন্য বিধর্ম্মিগণ এক আপত্তি উত্থাপিত করিল যে,—— "এই মস্‌জেদ গর্দ্দভের বাসস্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে; সুতরাং আমরা ইহাতে নামাজ পড়িব না। আমরা অপর এক মস্‌জেদ প্রস্তুত করিয়া উহাতে উপাসনা করিব। আবূ আমর প্রত্যাগমন করিয়া আমাদের আচার্য্যের কার্য্য করিবে।" *

* এই আবূ আমর কাফের ছিল। সে ঈশ্বর এবং তৎপ্রেরিত পুরুষ-প্রবর হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। সিরিয়ায় গিয়া সে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। এই অবস্থাতেই তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

তারপর ঈশ্বর ও তদীয় প্রেরিত পুরুষের আদেশে মস্‌জেদে জারার দগ্ধীভূত করা হয়।

তেব্‌রানী জনৈক পণ্ডিত প্রবরের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়াছেন,—"আমি মস্‌জেদে জারার খলিফা জাফর মন্‌সুরের সময় পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। উহা হইতে তখন ধূম নির্গত হইত।"

এখন উহার কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না।

মস্‌জেদে জুমা'।

এই মস্‌জেদে জুমা' মস্‌জেদে ওয়াদী এবং মস্‌জেদে আতকা বলিয়াও অভিহিত হয়। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, হজরত মক্কা হইতে মদিনাভিমুখে গমন করিয়া প্রথম কোব্বায় পহুঁচেন; তৎপর ঈশ্বরাদেশে শুক্রবার দিবস নগরীতে প্রবেশ করিয়া বনী-সালেম বেন্নে আফ সম্প্রদায়ের সীমা পর্য্যন্ত উপনীত হন। তখন বেলা দুই প্রহর হয়। হজরত সেই স্থানে জুমার নামাজ পড়েন। এজন্যই প্রথম প্রথম এই স্থানেই জুমার নামাজ পড়া হইত। এই স্থানের নিকটে নিম্নদিকে বনী সালেম বেন্নে আফ সম্প্রদায়ের আবাস স্থান বিরাজমান ছিল। এখনও তাহাদের প্রাসাদাদির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়।

"মস্‌জেদের পুরাতন প্রাচীর ভূমিষ্ঠ হইলে প্রায় ৯০০ হিজরীতে জনৈক পারস্যবাসী উহা পুনঃ প্রস্তুত করিয়া দেন। উহা উত্তর দক্ষিণে ২০ গজ দীর্ঘ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৬½ গজ প্রস্থ।

মস্‌জেদে ফাজিখ্‌।

মসজেদে ফাজিখ্ শাম্‌স্‌ নামে ও আখ্যাত হয়। এই ক্ষুদ্রায়তন মস্‌জেদ, মস্‌জেদে কোব্বার অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে স্থাপিত। ইহা এক উচ্চ স্থানে বিনা ছাদে কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান,—১১ গজ।

বনী-নাজীরের যুদ্ধের সময় হজরত এই স্থানে তিন দিবস অবস্থান এবং উপাসনা করিয়াছিলেন। সেই জন্য কিছুদিন পরে এই স্থানে মস্‌জেদ নির্ম্মিত হয়।

এব্নে শীবা ও এব্নে জুবালা বলেন,—"আবূ আইউব একদল আন্সার সহ এই মস্‌জেদের স্থানে ফাজিখ্ * সেবন করিতেছিল। এই সময় ফাজিখ্ সেবন নিষিদ্ধ হয় এবং ফাজিখ-ভাণ্ড চূর্ণীকৃত হয়। এই কারণেই এই মস্‌জেদের এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

মস্‌জেদে ফাজিখ্‌কে শাম্‌স্‌ বলিবারও একটা হেতুমূল পরিদৃষ্ট হয়। মস্‌জেদে ফাজিখ্ সেই স্থানের সমুদায় প্রাসাদ অপেক্ষা নিম্ন। সূর্য্য সর্ব্ব প্রথম এখানেই অস্তগত হয় বলিয়া উহা "শাম্‌স্‌" নামে অভিহিত হয়।

মস্‌জেদে করীজা।

এই মস্‌জেদ বাগানাদির বহির্ভাগের শেষ সীমায় "হুর্রাধে শর্‌কীয়ার" (স্থানের নাম) নিকট ও মসজেদে ফাজিখের পূর্ব্বদিকে স্থাপিত। হজরত যখন বনী-করীজার অভিযানে † যান, তখন তিনি এই স্থানে

* একপ্রকার মাদক দ্রব্য।

† বনী-করীজার অভিযান এইরূপ :—
খন্দক অভিযান হইতে মদিনায় প্রত্যাগত হইয়া হজরত স্নান করিতে ছিলেন, এম

কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তিনী এক বৃদ্ধার গৃহে এক সময়ের উপাসনা করিয়াছিলেন। খলিফা অলীদ সেই বৃদ্ধার গৃহখানিও মস্‌জেদে সংলগ্ন করেন। বর্ত্তমান সময় এই মস্‌জেদ উত্তর দক্ষিণে ৪৪ গজ দীর্ঘ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪৩ গজ প্রস্থ।

মস্‌জেদে মশরেবা।

এই মস্‌জেদ-স্থলে হজরত নামাজ পড়িয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই স্থানে হজরতের সহধর্ম্মিণী দেবী মারিয়া কব্‌তীয়ার এক উদ্যান ছিল এবং সাহেবজাদা ইব্‌রাহীম এখানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। হজরত এখানকার কতকটা ভূমি দীন দরিদ্রের জন্য ওয়াক্‌ফ (দান) করিয়াছিলেন।

সময়ে জেব্‌রীল ধূলি লুণ্ঠিত যুদ্ধসাজে হজরতের সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিলেন,—"হজরত, এখনও স্বর্গীয় দূতগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। ঈশ্বরের আদেশ ;—এখনই বনী-করীজায় উপস্থিত হউন! আমি তথায় যাইতেছি। তাহাদিগকে বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট করিতে হইবে।"

এতচ্ছ্রবণে হজরত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সহচর বেলালকে আদেশ করিলেন,—"তুমি প্রত্যেক গলিতে উচ্চৈস্বরে বলিয়া আইস,—"যে ঈশ্বরের অনুগত এবং তাঁহার আদেশ পালক, সে যেন বনী-করীজায় গিয়া আসরের নামাজ পড়ে।"

পঞ্চবিংশতি দিবস এই অভিযান ছিল। তারপর জয়মাল্য ইস্লামের গলে পরিশোভিত হইলে বনী-করীজার সর্ব্ব প্রধান নেতা সা-আদ বেন্নে মা-আজের প্রতি তদীয় সম্প্রদায়ের বিচার ভার ন্যস্ত করা হয়। তিনি আদেশ করেন যে,—"উহাদিগকে হত্যা করা হউক ; উহাদের স্ত্রী পুত্রাদি দাসত্বে আবদ্ধ থাকুক ও তাহাদের জিনীসাদি মুসলমানদিগের মধ্যে বিতরিত হউক।"

এই অভিযানে ৬০০ শত ঈহুদীর প্রাণনাশ হইয়াছিল। ইহাতে ঈহুদী সম্প্রদায় একরূপ সমূলোৎপাটিত হয়।

এই মস্‌জেদ মস্‌জেদে বনী-করীজার উত্তরদিকে,—খোর্ম্মা বাগের মধ্যে উন্মুক্ত ছাদে চারি প্রাচীরে স্থাপিত। ইহা উত্তর দক্ষিণে ১১ গজ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৪ গজ।

মস্‌জেদে বনী জফর।

ইহা বর্ত্তমান সময়ে মস্‌জেদে বোল্লা নামে কথিত হয়। সাধারণ্যে ইহা 'সুফরায়ে পায়গাম্বর' (হজরত-কৃত অতিথি শালা) বলিয়া পরিচিত। বাকী প্রান্তরের পূর্ব্বভাগে ইহা অবস্থিত।

হজরত এক দিবস সহচরসহ বনী-জফর পল্লীতে পদার্পণ করত তথায় নামাজান্তে একখণ্ড শিলাপৃষ্ঠে উপবেশন করেন এবং জনৈক কারীকে (বিশুদ্ধ পাঠক) মহাগ্রন্থ "কোর্-আন-শরীফ" পাঠ করিতে আদেশ করেন। প্রবাদ আছে, হজরতের আসন-যুক্ত সেই প্রস্তরখণ্ডে বন্ধ্যা স্ত্রীলোক উপবেশন করিলে তাহার সন্তান সন্ততি জন্মে।

মস্‌জেদুল এজাবতা।

মস্‌জেদে এজাবতা বাকী মাঠের উত্তরদিকে উচ্চস্তরে স্থাপিত। ইহা উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ ন্যূন ২০ গজ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ২৫ গজ দীর্ঘ। এই মস্‌জেদ বনী-মাআ-বীয়া সম্প্রদায়ের নামে মস্‌জেদে বনী মাআ-বীয়া বলিয়াও অভিহিত হয়।

সহীহ্ মোস্লেম শরীফে উল্লিখিত আছে,—"এক দিবস হজরত সহচর পরিবেষ্টিত হইয়া আলীয়ার (স্থান বিশেষ) দিকে গমন করিয়াছিলেন। পথে এই মস্‌জেদ সম্মুখে পাইয়া তিনি সহচর সহিত উহাতে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া বহুক্ষণ প্রার্থনা করেন।

মস্‌জেদে তরিকুস্‌ সাফেলা।

এই মস্‌জেদ মদিনা-নগরীর পূর্ব্বদিকে সংস্থাপিত। ধর্ম্মবীর আমীর হামজার গোরস্থান জেয়ারত করিতে যাইতে পথে পড়ে। এইক্ষণ ইহা "মস্‌জেদে আবিজর গাফ্‌ফারী" (রাঃ) নামে পরিচিত।

বহিরুী শা-আবুল ইমানে আবদুর্‌ রহমান বেন্নে আফ (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে,——"আমি এক দিবস মস্‌জেদে নবভীর এক কোণে বিশ্রাম শয়নে শায়িত ছিলাম, এমন সময় সহসা হজরত আমার পার্শ্বের দ্বার দিয়া বাহিরে গমন করিলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। কতকদূর গিয়া হজরত বাগানে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অজু (হস্তপদ প্রক্ষালন) করত দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন। নামাজান্তে মৃত্তিকায় মস্তক স্থাপন করিলেন। এরূপে অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি হজরত মস্তকোত্তোলন করিলেন না। আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—চক্ষে জল আসিল!—তবে বুঝি হজরত ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া চিরানন্দময় স্বর্গ-রাজ্যে প্রস্থান করিলেন! ইত্যবসরে হজরত গাত্রোত্থান করিলেন এবং আমার রোদন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সবিনয়ে আমার হৃদয়ের আশঙ্কা নিবেদন করিলাম। হজরত বলিলেন,—"ঈশ্বর জেব্‌রীল কর্ত্তৃক আমাকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন,—'যে ব্যক্তি তোমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করিবে, আমি তাহার প্রতি ১০০ অনুগ্রহ প্রেরণ করিব।' এই জন্যই আমি কৃতজ্ঞতা-ভারে শির অবনত করিয়াছিলাম এবং মনের আনন্দে এতক্ষণ তদবস্থায় কাটাইয়াছি।"

এই মস্‌জেদের আয়তন ক্ষুদ্র; দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৮ গজ মাত্র।

তবুকের মস্‌জেদ।

হজরত রসুলে করিমের জীবনীর মধ্যে তবুকের যুদ্ধ প্রসিদ্ধ। তিনি তবুক যুদ্ধে ৬২৯ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যেখানে তবুক প্রান্তরে নামাজ পড়িয়াছিলেন, সেখানে পূর্ব্বে একটি মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে তাহা কালগর্ভে পতিত হইয়াছে। সম্প্রতি হেজাজ রেলওয়ে লাইন ঠিক সেই তবুক প্রান্তর ভেদ করিয়া যাওয়াতে উক্ত স্থান একবারে লাইনের পার্শ্বে পড়িয়াছে। হজরত যেখানে নামাজ পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার স্মরণ চিহ্নের জন্য যেখানে একবার মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল ; ঠিক সেখানে এবার মহামান্য সুলতান গাজী আবদুল মজিদ খানের আদেশ ক্রমে অতি সুন্দর একটি মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মস্‌জেদের পার্শ্বে একটি মাদ্রাসাও নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে তদঞ্চলে নিম্ন শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ মস্‌জেদ।

[এতক্ষণ মস্‌জেদে কোব্বা হইতে পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের মস্‌জেদাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এখন মদিনার পশ্চিম হইতে উত্তর দিক পর্য্যন্ত যে সমুদায় মস্‌জেদ বিরাজমান, তাহাদেরই বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।]

মোসাল্লায়ে ঈদ।

এই মস্‌জেদ মদিনা-নগরীর বহির্ভাগে—পশ্চাদ্দিকে মিসরী দ্বারের সন্নিকটে অবস্থিত। মক্কা-নগরীর যাত্রিগণ এই মস্‌জেদের পার্শ্বদেশ দিয়া মদিনায় প্রবেশ করেন।

মহাত্মা ওকাদী বলেন,—হজরত মদিনায় পদার্পণ করিয়া দ্বিতীয় বৎসর তথায় **ঈদের নামাজ** পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এব্নে জুবালা ধর্ম্মাত্মা আবূহুরেরা প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে,—"হজরত প্রথম দুই ঈদের নামাজ যে স্থানে পড়িয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকগণের মতে বাবুস্‌ সালাম্‌ হইতে সহস্র গজ দূরে অবস্থিত। এখন তথায় **মোসাল্লা** নামে এক মস্‌জেদ প্রতিষ্ঠিত।"

"তের্‌মুজিতে" (হাদিস) বর্ণিত আছে,—"হজরত নামাজে এস্তেস্কার (বৃষ্টি পতন জন্য উপাসনা) জন্য মস্‌জেদে মোসাল্লায় পদার্পণ করিয়া উপাসনা করেন এবং বেদীর উপর দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়েন।"

এই মস্‌জেদে মোসাল্লার মাহাত্ম্য অনন্ত। হজরত কোন স্থান হইতে প্রত্যাগমন কালে প্রায়শঃই এই মস্‌জেদে বিশ্রাম ও প্রার্থনাদি করিতেন। সাইদ বেন্নে মসীরের মতে হজরত এই মস্‌জেদেই সম্রাট্ নাজ্জাসীর জানাজা (অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কল্যাণ প্রার্থনা) পড়িয়াছিলেন।

মস্‌জেদে আবূবাকর। (১)

উপরোক্ত মস্‌জেদের পার্শ্বে অতি নিকটেই এই মস্‌জেদে আবূবাকর অবস্থিত। কাল প্রভাবে জীর্ণ হইয়া গেলে মদিনার প্রতিনিধি পুনরায় ইহা সংস্কৃত করিয়া দেন। তিনি মস্‌জেদের সংলগ্ন একটি **অতিথিশালা** এবং একটি নহরও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এই মস্‌জেদের পার্শ্বে বহু কালের একটি বাগান **আরীজা** নামে প্রকাশিত ছিল। এখনও উহার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

মস্‌জেদে আলা।

এই প্রকাণ্ডকায় মস্‌জেদ পারস্যের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নির্ম্মিত। ইহার কলেবর অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছে **মস্‌জেদে আলা** অর্থাৎ প্রধান মস্‌জেদ।

তৃতীয় খলিফা উস্‌মান গণীর আমলের অভিযানে হজরত আলী স্বীয় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া এই মস্‌জেদস্থানে বাস করিয়াছিলেন। ঈদের নামাজও তিনি সেবার এই স্থানেই পড়িয়াছিলেন।

কথিত আছে, হজরতের অনুসরণে সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা আলী এই মস্‌জেদেই ঈদের নামাজ পড়িয়াছিলেন। হজরতের সময়ে ঈদের কোন অট্টালিকা (মোসাল্লা) ছিল না। বিশেষতঃ হজরত তথায় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি ঈদের খোৎবাও বেদীর উপর দাঁড়াইয়া পড়েন নাই। অতি প্রথম খলিফা মার্‌ওয়ান বেন্নে হাকিম হিজরী ৩৪ (৬৮৪ খৃঃ) ঈদের মাঠে বেদী সংস্থাপিত করেন। শেখ এব্নে হাজ্বর আস্কেলানীও কোন কোন হাদিস হইতে এই মতের পোষকতা করেন। †

মূল ইতিহাস লেখক বলেন, এই তিনটি মস্‌জেদই (উপরোক্ত মস্‌জেদ তিনটি) উমর বেন্নে আবদুল আজিজের সময়ের নির্ম্মিত।

মস্‌জেদে ফাতাহ্‌।

এই মস্‌জেদ এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমুদায় মস্‌জেদই **ফাতাহ্‌** নামে অভিহিত হয়। এই সকল মস্‌জেদ নগরীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে **মস্‌জেদে ফাতাহ্‌** সালা-আ পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে এক উচ্চ স্থানে স্থাপিত। ইহা "মস্‌জেদুল আখ্‌রাব" এবং "মস্‌জেদে আলা" বলিয়াও কথিত হয়।

ইমাম আহ্‌মদ হাম্বল (রাঃ) পুণ্যাত্মা জাবর বেন্নে আবদুল্লা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন,—হজরত মস্‌জেদে ফাতায় সোম মঙ্গল ও বুধবার —এই তিন দিবস নামাজান্তে প্রার্থনা করিতেন।

---

* সহ্‌মনূদী এই মস্‌জেদকেই হজরতের "**মোসাল্লায়ে ঈদ**" (ঈদের নামাজের মস্‌জেদ) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

† এব্নে শীবা বলেন, তৃতীয় খলিফা মহাত্মা উস্‌মান গণী প্রথম মিম্বরের উপর খোৎবা পড়িয়াছিলেন।

মহানুভব জ্বাবের আরও বলেন,—"আমার উপর' কোন আপদ বিপদ পতিত হইলেই আমি মস্‌জেদে ফাতায় গিয়া প্রার্থনা করিতাম। জগদীশ্বর আমার বাসনাও পূর্ণ করিতেন।"

এব্নে জুবালা বলেন,—"কোরাইশীয়গণ খন্দক বা আখ্‌রাব অভিযান করিয়া মদিনা আক্রমণ করিলে হজরত মস্‌জেদে ফাতাহ্ স্থলে প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় দিবসও তিনি তথায় পদার্পণ করিয়া উপাসনা ও প্রার্থনা করেন। তদীয় প্রার্থনায় সন্তোষজনক ফল ফলিয়াছিল। এক ভীষণ বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় কোরাইশগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে। ইহার পর আর কখনও তাহারা মদিনা আক্রমণের জন্য সাহসী বা অভিলাষী হয় নাই। এই জন্যই ইহাকে মস্‌জেদে ফাতাহ্ অর্থাৎ বিজয়ী মস্‌জেদ বলা হয়। *

মস্‌জেদে সুলেমান পারসী।

মস্‌জেদে ফাতাহ্ এর অনতিদূরে দক্ষিণ দিকে এই মস্‌জেদ বিরাজমান।

মস্‌জেদে আলী মোর্ত্তুজা।

মস্‌জেদে সুলেমান পারসীর পার্শ্ববর্ত্তী মস্‌জেদটিকেই মস্‌জেদে আলী মোর্ত্তুজা নামে অভিহিত করা হয়।

---

* এই মস্‌জেদের দক্ষিণে সীহ নামে এক মাঠ আছে। এই মাঠে বহুল খর্জ্জুর বৃক্ষ আছে। হজরত এই মস্‌জেদে দুইটি অতি সুন্দর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু আমরা তাহা এস্থলে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

মস্‌জেদে আবূবাকর। (২)

এই ক্ষুদ্রাবয়ব মস্‌জেদ নগরীর দক্ষিণদিকে পর্ব্বত শিখরে অবস্থিত। মস্‌জেদে ফাতাহ, মস্‌জেদে সুলেমান পারসী, মস্‌জেদে আলী মোর্ত্তুজা, মস্‌জেদে আবূবাকর——এই মস্‌জেদ চতুষ্টয় প্রথম উমর বেন্নে আবদুল আজিজ নির্ম্মাণ করেন। কাল প্রভাবে তৎসমুদায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে মিসর প্রদেশের **মন্ত্রী সায়ফুদ্দিন হুসাইন** বেন্নে আবিল হিজ্জানী পুনরায় হিজরী ৫৭৫ (১১৮০ খৃঃ) সনে উহাদের সংস্কার সাধন করেন। তিনি ইহার পর হিজরী ৫৭৭ (১১৮২ খৃঃ) সালে আরও দুইটি মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করেন। সায়ফুদ্দিন হুসাইনের পুনর্নির্ম্মিত মস্‌জেদে আলী মোর্ত্তুজা হিজরী ৮৭০ (১৪৬৫ খৃঃ) সনে মদিনার আমীর জয়নদ্দিন জগীম মন্সুরী কর্ত্তৃক পুনরায় নূতন সিঁড়ি যুক্ত করিয়া বিনির্ম্মিত হয়।

কিন্তু কেহই মস্‌জেদে আবূ বাকরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করায় উহা ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া ভগ্ন স্তূপে পরিণত হয়। অবশেষে হিজরী ৯৮২ (১৫৭৭ খৃঃ) সালে কতিপয় লোক উহা একবার সংস্কৃত করেন।

মস্‌জেদে বনীহারম।

মস্‌জেদে ফাতাহ্ এর অর্দ্ধপথে—সবলা-অী পর্ব্বতের কোণে—মদিনা যাত্রিগণের গন্তব্য পথের দক্ষিণ ভাগে এই **মস্‌জেদে বনীহারম** অবস্থিত। কথিত আছে, হজরত এই মস্‌জেদে নামাজ পড়িয়াছিলেন। **উমর** বেন্নে আবদুল আজিজ কর্ত্তৃক এই

মস্‌জেদও সংস্কৃত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্ব ভিত্তিমূলের উপরে উত্তম ছাদ ও স্তম্ভ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। এখন তথায় কেবল চতুর্দ্দিক বেষ্টনী প্রাচীর মাত্র বর্ত্তমান।

এই মস্‌জেদের সন্নিকটে একটি গুহা আছে, হজরত প্রায়শঃই সেই গুহায় পদার্পণ করিতেন। **খন্দক অভিযানে** তিনি এই গুহাতেই বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

মস্‌জেদে কেব্‌লাতাইন।

এই মস্‌জেদ 'মস্‌জেদে ফাতাহ্' এর পশ্চাদ্ভাগে—অর্দ্ধ মাইল দূরে ও **আকীক মাঠে** বীরেরোমা নামধেয় কূপের সন্নিকটে অবস্থিত।

মোহাম্মদ বেন্নে আখ্‌নাস বলেন,——"উম্মে মুবাশেরা নাম্নী বনী-সালেমা বংশোদ্ভবা জনৈকা বিবী ছিলেন। হজরত তাহার প্রানায়র্থ তথায় পদার্পণ করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। জনমণ্ডলী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া হজরতকে মুসলমান ও কাফেরের আত্মার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; হজরত তাহার উত্তর এইখানে প্রদান করিয়াছিলেন।* জহুরের সময় (মধ্যাহ্ন উপাসনা) আগত হইলে হজরত বনী-সালেমার মস্‌জেদে উপনীত হইয়া নামাজ পড়িতে প্রবৃত্ত হন। দুই রাকাত নামাজ শেষ হইয়াছে, আর দুই রাকাত মাত্র সম্মুখে বাকী, এমন সময় ঈশবাণী হইল,——"কেব্‌লা পরিবর্ত্তন হইল। কাবামুখী হইয়া নামাজ পড়; বয়তুল মোকাদ্দসের দিকে নামাজ রহিত হইল।" হজরত পূর্ব্ববৎ

---

* কাফের ও মুসলমান সম্বন্ধীয় হাদিসাদি এই সভাতেই বর্ণিত হইয়া ছিল।

নামাজে নিবিষ্ট থাকিয়া অবশিষ্ট দুই রাকাত নামাজ কাবামুখী হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু মস্‌জেদে কোব্বায় নামাজ পড়িবার সময় কাবা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই উক্তিই সমধিক প্রামাণ্য।

মস্‌জেদে জবাব।

বর্ত্তমান কালে এই মস্‌জেদ **মস্‌জেদুর রেবাবা** নামে অভিহিত হয়। মদিনা হইতে সিরিয়া প্রদেশ যাইতে পথিকের দক্ষিণে **জবাব** নামক এক পর্ব্বত পতিত হয়; ইহা সেই পর্ব্বতের উপরেই সংস্থাপিত। উক্ত পর্ব্বতের নামানুসারেই এই মস্‌জেদের নামকরণ হইয়াছে। ইহার প্রথম নির্ম্মাতা উমর বেন্নে আবদুল আজিজ। কালের কুটিল চক্র-নিষ্পেষণে ইহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে হিজরী ৮৪৫ (১৪৪১ খৃঃ) সনে (কিংবা ৮৪৬ সনে) মদিনার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একত্র যোগে ইহার সংস্কার সাধিত করেন। এই মস্‌জেদ এবং মস্‌জেদে ফাতাহ্ প্রভৃতির মধ্যে সাবলা-আ গিরি বিরাজমান। সাবলা-আর পশ্চাদ্দিকে ফাতাহ্ প্রভৃতি মস্‌জেদ এবং পূর্ব্বদিকে এক উচ্চ স্থানে এই মস্‌জেদ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সাবলা-আ গিরিশৃঙ্গ হইতে মদিনা-নগরী নয়ন গোচর হয়।

কথিত আছে,—হজরত **জবাব গিরি** পৃষ্ঠে উপাসনা করিয়াছেন এবং **বতুক অভিযান** হইতে প্রত্যাগমন কালে উহাতে বাস করিয়াছেন। *

---

* হারেস বেন্নে আবদুর্ রহ্‌মান প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে,—এ্যামন প্রদেশে মার্‌ওয়ান বেন্নুল হাকেমের জবাব নামক জনৈক কর্ম্মচারী ছিল। তিনি কোন অপরাধে এই পর্ব্বতের উপর শূলাগ্রে তাহার প্রাণ বধ করিয়া ছিলেন। বোধ হয় এই জন্যই পর্ব্বতের জবাব নামকরণ হইয়া থাকিবে।

সবলা-আর পশ্চাদ্দিক হইতে মোসাল্লায়ে-ঈদ পর্য্যন্ত এবং মস্‌জেদে ফাতাহ্ হইতে মস্‌জেদে জবাব পর্য্যন্ত এক গর্ত্ত খনন করা হইয়াছিল। ইতিহাস এবং ভ্রমণ বৃত্তান্তে ইহার পূর্ণ বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু এখন আর সেই গর্ত্তের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়না। উহার চতুর্দ্দিকে লোকের প্রদক্ষিণ ব্যাপারই উহার শেষ নিদর্শন। গর্ত্ত খনন করা হইয়াছিল বলিয়াই সেই অভিযানকে "খন্দক" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

মস্‌জেদে ফাসাহ্।

মস্‌জেদ ফাসাহ্ বীরবর আমীর হামজার সমাধি-সৌধের উত্তর দিকে——উহুদ পর্ব্বতের শিখর দেশে অবস্থিত।

মতরী বলেন,——হজরত উহুদের যুদ্ধের পর এই স্থানে (মস্‌জেদ স্থানে) জহুর ও আসরের নামাজ পড়িয়াছিলেন। এব্নে শীরাও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, কিন্তু নামাজের সময় নির্দ্দেশ করেন নাই।

মস্‌জেদে আইনাইন।

এই মস্‌জেদ ধর্ম্মবীর আমীর হামজার সমাধি-মন্দিরের সম্মুখভাগে অবস্থিত।

আইনাইন পর্ব্বতবিশেষ। এই গিরিবরকে জবলুর্ রেমাত ও বলা হয়। উহুদ অভিযানের দিবস মুসলমানগণ এই আইনাইনে দাঁড়াইয়া শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে মস্‌জেদের অনেক স্থান ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

মস্‌জেদুল ওয়াদী।

আইনাইন পর্ব্বতের পাদ-মূলে এককোণে এই মস্‌জেদ সংস্থাপিত। শীবা বলেন, মহাত্মা আমীর হামজা শহীদ হইয়া এই জবলুর্ রেমাতের উপর পড়িয়াছিলেন। হজরতের আদেশক্রমে তথা হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া বর্ত্তমান স্থানে প্রোথিত করা হইয়াছে। কোন ঐতিহাসিক-চূড়ামণি ইহাকে মস্‌জেদে আস্কর বলিয়াও উল্লেখ করেন।

মস্‌জেদুল সুক্‌য়া।

একটি কূপের নামানুসারে এই মস্‌জেদের নামকরণ হইয়াছে। এইস্থানে হজরত উপাসনা করিয়াছিলেন এবং মদিনা-বাসীদের জন্য মঙ্গল-কামনা করিয়াছিলেন। ইহার স্থান নির্দ্দেশ-সম্বন্ধে গোলযোগ রহিয়াছে।

সৈয়দ সহ্‌মনূদী বলেন——"এই স্থানের নির্দ্দেশ নির্ণয়কল্পে যত্নবান হইয়া আমি বহুক্লেশে মৃত্তিকার নিম্নে খনন করত ইহার ভিত্তিমূল নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। তাহাতে ইহার চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ গজ পরিমিত প্রাচীর বাহির হইয়া পড়ে। পরে লোকে উহা সংস্কৃত করিয়া দিয়াছেন।"

বর্ত্তমান সময় ইহাকে মস্‌জেদুল সুক্‌য়া বলা হয়। মক্কা-শরীফ হইতে মদিনার যাত্রিগণকে প্রথমতঃ এই মস্‌জেদ জেয়ারত করিতে হয়। মস্‌জেদটি অতি ক্ষুদ্রায়তন,——৬ গজ দীর্ঘ ও ৭ গজ প্রস্থ।

এই চতুর্দ্দশ মস্‌জেদ বিশেষ বিখ্যাত। এজন্য এস্থানে তাহাদেরই বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সকল মস্‌জেদের মাহাত্ম্য অনন্ত ও অটুট।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক মস্‌জেদ আছে, তাহাদের সংখ্যা চত্বারিংশতেরও অধিক হইবে। পরিতাপের বিষয় যে, উহাদের স্থান নির্ণয় করা বড়ই দুষ্কর। এজন্য আমরা সৈয়দ সহ্‌মনূদীর গ্রন্থ হইতে তাহাদের উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মক্কা ও মদিনা-নগরীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী মস্‌জেদ সমূহের বিবরণ।

[ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারিগণ যে সকল মহাত্ম্যপূর্ণ মস্‌জেদ ও তাহাদের স্থান এবং অভিযানস্থানাদির নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অধুনা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সমুদায় কীর্ত্তি অতীতের সহিত সংঘর্ষণ করিয়া এখনও উচ্চশিরে দাঁড়াইয়া আছে, বর্ত্তমান সময় লোকে তাহাই জেয়ারত ও পরিদর্শন করিয়া থাকে।]

মস্‌জেদে জিল-হুলীফা।

ইহা মক্কা ও মদিনা-শরীফের মধ্যস্থলে অবস্থিত। কেহ কেহ ইহাকে **মস্‌জেদুশ শুজরা** বলিয়া থাকেন।

হাদিসে উক্ত আছে, হজরত দুইবার (একবার হজ্জ ও দ্বিতীয়বার উমরা উপলক্ষে) মক্কা গমন কালে জিল-হুলীফায় সমরা বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়াছিলেন এবং অজু করিয়া তথায় নামাজ পড়িয়াছিলেন। সেখানে রাত্রিবাস এবং এহ্‌রামও বাঁধিয়া ছিলেন। *

সময়ের দীর্ঘতায় এই মস্‌জেদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু হিজরী ৬১ সালে পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে।

---

* মদিনাবাসীরা **জিল-হুলীফায়** এহ্‌রাম বাঁধিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ মিকাত হইতে এহ্‌রাম বাঁধেন। এহ্‌রাম—হজ্জের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত।

মস্‌জেদে মো-আরাস্‌।

মতরী বলেন, জিল-হুলীফার সম্মুখদিকে এই মসজেদ বিরাজমান। উহাদের মধ্যে অনুমান এক শরের ব্যবধান হইবে। হজরত এই মস্‌জেদস্থলে রজনী বাস করিয়াছিলেন, এবং নামাজ পড়িয়াছিলেন। সহ্‌মনূদীর মতে এই ক্ষুদ্র মস্‌জেদের নাম মস্‌জেদুল মো-আরাস।

মস্‌জেদে শরীফুর্‌ রোহা।

রোহা মদিনা হইতে ৪১ * মাইল দূরবর্ত্তী একটি স্থান। মদিনা হইতে এই মস্‌জেদে যাইতে পথে সিয়ালা † মাঠ পড়ে। এই মস্‌জেদের নিকটে আরও একটি মস্‌জেদ আছে। উহা মক্কা-যাত্রিগণের গন্তব্য পথের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। মহাত্মা আবদুল্লা বেন্নে উমর (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে, হজরত এই মস্‌জেদেও নামাজ পড়িয়াছিলেন।

---

* সহীহ মোস্‌লেম মতে ৩৬ মাইল।

† "সিয়ালা প্রান্তরে হজরতের পদ-রেণু পতিত হওয়ার পর বহু অট্টালিকা ও জল প্রণালী নির্ম্মিত হয় এবং লোকের বসবাস হইতে থাকে। তখন হইতে মদিনার শাস কর্ত্তার অধীনে তথায় একজন শাসক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। এখনও সেই সমুদায়ে ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়;—অনেক ইষ্টক নির্ম্মিত কবর স্থান সেই অতীত-স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হজরত বলিয়াছেন,—"এই মাঠে ৭০ জন ভাববাদী (প্রেরিত পুরুষ) উপাস করিয়াছেন। একবার হজরত মোসা ৭০০০০ সত্তর হাজার ইস্‌রাইল সম্প্রদায়সহ এ প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

মস্‌জেদুল গাজ়ালা।

এই মস্‌জেদ রোহা মাঠে,—পর্ব্বত কোণে, মদিনা হইতে যাত্রিগণের গন্তব্য পথের দক্ষিণে অবস্থিত। হজরত এখানেও উপাসনা করিয়াছিলেন। *

হজরত মক্কা গমন কালে এই মস্‌জেদের পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহাকে **তরীকুল আম্বিয়া** বলা হয়। এই পথে যাত্রীদিগের তৃষ্ণা নিবারণার্থে **বীড়ে সফিয়া** নামে একটি কূপ আছে। কূপটি **হন্নশা** নামক পর্ব্বতের এক কোণে স্থাপিত। এখন আর সেই পথে লোকের গমনাগমন হয় না। ইহারই অনতিদূরে দক্ষিণ দিকের অপর একটি পথ উহার স্থানাধিকার করিয়াছে।

মস্‌জেদে খোলিস।

মক্কা-নগরীর তিন দিবসের পথে এই মস্‌জেদ অবস্থিত। তথায় খর্জ্জুরাদি বহুল বৃক্ষ এবং একটি জল-প্রণালী আছে। হিজরী ৯৯৮ সালে তুরস্কের সুলতান এই মস্‌জেদ একবার সংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি জল প্রণালীটিও মস্‌জেদের বারেণ্ডার সহিত সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন।

হজরত মদিনা প্রস্থানের সময় খলিফা আবূ বাকরের সহিত তথায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে দুগ্ধ বিহীন ছাগীর দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছিল।

---

* এই মস্‌জেদে গাজালার পার্শ্বে এক বৃক্ষ আছে। মহাত্মা আবদুল্লা বেন্নে উমর (রাঃ) যখন তথায় উপনীত হইতেন, তখন তিনি সেইখানে অজু করিতেন এবং অবশিষ্ট জল সেই বৃক্ষমূলে নিক্ষেপ করিতেন। তিনি ইহাও বলিতেন,—"আমার হজরতও এইরূপ করিয়াছেন।"

মস্‌জেদে সারেফ।

ইহা তানইমের পথে,—মক্কা-শরীফের এক মঞ্জিল তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে হজরতের সহধর্ম্মিণী **মায়মূনা দেবীর সমাধি** বিরাজমান। তদীয় উদ্বাহক্রিয়া এবং দাম্পত্য-সম্মিলনও এই স্থানেই হইয়াছিল।

তানইমে মস্‌জেদে আয়শা।

তানইম একটি স্থানের নাম। মক্কা হইতে **তানইম** গিয়া উমরার এহ্‌রাম বাঁধিয়া আসিতে হয়। *

এখন তথায় **মস্‌জেদে আয়শা** নামে একটি মস্‌জেদ বর্ত্তমান আছে।

মস্‌জেদে জিতোভা।

জিতোভা একটি কূপ বিশেষের নাম। ইহা মক্কা-নগরীর বহির্দ্দেশে অবস্থিত। হজরত মক্কা প্রবেশ করিবার সময় তথায় এক রাত্রি অবস্থিতি করিয়া পর দিবস প্রাতে মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তথায় এই মস্‌জেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

[ভ্রমণকারিগণ মক্কা এবং মদিনা-শরীফের মধ্যস্থলে আরো অনেক মস্‌জেদের ও তীর্থ-পীঠের উল্লেখ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উপরোক্ত ৮ আটটি মস্‌জেদ ভিন্ন তথায় আর কোন একটিরও অস্তিত্ব দৃষ্টি গোচর হয় না।]

সপ্তম অধ্যায়।

পবিত্র কূপরাশি।

[যে সমুদায় কূপ হজরতের পদ-রেণু স্পর্শে পবিত্র হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ এবং **তীর্থ** মধ্যে পরিগণিত। আমরা এস্থলে সেইরূপ কতিপয় **কূপের বিবরণ** প্রদান করিতেছি।

মস্‌জেদের মত কূপের সংখ্যাও অনেক। তন্মধ্যে কোন কোনটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং কোন কোনটি এরূপভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে।

সৈয়দ সাহেব তদীয় ইতিহাসে বিংশতিরও অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ কূপের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মাত্র সাতটি কূপেরই **জেয়ারত** করা হয়।]

বীড়ে আরিস।

জনৈক ঈহুদীর নামানুসারে এই কূপের * নামকরণ হইয়াছে। ইহা মস্‌জেদে কোব্বার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। ইহার জল সু-স্বাদু ও মিষ্ট।

হাদিসে বর্ণিত আছে,—হজরত স্বীয় পবিত্র মুখের নিষ্ঠীবন (থুথু) এই কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতেই ইহার জল মিষ্ট হইয়াছে।

---

* কূপকে আরবীতে **বীড়** বলা হয়।

বেহকী বলেন,—মহাত্মা ঈন্স বেন্নে মালেক (রাঃ) এক দিবস মস্‌জেদে কোব্বায় উপনীত হইয়া লোক প্রমুখাৎ এই কূপের কথা জিজ্ঞাসা করেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে কূপের পারে লইয়া যায়। মহাত্মা ঈন্স বর্ণনা করেন,—হজরত এক দিবস এই কূপের জনৈক জলোত্তোলনকারী হইতে এক পাত্র জল লইয়া পান করেন এবং অবশিষ্ট জলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। তারপর তিনি সেই কূপের জলে অজু করিয়া নামাজ পড়েন। *

হাদিসে মহাত্মা আবূ মোসা আশারী (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে,—"আমি (হজরত মোসা আশারী) এক দিবস স্বীয় প্রাসাদে অজু করিয়া হজরতের শ্রীচরণে উপনীত হইতে চলিলাম এবং সঙ্কল্প করিলাম, অদ্য হজরতের সেবায় নিবিষ্ট থাকিব। মস্‌জেদে উপনীত হইয়া কিন্তু হজরতকে দেখিতে পাইলাম না। লোকে বলিল,—'হজরত এই মাত্র মস্‌জেদে কোব্বার দিকে গমন করিয়াছেন'। আমিও সেই দিকে চলিলাম। মস্‌জেদে কোব্বায়ও হজরতকে পাইলাম না। সেখানে জানিতে পারিলাম, হজরত 'বীড়ে আরিসে' পদার্পণ করিয়াছেন। আমি বীড়ে আরিসের চতুর্দ্দিক বেষ্টিত প্রাচীরের দ্বারে বসিয়া থাকিলাম। কতক্ষণ পর হজরতকে অজু করিতে দেখিলাম। আমি প্রাচীরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, হজরত পাদুকা খুলিয়া চরণদ্বয় কূপের ভিতর দোলাইয়া বসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করত পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিয়া রহিলাম এবং স্বগত বলিতে ছিলাম;—"আজ হজরতের দৌবারিকের কাজ করিব।"

প্রায় এক ঘণ্টা পরে খলিফা আবূবাকর সিদ্দিক দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া হজরতের অনুমতি

* কেহ কেহ বলেন,—"বীড়ে গোর্‌সেই" তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।

প্রার্থনায় চলিলাম! হজরত বলিলেন,—"দ্বার খুলিয়া দাও এবং তাঁহাকে স্বর্গ-প্রাপ্তির সু-সংবাদ প্রদান কর।" আমি তাহাই করিলাম। মহানুভব আবূবাকর হজরতের দক্ষিণে বসিয়া তদনুকরণে স্বীয় পদদ্বয়ও কূপে দোলাইয়া দিলেন। আমি আসিয়া আবার পূর্ব্বস্থান অধিকার করিয়া বসিলাম। স্বীয় প্রাসাদ হইতে আসিবার কালে আমার ভাইকে অজু করিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতেছিলাম,—"অহো! এই মাহেন্দ্রযোগে আমার ভাই যদি আসিয়া উপস্থিত হইত!"

ইত্যবসরে খলিফা উমর তথায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহাকেও অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি হজরতের অনুমতি গ্রহণে চলিলাম। হজরত সম্মতি প্রদান করিয়া তাঁহাকেও স্বর্গের সু-সংবাদ দিতে বলিলেন। তিনিও হজরত সমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার বামপার্শ্বে তদনুকরণে উপবেশন করিলেন।

পুনশ্চ দ্বারে বসিয়া আমার সহোদরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে খলিফা উস্‌মান গণী দ্বারে উপনীত হইয়া হজরতের শ্রীপদ দর্শনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। হজরত তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতি দান করিয়া বলিলেন,—"তাঁহাকে স্বর্গ প্রাপ্তির সংবাদসহ আর একটি বিপদ বার্ত্তাও জ্ঞাপন করিও।" খলিফা উস্‌মান গণী সেখানে স্থানের অসদ্ভাব দেখিয়া তাঁহাদের সম্মুখ-ভাগে আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় চরণযুগল দোলাইয়া দিলেন।"

এতদ্ব্যতীত এই কূপ সম্বন্ধে আরও অনেক ঘটনা মূল ইতিহাসে বর্ণিত আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

পূর্ব্বে এই বীড়ে আরিসের নীচে নামিয়া অজু করিবার সিঁড়ি ছিল। হিজরী ৭১৪ (১৩১৫ খৃঃ) সনে উহা পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল। মধ্যে

অনেক দিন অবতরণের পথ বন্ধ ছিল। হিজরী ১২৭৯ সনে—১৯০১ খৃষ্টাব্দে উহার উপর এক অট্টালিকা এবং চতুর্দ্দিকে এক প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে।

বীড়ে গোর্‌স।

শেখ মুজাদ্দাদাইন (ফিরুজাবাদী) বলেন,—প্রকৃত পক্ষে এই কূপই বীড়ে গোর্‌স।* গোর্‌স নামক পল্লীর নামানুসারে এই কূপের নাম "গোর্‌স" হইয়াছে। কূপটি অতি প্রকাণ্ড; জলের গভীরতাও অধিক। জল কিঞ্চিৎ সবুজ বর্ণ দেখায়। কূপের ভিতরে অবতরণের সোপান আছে। হিজরী ৮৮২ সালে—১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ইহা সংস্কৃত হইয়াছে।

হজরত এক দিবস এই কূপের জলে অজু করিয়াছিলেন। কথিত আছে,——হজরত স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে মহাত্মা আলীকে বলিয়াছিলেন, ——"আমার পর বীড়ে-গোর্‌সের জল দিয়া বিধৌত করিবে।" হজরত জীবিতাবস্থায়ও প্রায়ই এই কূপের জল পান করিতেন।

বীড়ে রোমা।

ইহাও একটি প্রকাণ্ডায়তন কূপ। মস্‌জেদে কেব্‌লা-তাইনের উত্তর দিকে ওয়াদায়ে আকীক মাঠে ইহা অবস্থিত। ইহার জলও অতি সু-স্বাদু এবং নির্ম্মল।

---

* কিন্তু এখন গোর্‌স নামধেয় আর একটি কূপ মস্‌জেদে কোব্বার অর্দ্ধ মাইল উত্তরে অবস্থিত দেখা যায়।

বনী-গফ্‌ফার সম্প্রদায়ের রোমা নামক জনৈক ব্যক্তি এই জলাশয় খনন করাইয়া ছিলেন। উহার জল তখন উচ্চ মুল্যে বিক্রীত হইত। মদিনায় মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়া উঠিলে মিষ্ট জলের অত্যন্ত অভাব হইয়া উঠে। তাঁহাদের জলকষ্ট মোচন করিবার জন্য খলিফা উস্‌মান গণী ৩৫ সহস্র দেরহাম মূল্যে এই কূপটি ক্রয় করিয়া ওয়াকৃফ (দান) করিয়া দেন।

এই জলাশয় হিজরী ৭০০ সনের—১৩০১ খৃষ্টাব্দে সংস্কার দ্বারা ধ্বংসমুখ হইতে পরিরক্ষিত হইয়াছে।

বীড়ে রোজা-আ।

এই কূপ বাবে শামী দ্বারের দিকে,——নগরীর সন্নিকটে এবং বীরবর আমীর হামজার সমাধি সৌধাভিমুখী পথের দক্ষিণে অবস্থিত।

কথিত আছে,——হজরত এক দিবস বীড়ে রোজা-আয় পদার্পণ করিয়া উহা হইতে এক পাত্র জল গ্রহণ পূর্ব্বক অজু করেন এবং অবশিষ্ট জলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া ফেলিয়া দেন।

হজরত জীবিতাবস্থায় পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ইহার জলে স্নান করিতে উপদেশ দিতেন। ইহার জলে স্নান করিয়া রোগীরা আরোগ্য লাভ করিত।

মহাত্মা আবূবাকরের দুহিতা বিবী আসামা প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে, ——"পীড়িত ব্যক্তিদিগকে আমি বীড়ে রোজা-আর জলে তিন দিবস অবগাহন করিতে দিতাম। ভগবৎ প্রসাদে তাহারা নিরাময় হইত।" *

* এখন এই জলাশয় কতিপয় ব্যক্তির বাগানের অন্তর্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বহু কষ্টে ইহার জেয়ারত করিতে হয়।

বীড়ে বোস্‌সা।

ইহা বাকী প্রান্তরের নিকটে। বাকী মাঠ হইতে নগর-প্রাচীরের নিম্নস্তর ধরিয়া মস্‌জেদে কোব্বার দিকে গমন করিলে বীড়ে বোস্‌সা পথিকের বামে পড়ে।

কথিত আছে,—হজরত এক দিবস মনস্বী আবূবাকর সাইদ হজরীর প্রাসাদে পদার্পণ করিয়া বলেন যে,—"আজ শুক্রবার—জুমার দিবস; আমাকে মাথা ধুইতে কিঞ্চিৎ জল দাও।" জল আনিয়া সম্মুখে রাখিলে হজরত তৎসহ বীড়ে বোস্‌সায় চলিয়া যান এবং মস্তক ধৌত করিয়া অবশিষ্ট জল সেই কূপে নিক্ষেপ করেন।

বীড়ে হার।

বীড়ে-হার মস্‌জেদে নবভীর উত্তরে,—কেল্লার প্রাচীরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। অনেক সময় হজরত এই কূপের পার্শ্বে বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেন এবং উহার জল পান করিতেন।

হাদিসে উক্ত আছে—আন্সার সম্প্রদায় ভুক্ত আবূ তাল্‌হা নামধেয় জনৈক ব্যক্তির অগাধ সম্পত্তি এবং অনেক বাগান প্রভৃতিও ছিল। কিন্তু তাঁহার নিকট এই বীড়ে হার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। হজরত প্রায়শঃই তথায় গমন করিতেন, এবং কূপের জল পান করিতেন। আবূ তাল্‌হা সাধারণের উপকারার্থে এই কূপ দান করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর হেস্‌সান্ কূপের অর্দ্ধাংশ খলিফা মাবীয়ার নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলেন। খলিফা মাবীয়া তথায় এক অট্টালিকাও

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। খলিফা আবূ জা'ফর মন্সুর কর্ত্তৃকও তথায় এক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। (১৩৬ হিজরী—৭৫৪ খৃষ্টাব্দ।)

বর্ত্তমান সময়ে বীড়ে হারের চারিদিক ক্ষুদ্র বাগানে পরিবেষ্টিত। তথায় একটি ক্ষুদ্রায়তন মস্‌জেদও আছে।

বীড়ে এহ্‌ন।

এই কূপটি মস্‌জেদে কোব্বার পূর্ব্বদিকে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির (শরীফের) বৃহৎ বাগানে অবস্থিত। উহার চতুর্দ্দিকে কৃষি ক্ষেত্র আছে। স্থানটি অতিশয় রমণীয়। হজরত এই কূপের জলে অজু করিয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন।*

প্রসিদ্ধ আকীক মাঠে এই বীড়ে এহ্‌ন ও মস্‌জেদে কোব্বা অবস্থিত। সুতরাং ইহার মাহাত্ম্য এবং খ্যাতিও খুব অধিক।

ঈন্স বেন্নে মালেক কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে;—"আমি এক দিবস হজরতের সঙ্গে চলিয়াছিলাম। হজরত আকীকে উপনীত হইয়া আমাকে বীড়ে এহ্‌ন হইতে এক পাত্র জল আনিতে বলেন। ঐ মাঠ তাঁহার অতি প্রিয় ছিল।" †

---

* মদিনার তদানীন্তন প্রতিনিধি মার্‌ওয়ান বেন্নে হাকিম খলিফা মাবীয়ার আদেশে মস্‌জেদে কোব্বার সংলগ্ন উদ্যানস্থিত জর্‌কা নামক নগর হইতে এক পয়ঃপ্রণালী বাহির করিয়া নগরীতে আনয়ন করেন। উহার জল অতিশয় সু-স্বাদু।

† আকীক মাঠ মদিনার দক্ষিণে এক দিবসের পথে অবস্থিত।

অষ্টম অধ্যায়।

বাকীর সম্মানিত সমাধি-সমূহ।

[জিন্নাতুল বাকী মদিনার একটি স্বর্গ তুল্য পবিত্র মাঠের নাম। আয়শা দেবী বলেন,—"হজরত যেই যেই রাত্রি আমার এখানে যাপন করিতেন, সেই সেই রজনীতে 'বাকী'তে পদার্পণ করিয়া প্রার্থনা করিতেন।"

হাদিসে বর্ণিত আছে,—"মহাপ্রলয়ের পর বিচারের দিবস হজরত সর্ব্বপ্রথম গাত্রোত্থান করিবেন; তৎপর খলিফা আবূ বাকর সিদ্দিক এবং খলিফা উমর ফারুখ,—তারপর বাকীর অধিবাসিগণ,—তারপর মক্কাবাসিগণ উত্থিত হইবেন।"

এই বাকীর ৭০০০ সহস্র সমাধিস্থ লোক বিনা হিসাবে স্বর্গে যাইবেন। ইঁহাদের মুখমণ্ডল পৌর্ণমাসীর শশীকলার ন্যায় উজ্জ্বল হইবে।]

মহাত্মা উস্‌মানের সমাধি।

মহাত্মা উস্‌মান্ বেন্নে মাজউন হিজরী ৩—৬২৪ খৃষ্টাব্দ শা'বান মাসে স্বর্গারোহণ করিয়া এই বাকী প্রান্তরে অনন্ত শয্যায় শায়িত হয়েন। হজরত স্বয়ং এক খণ্ড প্রস্তরে এই মহাত্মার সমাধির চিহ্ন রাখিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—"ইঁহার পার্শ্বে আমার পরিবারবর্গ

সমাধিস্থ করিব।” এই বলিয়া হজরত্ তাঁহার সমাধি-শিরে এক খণ্ড প্রস্তর রাখিয়া দেন্। *

মোহাজ্জেরগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম এই সৌভাগ্যশালী পুরুষপ্রবরেরই মৃত্যু ঘটে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাকীর অরণ্য পূর্ণ বিশাল বক্ষে সমাধিস্থ হন। বর্ত্তমান সময় তাঁহার সমাধি-স্থলে আকীল নামক একটি কোব্বা বিরাজমান।

কুমার ইব্রাহীমের সমাধি।

হজরতের ৬ ছয় মাসের শিশু সন্তান কুমার ইব্রাহীম মহাত্মা উসমান বেন্নে মাজউনের পার্শ্বে সমাধিস্থ হইয়াছেন। হজরত স্বহস্তে কুমার ইব্রাহীমের সমাধি-সৌধে জল সেচন করেন। †

রোকিয়া দেবীর সমাধি।

রোকিয়া দেবী হজরতের দুহিতা। তিনি খলিফা উমরের সহিত পরিণীতা ছিলেন। রোকিয়া দেবীর মৃত্যুর সময়ে হজরত বদর অভিযানে নিযুক্ত ছিলেন।

---

* মারওয়ান বেন্নে হাকিমের আদেশ ক্রমে সেই প্রস্তর খণ্ড স্থানান্তরিত হইয়াছিল। মহানুভব উস্মান মোহাজ্জের ছিলেন। তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটিলে হজরত তদীয় ললাট ফলক চুম্বন করিয়াছিলেন। ভীষণায়তন বাকী প্রান্তর তখন পাদপাদি বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ ছিল। বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিয়া সমাধি খনন করা হয়।

† ইতিপূর্ব্বে এই নিয়ম প্রচলিত হয় নাই।

উম্মে কুলছোম দেবীর সমাধি।

দীন-বন্ধু হজরতের দুহিতা-রত্ন উম্মে কুলছোম দেবীও বাকী মাটে মহাত্মা উস্‌মানের সন্নিকটে সমাধিস্থ।

জয়নব দেবীর সমাধি।

জয়নব দেবীও হজরতের দুহিতা। তিনি হিজরী ৮ সালে—২৬৯ খৃষ্টাব্দে অমর ধামে প্রস্থান করেন। জয়নব দেবীও এই বাকী-প্রান্তরে চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন।

বিবী ফাতেমার সমাধি।

বীর-কেশরী খলিফা আলীর মাতৃদেবী ফাতেমাও এই প্রান্তরে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিতা রহিয়াছেন। বিবী ফাতেমার সমাধি খনন শেষ হইলে হজরত উহাতে অবতরণ করিয়া স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র বিছাইয়া শয়ন করেন এবং কিয়ৎকাল কোর্-আন-শরীফ পাঠান্তে উপরে উঠিয়া জানাজা সম্পন্ন করেন। *

এখানে বলা উচিত যে, হজরত পাঁচ জন লোকের ভিন্ন অপর কাহারও সমাধি-গহ্বরে অবতরণ করেন নাই। সেই পাঁচজন এই :—

* হজরতের আদেশে আসামা বেন্নে জায়েদ, আইউব আন্সারী ও মহাত্মা উমর এই তিন ব্যক্তি বিবী ফাতেমার সমাধি খনন করিয়াছিলেন।

(১)—বিবী খোদায়জা দেবী ;

(২)—বিবী খোদায়জা দেবীর পুত্র সন্তান ;

(৩)—আবদুল্লা মজনী ;

(৪)—বিবী আয়শা দেবীর মাতৃদেবী উম্মে রোমান ;

এবং

(৫)—খলিফা আলীর মাতৃ দেবী ফাতেমা বেন্তে আসাদ (রাঃ)।

মনস্বী আবদুর্ রহমানের সমাধি।

আবদুর্ রহমান বেন্নে আউফ (রাঃ) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন বিবী আয়শা দেবী তাঁহাকে বলিয়া পাঠান—"আপনার অভিমত হইলে হজরত এবং আপনার ভ্রাতা মহাত্মা আবূ বাকর ও মহানুভব উমরের পার্শ্বে আপনার সমাধি হইতে পারে।" সদাশয় আবদুর্ রহমান ইহার উত্তরে বলেন,—"আমি আপনার গৃহের স্থান সঙ্কীর্ণ করিতে ইচ্ছা করি না। উস্‌মান মাজউনের সঙ্গে আমার অঙ্গিকার আছে,—আমরা উভয়ে একত্র শয়ন করিব।" তন্মতে বাকী মাঠেই তাঁহার সমাধি হয়। *

মহাত্মা সা-আদের সমাধি। (১)

মহানুভব সা-আদ বেন্নে আবি ওয়াকাসও এই প্রান্তরে চির নিদ্রায় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন।

---

* হজরত এবং মহাত্মা আবূ বাকর প্রভৃতির সমাধি-সৌধের মধ্যস্থলে একটি সমাধি স্থান আছে। কথিত আছে—হজরত ঈসা পুনর্জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তথায় সমাধিস্থ হইবেন।

এব্নে খাজা ফাতাস্ সর্ম্মামার সমাধি।

হিজরী ৩ সালের—৬২৪ খৃষ্টাব্দে শওয়াল মাসে এব্নে খাজা ফাতাস্ সর্মামা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই বাকী মাঠে চিরশান্তি লাভ করিতেছেন। *

মহাত্মা সা-আদের সমাধি। (২)

সদাশয় সা-আদ বেন্নে জারারাও এই প্রান্তরের রোহা নামক স্থানে অনন্ত শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। প্রথম হিজরী সনে মস্‌জেদে নবভী নির্ম্মাণকালে এই পুণ্যাত্মার মৃত্যু ঘটে। †

দেবী ফাতেমা জোহরার সমাধি।

জগজ্জননী ফাতেমা দেবীর আদেশক্রমে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ কাহাকেও প্রদান করা হয় নাই। তাঁহার জানাজায়ও এক খলিফা আলী এবং পরিবারস্থ কতিপয় লোক ভিন্ন অপর কেহ যোগদান করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও রজনীযোগে সম্পন্ন হইয়াছিল। এইরূপ নানা কারণে তাঁহার সমাধি-সৌধ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক এবং হাদিসবেত্তৃগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

---

* এব্নে খাজা ফাতাস সর্মামা হাফ্‌জা দেবীর পূর্ব্বস্বামী। ইঁহার স্বর্গারোহণের পর বিবী হাফ্‌জা হজরতের সহিত পুনর্বিবাহিতা হন।

† কুমার ইব্‌রাহীমের জেয়ারত করিবার সময় এই সমুদায় আস্‌হাব মনস্বিগণের জেয়ারত করাও তীর্থ যাত্রিগণের কর্ত্তব্য। কুমার ইব্‌রাহীমের সমাধি-স্তম্ভের পৃষ্ঠে ইঁহাদের নামের তালিকা লিখিত আছে।

কেহ কেহ বলেন;—ফাতেমা দেবী বাকী প্রান্তরে অনন্ত শয্যায় বিশ্রাম ভোগ করিতেছেন। আবার কাহারও মতে তিনি তদীয় বাসগৃহেই সমাধিস্থা হইয়াছেন। *

মহাত্মা মসউদী মরোহে জাহাবে লিখিয়াছেন,—ইমাম হাসান, ইমাম জয়নাল আবেদিন, ইমাম মোহাম্মদ বাকের ও ইমাম জা-আফর সাদেক (রাঃ) প্রভৃতির গোরস্থানে এক এক খণ্ড শিলা-লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে;—"সমুদায় প্রশংসা ঈশ্বরের এবং চূর্ণীকৃত অস্থি মজ্জার পুনর্জ্জীবনকারীর। এই সমাধি হজরত-কন্যা ফাতেমা দেবীর, এবং হাসান বেন্নে আলী ও জা-আফর সাদেক বেন্নে মোহাম্মদ বাকের প্রভৃতির।" আব্বাসীয়া খলিফা আবদুল্লা—আবূল কাসেমের রাজত্ব সময়ে এই শিলা-লিপি হিজরী ৩৩৩ সনে—৯৪৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়।

অনুসন্ধানে যত দূর জানা যায়, তাহাতে বাকী প্রান্তরেই ফাতেমা দেবীর সমাধির স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অনেক মনস্বী যোগ-বলে তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

ইমাম হাসানের সমাধি।

বর্ণিত আছে,—ইমাম হাসান (রাঃ) মৃত্যুকাল আসন্ন বুঝিতে পারিয়া আয়শা দেবীর নিকট বলিয়া পাঠান,—"আপনার অনুমতি পাইলে আমার জগৎপূজ্য মাতামহ হজরতের পার্শ্বে আমার দেহ সমাধিস্থ হইতে পারে।" ইহাতে আয়শা দেবী কিছু আপত্তিতে

---

* এই প্রাসাদ মসজেদে নবভীর সংলগ্ন।

সম্মতি প্রদান করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বনী-উম্মিয়া সম্প্রদায় সশস্ত্র যুদ্ধে অগ্রসর হন। এ দিকে বনী-হাসেম (ইমাম হাসানের বংশধরগণ) সম্প্রদায়ও তাহাদের প্রতিরোধার্থে আসরে অবতীর্ণ হন। ক্রমে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। ইহাতে ইমাম হাসান স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আপোষে বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং বলেন যে,—"আমাকে বাকী প্রান্তরে আমার মাতৃদেবীর পার্শ্বে গোর দিও।" *

ইমাম হুসাইনের সমাধি।

পাপাত্মা এজিদ **ইমাম হুসাইনের** পবিত্র শির মদিনার শাসন-কর্ত্তা উমর বেন্নে আসের নিকট প্রেরণ করিলে উমর তাহা বস্ত্রাবৃত করত তদীয় মাতৃদেবী ফাতেমা দেবীর পার্শ্বে সমাধিস্থ করেন।

মতান্তরে প্রকাশ,—পাপিষ্ঠ এজিদ কালগ্রাসে পতিত হইলে ইমাম হুসাইনের পবিত্র শির এজিদের কোষাগারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে তাহা বস্ত্রাবৃত করিয়া দামস্কের **বাবুল ফারদিসে** সমাধিস্থ করা হয়।

---

* ঐতিহাসিক সৈয়দ বলেন,—"হিজরী ৮৬৬ (১৪৬২ খৃঃ) সালে হুসাইন ও আব্বাসের সমাধি সৌধের মধ্যস্থলে এক কবর খনিত হইলে কাষ্ঠের এক **তাবুৎ** দৃষ্টিগোচর হয়। উহাতে রক্ত বর্ণের আবরণ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে আবরণ প্রভৃতি পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ বলিয়া দেখা যাইতে ছিলনা। সম্ভবতঃ এই তাবুৎ খলিফা আলীর। জবীর বেন্নে বেকার কর্ত্তৃক ইহা বর্ণিত।

মহাত্মা আব্বাসের সমাধি।

ঐতিহাসিক প্রবর এব্নে-শীবা বলেন,—মহাত্মা আব্বাস বেন্নে আবদুল মোতালেব (রাঃ) কেও বাকী মাঠে কবরস্থ করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময় মহানুভব আব্বাসের কবরে একটি বড় কোব্বা নির্ম্মিত হইয়াছে।

সুফিয়া দেবীর সমাধি।

এব্নে-শীবা বলেন, বাকী মাঠ গমনের পথের প্রান্তভাগে সুফিয়া বেন্তে আবদুল মোতালেবের সমাধি দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময় এই কবরের পার্শ্ব দিয়া নগর-প্রাচীরের দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বাকী-অভিমুখী দ্বার।

মহাত্মা আবূ সুফিয়ানের সমাধি।

আবূ সুফিয়ান হিজরী ২০ (৬৪২ খৃঃ) স্বর্গারোহণ করেন এবং বাকী মাঠে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হন। খলিফা উমর ফারুক তাঁহার জানাজা পড়েন। বর্ত্তমান সময় মহাত্মা আবদুল্লা বেন্নে জা'ফরের কোব্বায় আকীল বেন্নে আবূ তালেবের মধ্যস্থানের প্রাচীরে লিখিত আছে,—"এই কোব্বায় মহানুভব আবূ সুফিয়ানের সমাধি কিম্বা মহাত্মা আকীলের সমাধি।" ইহা লইয়াই মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

সঁহ্‌মনূদী বলেন,—এই কোব্বায় আবূ সুফিয়ানের সমাধি বলিয়া অনুমিত হয়।

বিবী উম্মে সালেমার সমাধি।

হজরতের সহধর্ম্মিণী উম্মে সালেমা দেবীও এই বাকী মাঠে অনন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছেন।

আয়শা দেবীর সমাধি।

সহীহ্ বোখারী-শরীফে উল্লিখিত আছে,—হজরতের সহধর্ম্মিণী আয়শা দেবী মহাত্মা আবদুল্লা বেন্নে জুবীর (রাঃ) কে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—"আমাকে হজরতের আস্‌হাবগণের সহিত বাকীতে গোর দিও।" *

মহাত্মা উসমানের সমাধি।

এব্নেশীবা বলেন,—তৃতীয় খলিফা মহাত্মা উস্‌মানকে হজরতের সঙ্গে সমাধিস্থ করিতে চাহিলে মিসরবাসিগণ তাহাতে বাধা প্রদান করেন। এমন কি তথায় তাঁহার জানাজা পড়িতেও দেওয়া হয় নাই। তার পর জুবীর বেন্নে মোত্‌আ-আম হাকিল বেন্নে খারাম, আবদুল্লা বেন্নে জুবীর এবং আরও কতিপয় আস্‌হাব আসিয়া তথা হইতে শব উঠাইয়া বাকী মাঠে লইয়া যান। দুরাচারগণ সেখানেও তাঁহার সমাধি করিতে

* দেবী মায়মূনা ভিন্ন হজরতের সকল পত্নীই মদিনায় ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। মায়মুনা দেবী তানইমের অনতি দূরে শরাফ নামক স্থানে অনন্ত শয্যায় শায়িত আছেন। সেই স্থানে তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়াও সম্পন্ন হইয়াছিল।

নিষেধ করে। অবশেষে তদীয় শব হুস্‌নে কাওয়া কাবে * নীত হয় এবং জানাজার পর তথায় সমাধিস্থ হয়। কবরের চতুর্দ্দিক প্রাচীর দিয়া তৎক্ষণাৎ সমাধি গোপন করিয়া রাখা হয়।

মহাত্মা সা-আদের সমাধি। (৩)

মহানুভব সা-আদ বেন্নে মা-আজুন আশহলী খন্দক অভিযানে অস্ত্রাঘাতে আহত হইলে কিয়দ্দিন পর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। হজরত স্বয়ং তাঁহার জানাজা পড়িয়া বাকীর এক পার্শ্বে সমাধিস্থ করেন।

আবি সাইদ খদরীর সমাধি।

ঐতিহাসিকগণ বলেন,—আবি সাইদ খদরীর (রাঃ) পুত্র মহাত্মা আবদুর্ রহমান বলিয়াছেন,—"আমার পিতা আমাকে এক দিবস বলেন যে,—"বাবা! আমার বয়স অনেক হইয়াছে। আমার সমবয়স্ক সকলেই নশ্বর জীবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তুমি আমার হাত ধরিয়া আমাকে বাকী প্রান্তরে লইয়া চল।" প্রান্তরে

---

* হুস্‌নে কাওয়া-কাব বাকী প্রান্তরের পূর্ব্বদিকস্থ একটি বাগানের নাম। বাকীর বহির্ভাগে অবস্থিত বলিয়া তথায় শব প্রোথিত করিতে লোকে ঘৃণা করিত। এই উদ্যানে সর্ব্ব প্রথম মহাত্মা উস্‌মান সমাধিস্থ হন।

খলিফা মাভিয়ার পক্ষ হইতে মার্‌ওয়ান যখন মদিনার প্রতিনিধি ছিলেন, তখন তিনি হুস্‌নে কাওয়াকাব বাকীর সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন। যে প্রস্তর হজরত স্বহস্তে মহাত্মা উস্‌মান বেন্নে মাজউনের কবরের চিহ্ন রাখিয়া ছিলেন, মার্‌ওয়ান উহাও মহাত্মা উস্‌মানের সমাধি-সৌধে স্থাপিত করেন। তার পর তিনি প্রকাশ করেন,—"এখন সকলে এই সমাধির চতুর্দ্দিকে শব সমাধিস্থ কর।"

উপনীত হইয়া তিনি বলিলেন,—"আমাকে এইখানে সমাহিত করিও। আমার মৃত্যুসংবাদ ছোট বড় কাহাকেও জ্ঞাত করিও না। আমার শব আনিবার সময় দ্রুতগতিতে চলিও। কেহ যেন আমার মৃত্যু জনিত দুঃখে ক্রন্দন না করে।" পিতৃদেব স্বর্গারোহন করিলে আমি তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তথাপি আমাদের পূর্ব্বেই লোক সমাগমে প্রান্তর লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল।"

দশম সংখ্যক কোব্বা।

[নিম্নোক্ত ১০টি সমাধিতে **কোব্বা** (সৌধ) আছে।]

(১)—**মহাত্মা আব্বাস** বেন্নে আবদুল মোতালেবের সমাধিতে। ইহা বাগ্দাদের আব্বাসীয়া খলিফা হিজরী ৫১৯ সাল—১১২৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন।

(২)—**হজরতের কন্যাগণের** সমাধিতে।

(৩)—**হজরতের সহধর্ম্মিণীগণের** সমাধিতে।

(৪)—হজরতের শিশুপুত্র **ইব্রাহীমের** সমাধিতে। *

(৫)—**আকীল** বেন্নে আবূ তালেবের সমাধিতে। †

(৬)—হজরতের পিতৃষসা **সুফিয়া দেবীর** সমাধিতে। ইহা নগর-প্রাচীরের পার্শ্বে অবস্থিত।

(৭)—**মহাত্মা উস্মানের** সমাধি কবরে। ‡

---

* কুমার ইব্রাহীমের ও হজরতের সহধর্ম্মিণীগণের কোব্বার মধ্যস্থলে আরও দুইটি কোব্বা আছে। উহা নিম্নের শেষ দুইটি কোব্বা।

† এই কোব্বার নিকটে গিয়া প্রার্থনা করিলে তাহা বিধাতার নিকট গ্রাহ্য হয়।

‡ এই কোব্বায় আর একটি কবর আছে। ঐতিহাসিকগণ উহাকে নির্ম্মাতার কবর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(৮)—খলিফা আলীর মাতৃদেবীর সমাধিতে।

(৯)—নবম কোব্বায় ইমাম মালেক বেন্নে ঈন্স সমাহিত। §

(১০)—দশম কোব্বায় ইমাম নাফে মুলি বেন্নে উমর (রাঃ) সমাহিত।

উপরে কেবল কয়েকটি প্রকাশ্য কোব্বার নাম মাত্র উল্লেখ হইয়াছে; তদ্ভিন্ন নগর প্রাচীরের মধ্যে আরো কতিপয় কোব্বা আছে; নিম্নে একটির নামোল্লেখ করা গেল।

(১) ইমাম জা-আফর সাদেকের পুত্র ইস্‌মাইলের কোব্বা। ইহা মহাত্মা আব্বাসের কোব্বার পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত। ইহা নগর-প্রাচীর প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বে নির্ম্মিত। মসজেদে ফাতাহ্‌ এর সংস্কারক এবে আবিল হিজা হিঃ ৫৪৬ (১১৫১ খৃঃ) সনে ইহা নির্ম্মাণ করেন। প্রাগুক্ত কোব্বার সীমা দক্ষিণ দিক হইতে ইমাম জয়নাল আবেদিনের প্রাসাদের সিংহ-দ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাকীর জেয়ারত।

বাকীর জেয়ারত সম্বন্ধে বহু মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হয়। মদিনা বাসীদের মতই সমীচীন বলিয়া এস্থলে উল্লেখ করা গেল। প্রথম মৌকুফ শরীফে (মস্‌জেদ বিশেষ) উপনীত হইয়া

§ কুমার ইব্‌রাহীম ও ইমাম মালেকের সমাধির মধ্যভাগে আরও একটি সমাধি নয়নগোচর হয়। উহাতে আবদুর্‌ রহমান বেন্নুল খাতাব (রাঃ) সমাধিস্থ আছেন। আবদুর্‌ রহমানের আর এক নাম আউস্যাত; কিন্তু সাধারণতঃ আবূ শহ্‌মী নামই অধিক প্রকাশ্য।

বাকীর সমুদায় পবিত্রাত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া তারপর ঈশ্বর সমীপে আপনার অভিষ্ট কামনা নিবেদন করিতে হয়। অতঃপর যে কোন নির্দ্দিষ্ট কবরের পার্শ্বে গমন করাই বিধি। *

বাকী প্রান্তরের বহির্ভাগস্থ কোব্বা।

(১)—বীরবর হামজা বেন্নে আবদুল মোতালেবের কোব্বা।

আব্বাসীয় খলিফা নাসেরদ্দিনের মাতা হিজরী ৫৯০ (১১৯৫ খৃঃ) সালে এই কোব্বা প্রস্তুত করেন। এই সনে ধর্ম্মবীর আমীর হামজার মৃত্যু-তারিখ-খোদিত প্রস্তর খণ্ড **মস্‌জেদে মেসর** হইতে কোব্বায় সংলগ্ন করা হয়। পরে কাতিলার সুলতান হিঃ ৮৯৩ (১৪৮৮ খৃঃ) সালে কোব্বার ও বারেণ্ডার আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া সংস্কার করেন। এই কোব্বার মধ্যে সন্‌কর তুর্কী নামধেয় এক ব্যক্তিও সমাধিস্থ হইয়াছেন। কোব্বার বারেণ্ডায় মদিনার জনৈক পুণ্যাত্মা আমীর সমাধিস্থ আছেন। †

(২)—মালেক বেন্নে সনানের সমাধির কোব্বা।

---

* বাকীতে যাত্রিগণ জেয়ারত করিতে গিয়া প্রথম—"আল্লা হুম্মা আগ্‌ফের্ লে-আহ্‌লে বাকীইল গার্‌ফাদে। আল্লা হুম্মা লা তুহ্‌রেমনা আজ্‌রাহুম, ওয়ালা নাফাক্‌না বা-আছাহুম ওয়াগ ফের্‌লানা ওয়ালা হুম।" পাঠ করা মোস্তাহাব।

ইহার পর কিম্বা পূর্ব্বে একাদশ বার 'সুরে এক্‌লাস' পাঠ করিতে হয়। উহা পাঠ করা "সুন্নতে মোওয়াক্কাদা।"

† বীরবর আমীর হামজার ভাগিনেয় আবদুল্লা বেন্নে হাজ্‌সা (রাঃ) এবং মোসা'ব বেন্নে উমীর (রাঃ) ও তাঁহার সন্নিকটে সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি যাত্রিগণের সম্মান প্রদর্শন কর্ত্তব্য।

মহাত্মা আবূ জা-আফর ইমাম মোহাম্মদ বাকের বলেন,—ফাতেমা দেবী আমীর হামজার সমাধি সৌধে প্রায়শঃই গমন করিয়া তথায় নামাজ পড়িতেন ও রোদন করিয়া শোক প্রকাশ করিতেন।

এই মহাত্মা উহুদ-অভিযানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ইঁহার সমাধি-স্থান মদিনার বাজারে পরিণত ছিল।

(৩)—ইমাম হাসানের পৌত্র মহাত্মা মোহাম্মদের কোব্বা।

এই কোব্বা 'নফ্‌স জকিয়া' নামে প্রসিদ্ধ। বাগ্দাদের খলিফা নীচাশয় আবূ জা-আফর মন্সূরের আদেশে এই পুণ্যাত্মা * নিধন প্রাপ্ত হন।

কোব্বাটি মদিনার বাহিরে—সালাআ পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। সেই স্থানে একটি মস্‌জেদও বিরাজমান। মস্‌জেদের সম্মুখভাগের দিকে একটি নহর আছে। ইহা **আইনে জরফান** সহিত সম্মিলিত।

---

* মহানুভব মোহাম্মদের পবিত্র কর-স্পর্শে বহু মুসলমান তদীয় অধীনতা (বয়াত) স্বীকার করে। খলিফা মন্সুর এই সংবাদ শ্রবণে তদীয় পিতৃব্য ঈসাকে চারি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মোহাম্মদের নির্য্যাতনে প্রেরণ করেন। ঈসা সালাআ পর্ব্বতে শিবির সন্নিবেশ করিয়া মোহাম্মদকে বলিয়া পাঠায়,—"আমি আপনাকে মুক্তি দিতে পারি, যদি আপনি খলিফা মন্সূরের কর-স্পর্শে তদীয় অধীনতা স্বীকার করেন।" ইহাতে ধর্ম্মের উজ্জ্বল ভাস্কর, হজরতের সুযোগ্য বংশধর তেজস্বী মোহাম্মদ উত্তর প্রদান করেন,--"ঈশ্বরের শপথ।—যাহাতে আত্ম মর্য্যাদা পদ-দলিত হয়, সেইরূপ জীবন হইতে সসম্মানে মৃত্যু আলিঙ্গনই শ্রেয়ঃ।"

অতঃপর তদীয় সহচর অনুচরগণ অবগাহন-শুদ্ধ হইয়া সুগন্ধাদি বিলেপন করত প্রবল পরাক্রমে ঈসাকে আক্রমণ করিলেন। ঈসাকে তিন বার ছত্রভঙ্গ ও পর্য্যুদস্ত করিয়া অবশেষে তাঁহারা সহর্ষে মৃত্যু-আলিঙ্গন করেন।

মহোদয় মোহাম্মদ আবদুল্লা বেন্নে উমর সালেমের নিকট বলিয়াছিলেন,—"যুদ্ধকালে একখণ্ড মেঘ যদি আমার মস্তকের উপর ছায়া প্রদান করে, তবেই আমার জয় নিশ্চিত জানিও; আর যদি ঈসার শিরে মেঘ খণ্ডের ছায়া পতিত হয়, তবে তাহারই জয় হইবে।" যুদ্ধকালেও বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল।

মোজাদ্দাদ এব্নে জুজীর পৌত্র **রেয়াজুল আবহামে** লিখিয়াছেন,—"ঈসা মহাত্মা মোহাম্মদের পবিত্র শিরঃ খলিফা মন্সুরের সমীপে পাঠাইয়া দেন এবং তদীয় ভগ্নী জয়নব তাঁহার দেহ লুক্কায়িতরূপে বাকীতে সমাধিস্থ করেন। পুণ্যাত্মা মোহাম্মদের হাতে খলিফা আলীর "জোলফুকার" নামক তীক্ষ্ণধার তরবারি ছিল।"

নবম অধ্যায়।

উহুদ গিরি।

ইতিহাসের সহিত **উহুদ গিরির** ঘনিষ্টতম সম্বন্ধ। **উহুদ-অভিযান** হজরতের জীবনের অন্যতম কীর্ত্তি-স্তম্ভ।

হজরত এক দিবস উহুদ গিরির-শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, —"এই পর্ব্বত আমাকে বন্ধু জানে, আমিও ইহাকে বন্ধু জানি।"

যুদ্ধকালে বিধর্ম্মিগণ আয়ের পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিত। আজিও উপরোক্ত দুইটি গিরির দুইটি বিশেষগুণ পরিলক্ষিত হয়। একটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নয়নে এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃকণা প্রতিভাসিত হয়; অপরটির দিকে নেত্র যোজনা করিলে হৃদয়ে কেমন একটা উদাস ও শোক মিশ্রিত ভীতি-ভাবের সঞ্চার হয়।

উহুদ মদিনার দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত। অপর কোন গিরিশৃঙ্গের সহিত ইহার সংশ্রব নাই। হজরত বলিয়াছেন,—"এই উহুদ স্বর্গস্থ নন্দন-কাননের একটি পর্ব্বত বিশেষ। তোমরা ইহার ফল মূল ভক্ষণ কর।"

তিনি আরো বলিয়াছেন,— "উহুদ, ওয়ারফান, তোর, লাবনান, এই পর্ব্বত চতুষ্টয়,—নীল, ফারাত, সীহান, জীহান—এই নহর চতুষ্টয় এবং বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইন—এই অভিযান চতুষ্টয় অপার্থিব জিনীস।"

এবনে শীবা ঈব্‌নে [illegible]নে মালেক (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন,— "হজরত বলিয়াছেন,—'হজরত মোসা (আঃ) **তুর পর্ব্বতের** উপর ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় পরমেশ্বরের অলৌকিক ভাস্কর

জ্যোতিঃতে ছয়টি পর্ব্বত উড়িয়া গিয়াছিল। তাহাতে উহুদ, ওয়ারফান, রেজওয়া—এই তিনটি মদিনায় এবং হেরা, ছবীর, ছোর—এই তিনটি মক্কা-শরীফে নিপতিত হয়।"

এবে শীবা মহাত্মা জ্বাবের বেন্নে আবহুল্লা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন,—"যখন হজরত মোসা ও হজরত হারুণ (আঃ) হজ্জ বা উমরা ব্রতোদ্‌যাপনার্থ মক্কায় আসেন, তখন প্রত্যাগমন কালে তাঁহারা উহুদের উপর আরোহণ করেন। এই সময় সহসা হজরত হারুণের প্রাণ বিয়োগ হয়। আজিও উহুদের উপর তদীয় সমাধি বর্ত্তমান।"

কিছুদিন হইল, জনৈক ফকীর এই পর্ব্বত-শৃঙ্গে একটি মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হজরত কোন্ পথে ও কোন্ দিক দিয়া এই গিরি-শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই।

বীরবর আমীর হামজা শহিদী * প্রাপ্ত হইলে হজরত তদীয় শবের পার্শ্বে গিয়া দেখেন যে, বিধর্ম্মিগণ তাঁহার নাসিকা ও কর্ণ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে এবং উদর চিরিয়া হৃদপিণ্ডও বাহির করিয়া নিয়াছে। এই ঘটনা উহুদ **অভিযানেই** সংঘটিত হইয়াছিল।

আবূ দাউদ হাকেম তদ্রচিত "সহীহ্"তে লিখিয়াছেন,——"হজরত বলিয়াছেন,—উহুদের দিবস আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণের যাহা যাহা ঘটিবার ছিল, তাহা সকলই ঘটিয়াছে। ঈশ্বর তাহাদের পবিত্রাত্মা সমূহকে সবুজ পাখীর নীড়ে রাখিয়াছেন। তাঁহারা এখন স্বর্গের নহর-সলিল পান্ করিয়া পিপাসা নিবারণ এবং সুমিষ্ট স্বর্গীয় ফল ভক্ষণ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে। জগদীশ্বরের সুমহান সিংহাসনের নিম্নে অগণ্য আলোক-মালার সম্মুখে আজ তাহারা বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে করিতে

* ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণকে 'শহীদ' (**Martyr**) বলে।

পরমেশ্বরের সমীপে নিবেদন করিতেছে,—"হে দয়াময় বিভো! আমাদের এই সুখ শান্তির কথা আমাদের পৃথিবীস্থ ভ্রাতৃগণকে জানিতে দাও,—যেন তাহারা এহেন পুণ্যজনক কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন না করে এবং তদ্দ্বারা অনন্ত সুখ-শান্তি লাভে বঞ্চিত না হয়।" এই সময় এই আয়াৎ অবতীর্ণ হয়,—"তোমরা ইহা মনে স্থান দিওনা যে, শহীদগণের মৃত্যু হইয়াছে, ঈশ্বরের নামে মৃত্যু জীবন-তুল্য। তাহারা বিশ্বপিতার নিকট স্বীয় খাদ্য প্রাপ্ত হয়।"

উহুদে ৭০ জন শহীদের শমাধি আছে। সেই সকল সমাধির কোন শৃঙ্খলাবিধান হয় নাই। হজরত এক এক সমাধিতে দুই জন তিন জন করিয়াও সমাহিত করিয়াছেন। এই লোমহর্ষণ শোচনীয় যুদ্ধ-ঘটনার ৪৬ বৎসর পরে কোন কোন সমাধির মৃত্তিকা উত্তোলন দ্বারা জানা গিয়াছে যে, তন্মধ্যস্থ শব আবরণ (কাফন) সহ পুষ্পের ন্যায় সদ্যঃ তাজা রহিয়াছে,—যেন বিগত কল্য সমাধিস্থ হইয়াছে মাত্র! কোন কোন শব আহত স্থানে নিজের হাত রাখিয়াছে! কর স্থান চ্যুত করা মাত্র ক্ষত-স্থান হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। ক্ষত-স্থান হইতে হাত উঠাইয়া ছাড়িয়া দিলেও পুনরায় তাহা পূর্ব্ববৎ সেই ক্ষতস্থানেই স্থাপিত হইত! তাৎকালিক নদীর বন্যা প্রভৃতির উৎপীড়নের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল সমাধি খননের প্রয়োজন হইয়াছিল।

এক সময় খলিফা মাভীয়া একটি নহর খনন করিয়া তাহা উহুদের উপর দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে তথাকার অনেক সমাধি হইতে শব উঠাইয়া পৃথক পৃথক ভাবে সমাহিত করিতে হইয়াছিল।*

* ইমাম তাজদ্দিন সবকী (রাঃ) **সাফাউল এস্‌ফামে** লিখিয়াছেন,—'যখন খলিফা মাভীয়া নহর খনন করেন এবং শহীদদিগকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ প্রদান করেন, তখন মাটি কাটিবার সময় বীরবর আমীর হামজার শবের পদে অস্ত্রের আঘাত লাগে। তাহাতে উহা হইতে রক্ত-পাত হয়।'

খলিফা মাভীয়া কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন,—উহুদের উপর দিয়া নহর-খনন সময়ে শহীদগণের যে সকল শব উত্তোলিত হইবে, তাহাদের স্বজনেরা সেই সকল শব স্থানান্তরে নিয়া সমাহিত করিতে পারিবে।

এতদ্ভিন্ন যিনি যেখানে শহীদ হইতেন, প্রায়শই তিনি তথায়ই সমাধিস্থ হইতেন। মালেক বেন্নে সনাম উহুদে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মদিনায় আসিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মদিনা-শরীফেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

দশম অধ্যায়।

হজরতের উক্তি।

প্রথম হাদিস—হজরত বলিয়াছেন,—'যে ব্যক্তি আমার সমাধি-মন্দিরের জেয়ারত করিবে, তাঁহার জন্য ঈশ্বরের সমীপে মুক্তি প্রার্থনা করা আমার কর্ত্তব্য (ওয়াজেব)।

দ্বিতীয়—যে কোন ব্যক্তি হজ্জ করিয়া আমার সমাধি-সৌধ জেয়ারত করিবে, সে যেন আমার জীবিতাবস্থায় আমার সহিত দেখা করিয়া গেল।

তৃতীয়—যে ব্যক্তি কাবার হজ্জ করত আমার রওজা জেয়ারত করে না, সে আমার প্রতি অত্যাচার করিল।

চতুর্থ—যে ব্যক্তি মদিনায় আসিয়া আমার জেয়ারত করিবে, আমি তাহার পরিত্রাণ করিব এবং সঙ্গী হইব।

পঞ্চম—যে কোন ব্যক্তি একাগ্র মনে আমার জেয়ারত করিবে, সে পরকালে আমার প্রতিবাসী হইবে।

ষষ্ঠ—যে ব্যক্তি হজ্জ করিয়া আমার সমাধি জেয়ারত করিবে এবং বিধর্ম্মিগণের সহিত একবার যুদ্ধ করিবে ও বয়তুল মোকা-দ্দসে উপাসনা করিবে, ঈশ্বর তৎকর্ত্তৃক কর্ত্তব্য ফরজ সমুদায় ক্ষমা করিবেন।

সপ্তম—যে ব্যক্তি আন্তরিক ভক্তি ও ইচ্ছার সহিত, কাবা-শরীফ ও আমার জেয়ারত করিবে, তাহার জন্য যুগল হজে পুণ্য লেখা যাইবে।

অষ্টম,—হজরত ইব্ন বেন্নে মালেক (রাঃ) বলেন, হজরত বলিয়াছেন,—"ভাববাদী (পায়গাম্বর) গণ শাশ্বতকাল জীবিত থাকিয়া স্বস্ব সমাধি-মন্দিরে নামাজ পড়িয়া থাকেন।" *

নবম,—হজরত স্বয়ং জীবিত থাকিবেন, তদীয় নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে তাহার স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়,—"কস্মিন কালেও ইহার অন্যথা হইবেনা,—কেহ আমাকে সালাম করিলে ঈশ্বর আমার আত্মা আমাকে প্রদান করিবেন ; আমি তাহাকে প্রতি সালাম দিব এবং তাহার জন্য প্রার্থনা করিব।"

দশম,—মহাত্মা আবূহুরেরা বর্ণনা করিয়াছেন,—হজরত বলিয়াছেন,—"যে কোন ব্যক্তি আমার রওজায় উপস্থিত না হইয়াও আমাকে দরুদ সালাম করিলে, ঈশ্বর এক দূত দ্বারা তাহা আমার নিকট উপনীত করিবেন ; আমি পরকালে তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিব ও তাহাকে পরিত্রাণ করিব।"

হজরত বলিয়াছেন,—"কোন মহাপুরুষই তিন দিবসের অধিক সমাধি-সৌধে থাকিতে পারেন না। আমি, আমার, শিষ্য (উম্মত) মণ্ডলীর সহিত মহা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিব এবং তাহাদের আপদ বিপদ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব।"

---

* এই হাদিসে ভাববাদিগণের লৌকিক মৃত্যু হইলেও জীবিত থাকার আভাষ পাওয়া যায়।

হজরতের সমাধি মাহাত্ম্য।

এবে নাজ্জার ইব্‌রাহীম বেন্নে বাশর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন,—ইব্‌রাহীম বলেন,—"এক বৎসর আমি হজ্জ করিতে আসিয়া হজরতের রওজা জেয়ারত করিবার জন্য মদিনা উপনীত হইলাম। আমি রওজার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সালাম করাতে "ওয়া আলায় কাস্ সালাম" এই উত্তর শুনিতে পাইলাম।" এইরূপ উত্তর অনেক সময় অনেক পুণ্যাত্মাই শুনিতে পাইয়াছেন।

মোহাম্মদ বেন্নে হরব হেলালী বলেন,—"আমি মদিনা উপনীত হইয়া হজরতের সমাধি-সৌধ জেয়ারত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। এক দিবস জনৈক এরাবী আসিয়া হজরতের রওজা জেয়ারত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"হে রসুল! খোদা আপনার প্রতি এক সত্য কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। উহাতে আদেশ আছে,—"[হে মোহাম্মদ! (দঃ)] এই ব্যক্তি সমূহ তোমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা তোমার নিকট আগমন করিলে তুমি ঈশ্বরের সমীপে তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিও।" আমি আপনার সমীপে হাজির হইয়া, আজ আমার দুষ্কর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনার শ্রীচরণে মুক্তির ভরসায় আসিয়াছি।"—এই বলিয়া রোরুদ্যমান এরাবী আরবী পদাবলী পড়িয়া চলিয়া গেল।"

"ইহার পর স্বপ্নে হজরত আমাকে অভিজ্ঞাত করিলেন,—"তুমি সেই এরাবীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে সু সংবাদ দেও যে, নিরাকার সত্য নিরঞ্জন আমার প্রার্থনায় তাহার পাপ মার্জ্জনা করিয়াছেন এবং তাহাকে পাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন।"

খলিফা আলী বলিয়াছেন,—"হজরতের স্বর্গারোহণের তিন দিবস পর জনৈক এরাবী আসিয়া হজরতের রওজায় পড়িয়া গড়াগড়ি

যাইতেছিল, এবং বলিতেছিল,—"হজরত! যাহা আপনি ঈশ্বরের মুখে শুনিয়াছেন, তাহাই আমরা আপনার মুখে শুনিয়া ছিলাম; যাহা আপনি ঈশ্বরের নিকট শিখিয়াছেন, আমরা তাহাই আপনার নিকট শিখিয়াছিলাম। আপনার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে—"যে সকল ব্যক্তি তোমার প্রতি অত্যাচার করিতেছে, তাহারা তোমার নিকট আসিলে (তাহাদের জন্য) পরমেশ্বরের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিও।" আমি আপনার উপর অত্যাচার করিয়াছি;—এখন আবার আপনার শ্রীপাদ পদ্মে আশ্রয় লইতেছি। আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা ও মুক্তি প্রার্থনা করুন।" এমন সময় রওজা হইতে গম্ভীরনাদে উত্তর হইল,—

"তোমার পাপ মুক্ত হইল।"

মোহাম্মদ বেন্নে মন্‌কদর বলেন,—"এক ব্যক্তি আমার পিতার নিকট অশীতিটি মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া জেহাদে গমন করেন, এবং বলিয়া যান যে, 'আপনার আবশ্যক হইলে ইহা হইতে আপনি খরচ করিতেও পারিবেন।' আমার পিতা সমস্ত মুদ্রা ব্যয়িত করিয়া ফেলেন। কিছুদিন পর উক্ত ব্যক্তি আসিয়া মুদ্রা চাহিলে পিতৃদেব বলিলেন, 'আগামী কল্য আসিয়া মুদ্রা লইয়া যাইবেন।' তখন আমার পিতার মুদ্রা পরিশোধের কোনও উপায় ছিলনা। তিনি রজনীতে হজরতের মস্‌জেদে চলিয়া গেলেন এবং বেদীর পার্শ্বে স্বীয় দারিদ্র্যদুঃখ বিমোচনের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। রজনীর গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া জনৈক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পিতার হস্তে ৮০টি মুদ্রার এক তোড়া দিয়া নিমিষে চলিয়া গেলেন। প্রাতঃকালে পিতৃদেব সেই মুদ্রা দিয়া আপনার সত্য রক্ষা করিয়া অব্যাহতি লাভ করিলেন।

ইমাম আবূবাকর বেন্নে মকরী বলেন—"তেব্‌রানী আবূশ্‌ শেখ এবং আমি ক্ষুধা-ক্লিষ্ট হইয়া হজরতের হারমে (বারাণ্ডায়)

বসিয়াছিলাম। রজনী ১০ ঘটিকার সময় হজরতের রওজায় গিয়া আমি "ইয়া রাসুলাল্লাহ্" বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আবূশ্, শেখ ও আমি শয়ন করিলাম; তেব্‌রানী বসিয়া রহিলেন। এমন সময় সহসা এক ব্যক্তি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিল। আমি দ্বার খুলিয়া দিলে আগন্তুক ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার সহিত দুইজন দাস ছিল। দাসদের প্রত্যেকের হাতে প্রচুর পরিমাণে আহারীয় সামগ্রী ছিল। আগন্তুক আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভোজন ক্রিয়া সমাপন করিল এবং অবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহা আমাদের জন্য রাখিয়া গেল। সেই সদাশয় পুরুষ যাইবার সময় আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে সাধুগণ! আপনারা কি হজরতের রওজায় ক্ষুধার অভিযোগ আনিয়াছিলেন? হজরত স্বপ্নে আমাকে আদেশ করিয়াছেন,—"আমার পার্শ্বে কয়জন ক্ষুধার্ত্ত আছে; তুমি তাহাদিগকে আহার করাইয়া আইস।"

এব্নে জালা বলেন,—"মদিনায় উপনীত হইয়া আমাকে দুই দিবস উপবাসী থাকিতে হইল। অনশন-ক্লেশে দুর্ব্বল ও কাতর হইয়া অবশেষে হজরতের রওজায় গিয়া প্রার্থনা করিলাম,—"**আমি আপনার অতিথি।**" এই মাত্র বলিয়া আমি শয্যায় আসিয়া নিদ্রাভিভূত হইলাম। স্বপ্ন মধ্যে হজরত আমাকে এক খণ্ড রুটী প্রদান করিলেন। আমি উহার অর্দ্ধাংশ মাত্র আহার করিয়াছি, এমন সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। জাগ্রৎ হইয়া দেখি যে, অর্দ্ধ খণ্ড রুটী আমার হাতে রহিয়াছে।"

আবূবাকর আকতা' বলেন,—"আমি মদিনা উপস্থিত হইয়া আহার্য্যের অভাবে পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত উপবাসী থাকি। তৎপর অনন্যোপায় হইয়া হজরতের রওজায় গিয়া নিবেদন করিলাম, "হজরত! আমি আপনার অতিথি।" এই

বলিয়া আমি নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গভীর তন্দ্রাবেশে স্বপ্নে দেখি যে, হজরত শুভাগমন করিতেছেন। খলিফা আবূবাকর তাঁহার দক্ষিণে, খলিফা উমর বামে এবং খলিফা আলী অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন। মহাত্মা আলী আমাকে বলিলেন,—"উঠ! হজরত শুভাগমন করিতেছেন।" আমি ভক্তিভরে দণ্ডায়মান হইয়া হজরতের ললাট দেশ চুম্বন করিলাম। হজরত আমাকে এক খণ্ড রুটী প্রদান করিয়া গেলেন। আমি উহা ভক্ষণ করিলাম। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখি যে, সেই রুটীর কিয়দংশ আমার হাতে রহিয়াছে।"

আহ্‌মদ বেন্নে মোহাম্মদ সুফী বলেন,—"তিন মাস কাল আমি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া ছিলাম; আমার বদনের চর্ম্ম ফাটিয়া গিয়াছিল। মদিনা উপনীত হইয়া হজরতের রওজায় সালাম দরুদ পড়িলাম। রজনীতে স্বপ্নে দেখি যে, হজরত শুভাগমন করত আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"কি, আহ্‌মদ আসিয়াছ? তোমার কি অবস্থা?" আমি নিবেদন করিলাম,—"আমি ক্ষুধিত ও আপনার নিমন্ত্রিত অতিথি, হজরত!" তদুত্তরে হজরত বলিলেন,—"তুমি হাত পাত।" আমি তাহাই করিলাম। তিনি অমনি কয়টি মুদ্রা প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে সেই মুদ্রা কয়টি প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম এবং বাজারে গিয়া তদ্দ্বারা আহার্য্য ক্রয় পূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলাম।"

এইরূপ বহুল সাধু, তপস্বী, মহর্ষি ও মনিষী-ঘটিত বহুল উদাহরণে মূল গ্রন্থখানি অলঙ্কৃত আছে। বাহুল্যভয়ে এখানে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

পরিশিষ্ট ৭

বেলালের আজান।*

হজরতের স্বর্গারোহণের পর বেলাল দুঃসহ শোকাচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া সিরিয়া প্রদেশে চলিয়া যান। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের সময় তিনি এক রজনী স্বপ্নে দেখেন, হজরত তাঁহাকে বলিতেছেন,—"হে বেলাল! একি অত্যাচার যে, তুমি আর আমার সহিত দেখা করিতেছ না?" সে দিন নিদ্রোত্থিত হইয়াই ধর্ম্মাত্মা বেলাল এক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ পূর্ব্বক মদিনা গমন করিলেন। মদিনায় উপনীত হইয়া তিনি অনেক রোদন করিয়া হজরতের রওজা জেয়ারত করিলেন। এমন সময় ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাঃ) বাহিরে আসিয়া ছিলেন। বেলাল ইমামদ্বয়কে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাঁহাদের মস্তক চুম্বন করিলেন। † বেলালকে দেখিয়া নগরীর সকলেরই ইচ্ছা হইল, পুনশ্চ তাহারা বেলালের সেই সুধাবর্ষী মধুর আজান-ধ্বনি শ্রবণে চরিতার্থ হয়। হজরত স্বর্গারোহণ করিলে পর খলিফা আবূবাকর সিদ্দিক বেলালকে আজান দিতে বলিয়া ছিলেন। তখন বেলাল অতি ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন,—"মহাত্মন্! আপনি আমাকে মুদ্রা বিনিময়ে ক্রয় করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে বিমুক্ত করিয়াছিলেন; আজও আমাকে সেইরূপ মুক্তি প্রদান করুন,—আমি আমার অবস্থায় অবস্থিতি করি। আমার আর এমন শক্তি নাই যে,

---

* নামাজের জন্য আহ্বান করাকে আজান বলে।

এস্থলে মূল ইতিহাসানুসারে পুণ্যাত্মা বেলালের মদিনা পরিত্যাগের পর পুনরায় মদিনা গমনের উল্লেখ করিতেছি।

† এ সময় জগজ্জননী দেবী ফাতেমা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

কাহাকেও আজান শুনাইতে পারি।” এই বলিয়া বেলাল সিরিয়া প্রদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন সকলে হতাশ হইয়া ইমামদ্বয়কে এ বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে জ্ঞাপন করেন। বেলাল ইমামদ্বয়ের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা **মেহ্‌রাবে** উঠিলেন এবং যে স্থানে হজরত জীবিত থাকিতে আজান দিতেন, সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া **আল্লা হু আক্‌বার** বলিবা মাত্র জন সাধারণের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। মদিনাবাসী এক অভূত-পূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল। **আশ্‌হাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌** পাঠের পর তাহারা দ্বিগুণ ভাবাবেশে আবিষ্ট হইল; সকলই উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিল। অতঃপর—**আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্‌**—আবৃত্তির পর যেন এক দ্বিতীয় মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। হজরতের বিয়োগজনিত বিস্মৃত শোক নূতন ভাবে সজীব হইয়া উঠিল! আবাল-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ এরূপ কেহই ছিলনা, যে স্ব স্ব গৃহ হইতে রোদন করিতে করিতে বাহির না হইয়াছিল! হজরতের জীবিতকালে বেলাল ‘আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ’ উচ্চারণ করিয়া আঙ্গুলি সঙ্কেতে হজরতকে দেখাইয়া দিতেন, (তাঁহার এই অভ্যাসই ছিল,) আজ যখন তিনি সেই স্থান শূন্য দেখিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তিনি নিম্নে অবতরণ করিলেন; তাঁহার আজান আর শেষ হইল না!

রওজায় খলিফাগণের সম্মান।

খলিফাগণ, কোন স্থানে গমন করিবার সময় রওজায় **সালাম দরুদ** পড়িয়া গমন করিতেন, প্রত্যাগমন কালেও তাঁহারা সেইরূপ সালাম করিতেন।

সিরিয়া প্রদেশ হইতে উমর বেন্নে আবদুল আজিজ দূত পাঠাইয়া হজরতের রওজায় সালাম প্রেরণ করিতেন। তদীয় সিংহাসনের উত্তরাধিকারিগণও এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

হাসান বেন্নে হুসাইন (রাঃ) বলেন,—"রওজার নিকট একদল লোককে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া আমি তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করি এবং বলি যে, হজরত বলিয়াছেন—"আমার রওজাকে কেহ ঈদ বিবেচনা করিওনা এবং স্বীয় গৃহে আমার রওজার **তাবুৎ** প্রস্তুত করিও না। তোমাদের যে স্থান হইতে ইচ্ছা, সেই স্থান হইতেই আমার প্রতি দরুদ সালাম প্রেরণ করিতে পার।"

দরুদ মাহাত্ম্য।

পবিত্র কোর্-আন-শরীফে উক্ত আছে,—"ইল্লাল্লাহা ওয়া মালায়েকা তাহু, ইউ সাল্লুনা আলান্নবিই; ইয়া আইউ হাল্লাজিনা আমানু সাল্লু আলায়হে ওয়া সাল্লেমু তাস্লিমা।" অর্থাৎ—নিশ্চয় পরমেশ্বর এবং তদীয় দূতগণ নবীর প্রতি **দরুদ** পাঠ করেন। অতএব হে বিশ্বাসি মণ্ডলী! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ কর।

যে কেহ হজরতের প্রতি একবার দরুদ পাঠ করিবে, পরমেশ্বর তৎপ্রতি দশটি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন; দশ প্রকারে তাহাকে উন্নত করেন; তাহার নামে দশটি পুণ্য লেখা হয় এবং দশটি পাপ মার্জ্জিত হয়। দরুদ পাঠকের সৌভাগ্য অনন্ত; হজরত তাহার সকল কর্ম্মের অভিভাবক হন এবং তাহার মোক্ষসাধন হজরতের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইবে। দরুদ পাঠ অপকর্ম্মের বিনিময়ে পুণ্য সঞ্চয়ের অমোঘ উপায়।

হজরত বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি আমার নাম শ্রবণে দরুদ না পড়ে, সে কৃপণ ও অত্যাচারী; তাহাকে আমি মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইতে বলি।"

প্রতি দিবস সহস্রবার দরুদ পাঠ করা সকলেরই উচিত। উহা কষ্টকর হইলে পাঁচ শতের নিয়ম করিবে। পাঁচ শত পড়াও কষ্টসাধ্য হইলে তিন শতের বা এক শতের নিয়ম করিবে। প্রাতরুপাসনা ও সান্ধ্য উপাসনার পর দরুদ পাঠ বিধেয়। প্রতিদিবস দরুদ পড়িবার অভ্যাস করিয়া লইলে হাজার বার দরুদ পাঠও তত কষ্টকর বোধ হয় না।—"বন্ধুকে স্মরণ পীড়িতের মহৌষধ।"

সাখাবী (রাঃ) বলেন,—মোহাম্মদ বেন্নে সাইন বেন্নে মতবর বলিয়াছেন,—"আমি শয়নের পূর্ব্বে প্রতিদিবস দরুদ পড়ার অভ্যাস করিয়াছিলাম। এক দিবস হজরতকে স্বপ্নে দেখি যে, হজরত শুভাগমন করিয়া দিব্য জ্যোতিতে মদীয় কুটীর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। হজরত আমাকে নিকটে ডাকিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। আমি স্বপ্ন ভঙ্গে চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম আমার পর্ণ-কুটীর কস্তুরীর সুবাসে আমোদিত হইয়াছে। আমার মুখমণ্ডলে সপ্তাহ কাল কস্তুরীর সৌরভ বিরাজমান ছিল।"

পরমেশ্বর হজরত মোসা (আঃ) কে বলিয়াছিলেন,—'তুমি কি তোমার বাক্য হইতেও আমাকে নিকটবর্ত্তী করিতে বাসনা কর? তোমার

আত্মা হইতেও আমাকে নিকটবর্ত্তী করিতে আকাঙ্ক্ষা কর? তোমার চক্ষু-জ্যোতিঃ হইতেও কি আমার অলৌকিক জ্যোতিঃ'নিকটবর্ত্তী করিতে কামনা কর?" তদুত্তরে হজরত মোসা নিবেদন করেন,—"প্রভো! ইহা আমার চিরাভিলষিত কামনা।" ইহাতে দৈববাণী হইল,—'তবে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি দরুদ পড়।'

অপর এক হাদিসে আছে,—"মোসা! তুমি কি পরকালের দিবস পিপাসা-নিবৃত্তির বাসনা কর?—তাহা হইলে মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি দরুদ পাঠ কর।"

মহানুভব আবূ বাকর প্রমুখাৎ মহাত্মা আলী বলেন,—হজরতের প্রতি দরুদ পাঠে এইরূপ পাপ ক্ষয় করে যে, জলেও অগ্নিকে সেরূপ শীঘ্র নির্ব্বাণ করিতে সক্ষম হয় না। হজরতের প্রতি সালাম পাঠ করা কোন ব্যক্তির প্রাণ হনন হইতে নিবৃত্ত থাকা অপেক্ষাও উত্তম এবং হজরতের সহিত প্রেম রাখা ঈশ্বরেরর প্রদর্শিত পথে তরবারী সঞ্চালন অপেক্ষাও শ্রেয়ঃ।"

মহাত্মা ইব্ন (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে,—হজরত বলিয়াছেন,—'দুইজন মুসলমান পরস্পরের সাক্ষাৎকার লাভে উভয়ে উভয়ের কর স্পর্শ (মোসাফাহা) পূর্ব্বক আমার প্রতি দরুদ পাঠ করিলে উভয়েরই সকল পাপ মার্জ্জিত হয়।'

ধর্ম্মাত্মা আলী (কঃ ওঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত আছে,—'যে ব্যক্তি হজরতের প্রতি দরুদ পড়িবে, তাহার চারিশত জেহাদের পুণ্য সঞ্চয় হইবে। প্রত্যেক জেহাদ চারি শতবার হজ্জের সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত।'

পুণ্যাত্মা খেজের ও এলয়াস্ বলেন,—'সিরিয়া প্রদেশ হইতে একব্যক্তি হজরতের সমীপে উপনীত হইয়া নিবেদন করিয়া-

ছিলেন,—"হজরত! আমার পিতা আপনার চরণ দর্শনার্থে অতিশয় অভিলাষী, কিন্তু তিনি অন্ধতা ও বার্দ্ধক্য বশতঃ চলচ্ছক্তি বিহীন হইয়া অতি মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছেন।' তাহাতে হজরত বলিলেন,—তোমার পিতাকে রজনীযোগে এক সপ্তাহ কাল "সাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মাদেন" এই দরুদ পাঠ করিতে বলিবে; তবেই স্বপ্নে আমার দর্শন লাভ হইবে।" প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইয়াছিল।

মহাত্মা আবূহুরেরা (রাঃ) বলেন,—হজরত বলিয়াছেন,—'তোমরা ঈশ্বরের ভাববাদিগণের প্রতি দরুদ পাঠ কর। ঈশ্বর আমাকে যেমন রসুল (প্রতিনিধি) করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তেমন রসুল পাঠাইয়াছেন।'

কা'ব (রাঃ) বলেন,—প্রাতঃকাল হইতে সত্তর হাজার ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত) প্রতিদিবস হজরতের রওজায় অবতীর্ণ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দরুদ পাঠ করেন। এই দল চলিয়া গেলে পুনরায় সত্তর হাজার ফেরেস্তা অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত রজনী দরুদ পাঠ করেন। এই দুইদল ফেরেস্তা চিরকালই এইরূপ দরুদ পাঠে রত থাকিবে। শেষ বিচারের (কেয়ামতের) দিবস হজরত রওজা হইতে গাত্রোত্থান করিলে সত্তর হাজার ফেরেস্তা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই মহাসভায় উপস্থিত হইবেন।

জনৈক সাধু পুরুষের তিন সহস্র মুদ্রা ঋণ ছিল; মহাজন সময় মত মুদ্রা না পাইয়া বিচারপতি কাজীর সমীপে নালিশ রুজু করে। বিচারক অধমর্ণকে ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত এক মাস সময় দেন। সাধুর ঋণ পরিশোধের কোনও উপায় ছিল না; তিনি ক্ষুণ্ণ মনে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া হজরতের মস্‌জেদে দরুদ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সপ্তবিংশ দিবসের রজনীতে সাধু স্বপ্নে দেখেন যে, হজরত তাঁহাকে বলিতেছেন,

—"তুমি নগরীর মন্ত্রী আলী বেন্নে ঈসার নিকট গিয়া বল যে, আপনা হইতে তিন সহস্র মুদ্রা নেওয়ার জন্য হজরত আপাকে পাঠাইয়াছেন। আমি সেই মুদ্রা দিয়া ঋণ পরিশোধ করিব।' স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে সাধু ভাবিলেন, কথাটাত মন্ত্রীর নিকট বলিব, কিন্তু তিনি হজরতের আদেশের কোন নিদর্শন চাহিলে কি করিব? সুতরাং এরূপ যাওয়া সঙ্গত নহে।' সাধু ইহা ভাবিয়া মন্ত্রীর নিকট গমনে বিরত রহিলেন।

পর দিবস সাধু আবার সেইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন, কিন্তু সেই দিবসও নিদর্শনাভাবে মন্ত্রীর নিকট যাইতে সাহসী হইলেন না। তৃতীয় দিবস হজরত বলিলেন,—'তোমার সত্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতায় পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। অদ্য তোমাকে নিদর্শন প্রদান করিতেছি। তুমি আলী বেন্নে ঈসার নিকট মুদ্রা প্রার্থনা করিয়া বলিও,—'আপনি প্রতিদিবস প্রাতরুপাসনা শেষ করিয়া সহস্রবার হজরতের প্রতি দরুদ পড়েন,—হজরত আমাকে আমার বাক্যের সত্যতার এই নিদর্শন দিয়াছেন।'

সাধুপুরুষ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুতগতিতে মন্ত্রী আলী বেন্নে ঈসার নিকট গমন করিলেন। তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া তিনি সমুদায়াবস্থা বর্ণনা করিলে, মন্ত্রী-প্রবর সহর্ষে ৯ নয় সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া সাধুকে বলিলেন,—'এই তিন সহস্র মুদ্রা দ্বারা আপনার ঋণ পরিশোধ করিবেন, আর এই ছয় সহস্রের মধ্যে তিন সহস্র নিজ খরচ পত্রের জন্য রাখিবেন এবং অবশিষ্ট মুদ্রা দ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন। হজরতের প্রদর্শিত গুপ্ত তত্ত্ব কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

সাধু মুদ্রা লইয়া কাজীর নিকট গমন করিলেন। মহাজন ইতিপূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত ছিল। মুদ্রা গণিতে গণিতে সাধু সমুদায় কথা বলিয়া ফেলিলেন। বিচার পতি বলিলেন,—'প্রিয় সাধু প্রবর! মুদ্রা আপনার

দিতে হইবেনা ; আমি নিজ হইতে আপনার ঋণ পরিশোধ করিতেছি।' এই বলিয়া কাজী স্বীয় প্রাসাদ হইতে তিন সহস্র মুদ্রা আনয়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া মহাজন বলিল,—"এই মুদ্রার জন্য আপনাদের কাহারও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। সাধুকে আমি ক্ষমা করিলাম।" কিন্তু সাধু তাঁহাদের প্রস্তাবে সহজে স্বীকৃত হইলেন না এবং অনেক অনুরোধ উপরোধ করা সত্ত্বেও মহাজনও মুদ্রা গ্রহণ করিলেন না। তারপর বিচারক বলিলেন,—"আমি ইশ্বর ও তৎপ্রেরিত পুরুষের সন্তোষ সাধনার্থে যে মুদ্রা গৃহের বাহির করিয়াছি, তাহা আর ফিরিয়া লইয়া যাইব না। ইহা সাধুকে দান করিলাম।

হাদিসে উক্ত হইয়াছে,—'যে ব্যক্তি শুক্রবার দিবস সহস্রবার "আল্লা হুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মাদেও ওয়া আলেহি আল্‌ফা আল্‌ফা মার্রাতেন" এই দরুদ পাঠ করিবে, সে বেহেস্তে স্বীয় স্থান না দেখা পর্য্যন্ত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে না।

নিম্নলিখিত সময় দরুদ পাঠ করা উচিত ঃ—উপাসনার পর, আজান ও একামতের পর, রাত্রে নৈশ-উপাসনার (তাহাজ্জতের) জন্য উঠিলে, মস্‌জেদের পার্শ্ব দিয়া গমন কালে, শুক্রবার দিবস রজনীতে, জুমার পর, বৃহস্পতি, সোম এবং রবিবার, খোৎবা পড়িবার সময়, প্রাতঃকালে, সাফা ও মার্‌ওয়ায়—তাহ্‌লীল ও তাক্‌বীরের পর, কাবা জেয়ারত কালে, হাজরে আস্‌ওয়াদ চুম্বন কালে, প্রদক্ষিণ কালে, মোস্তাজসের পার্শ্বে হজরতের রওজায়, হজরতের নিদর্শন ও চিহ্নাদি পরিদর্শন কালে, মস্‌জেদে কোব্বায় ও মদিনায়, বদর মাঠে, উহুদ পর্ব্বতে, উপদেশমালা লিখিবার সময়, ভ্রমণে যাইবার সময়, বাহনে আরোহণকালে, ঈপ্সিত স্থানে উপনীত হইলে, বাজারে গমন কালে, নিমন্ত্রন হইতে প্রত্যাগমন কালে, গৃহে প্রবেশ করিবার সময়, ত্রাসের সময়, দাস দাসী কিম্বা পশু পালন কালে, বিপদে

ও কষ্টের সময়, জলমগ্ন হইবার ভয় হইলে, ভ্রমসংশোধন হইলে, জলপান কালে, পাপ করিবার পর, প্রার্থনার অগ্রপশ্চাৎ, মুসলমানের পরস্পর সম্মিলন হইলে, সভাভঙ্গ হইলে, কোর্-আন-শরীফ শেষ করিবার কালে, উপদেশের প্রথম, হাদিস পাঠের অগ্র পশ্চাৎ, হজরতের নাম শ্রবণ ও লিখিবার সময়।

শুক্রবার রজনীতে নিম্নলিখিত নিয়মে দুই রাকা'ত নামাজ পড়িলে তিন শুক্রবার অতীত না হইতেই নিশ্চয়ই স্বপ্নে হজরতের শুভ দর্শন লাভে কৃতার্থ হওয়া যায়। যথা,—প্রত্যেক রাকা'ত সুরায় ফাতেহার পর এগারবার আয়াতুল কুর্সী এবং এগার এগারবার সুরায়ে এখ্লাস পড়িতে হইবে। অতঃপর উপাসনা শেষ করিয়া এই দরুদ পাঠ করিবেঃ—

—"আম্মা হুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মদে নেন্নাবীইল উম্মিয়ে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লেম।"

মূল গ্রন্থকার ঐতিহাসিক শেখ বলেন,—"আমি স্বয়ং ইহা পরীক্ষা করিয়াছি।"

এতদূরে আমরা পুণ্যতীর্থ **মদিনা-শরীফের** পুণ্যকাহিনী শেষ করিলাম। দয়াময় বিধাতা করুন, অতঃপতিত মোস্লেমগণ আপনাদের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া আবার মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠুক!

হজ্জ-যাত্রীদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়।

হজ্জ ও হজরতের রওজা জেয়ারতের বিশেষ নিয়ম।

প্রথমে কৃত পাপের জন্য তৌবা করা, অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হওয়া, যাহার যেরূপ স্বত্ব, তাহাকে সেই পরিমাণে সন্তুষ্ট করা, পরিবার-বর্গকে ভরণপোষণ করা, এবং নিজের যাইবার আসিবার খরচ রাখা। বন্ধুবর্গকে আপ্যায়িত করা, ভ্রাতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় গ্রহণ করা এবং প্রার্থনা ও জেয়ারতের সময় তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষা করা, হজ্জ যাত্রী ও হজরতের রওজা জেয়ারতকরণেচ্ছুর একান্ত কর্ত্তব্য।

মদিনায় উপনীত হইয়া খোদার নাম জপ, দরুদ পাঠ এবং কোর্-আন-শরীফ পাঠ করাও তাহার পক্ষে একান্ত উচিত।

হজরতের রওজা জেয়ারতের সঙ্গে মস্‌জেদে নবভীর জেয়ারতের বাসনা করাও কর্ত্তব্য।

কথিত আছে, খোদা এরূপ একদল দূত সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাঁহারা —মদিনাযাত্রিগণ পথে থাকিতেই হজরতের সমীপে এই সংবাদ প্রদান করেন,—'অমুকের পুত্র অমুক আপনার জেয়ারত করিতে আসিতেছে ও আপনাকে সালাম পাঠাইয়াছে।'

মদিনা গমনকালে হজরতের যতগুলি মস্‌জেদ ও যতগুলি চিহ্ন আছে, তৎসমস্তই জেয়ারত করা কর্ত্তব্য।

হজরতের জেয়ারতে যাত্রিগণকে মদিনার অদূরবর্ত্তী **মস্‌জেদে জিল হুলীফায়** উপনীত হওয়া মাত্র তথায় দুই রাকাত নামাজ পড়িতে হয়।

যখন মদিনার **মিনারা** কিম্বা **কোব্বা** দৃষ্টির গোচরীভূত হইবে, তখনই বাহনাদি হইতে অবতরণ করা উচিত। নিতান্ত কষ্ট না হইলে পদব্রজেই হজরতের মস্‌জেদ পর্য্যন্ত পোঁচা উত্তম।

নগরীতে উপনীত হইবার পূর্ব্বে যাত্রিগণকে স্নান ও দন্ত পরিষ্কার করিয়া উত্তম শুভ্র বসন পরিধান করিতে হয়। হজরত এতদর্থে শুভ্র বস্ত্রই মনোনীত করিয়াছেন।

নগরীর প্রাচীর ও মস্‌জেদের সন্নিকটে উপনীত হইয়া এই দোওয়া পাঠ করা উচিত (মোস্তাহাব):—"বিস্‌মিল্লা হে মাশা আল্লাহু লা কুওয়তা ইল্লা বিল্লাহ্, রাবেব আদখাল্‌নী মুদ্‌ খেলা সেদ্‌কেন, ওয়া আখ্‌রেজ্জনী মোখরেজ্জা সেদ্‌কেন, ওয়াজ আলনি মিন লাদুতাকা সুলতানান নাসিরান। হাস্‌বাল্লাহু আমন্ত বিল্লাহে তুওয়াক্‌ কাল্‌তু আলাল্লাহে, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা উল্লা বিল্লাহ্। বিসমিল্লাহে আল্লা-হুম্মা ইন্নি আস্‌-আলুকা বাহাক্কাস্‌ সায়েলিনা আলায়কা বেহাক্কে মামশায়ে হাজা এলাইকা, ফান্নায়লাম আখ্‌রাজ্জা বাতারান ওয়ালা রিয়া-আন, ওয়ালা আস্‌মা-আতান উখ্‌ রেজতুত তাকা-আ সাখাতেবন, ওয়াউত বেগা-আ মার্‌দাতেকা আস্‌-আলুকা আন্‌ তাবাজ্জিনী মেনান নারে, ওয়া-আলা তাগ্‌ফেরলি জনুবি ইল্লাল্লা য়াগ্‌ফের জুনুবে ইল্লা আন্তা।"

ইহার ভাবার্থ:—"পরমেশ্বরের পবিত্র নামের সহিত আরম্ভ করিতেছি, যাহা কিছু ঈশ্বরের তাহা বিনষ্ট হয়না। হে জগৎপিতঃ! তুমি আমাকে উত্তম রূপে প্রবেশ করাও এবং উত্তম রূপে বহির্গত করাও। তুমি আমার সাহায্যকারী সুলতান, ইহাই আমার পক্ষে উত্তম। আমি

পরমেশ্বরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং তাঁহার প্রতি অচল ভরসা করিলাম। আমি প্রশ্ন করিতেছি এই পথে, যে পথ তোমার নিকটবর্ত্তী। কেননা, আমি অবাধ্য হইয়া পথ-ভ্রষ্ট হই নাই ; পথ না দেখা শুনা সত্ত্বেও তোমার ভয়ে তোমার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়াছি এবং তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি তোমার সমীপে এই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখ এবং আমার পাপ-রাশি মার্জ্জনা কর ; তুমি ভিন্ন পাপ মার্জ্জনা-কারী আর দ্বিতীয় কেহ নাই।"

ধর্ম্মাত্মা আবি সাইদ হাজরী (রাঃ) বলেন,—যে ব্যক্তি মস্‌জেদের পথে এই দোওয়া পড়িবে, পরমেশ্বর তাহার জন্য ৭০ জন দূত নিযুক্ত করিবেন। উহাঁরা তাহার জন্য প্রার্থনা করিবেন এবং তাহার প্রতি সদয় হইবেন।

মস্‌জেদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দীন-দুঃখীদিগকে দান দক্ষিণা দেওয়া কর্ত্তব্য।

মস্‌জেদে প্রবেশ করিবার সময় প্রথম দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিবে।

জেয়ারত ভক্তি সহকারে সমাধা করিতে হইবে ; সজ্‌দা করিবে না ; মৃত্তিকায় মুখ ঘষিবেনা এবং কোন স্থানে (জালী শরীফে) চুম্বন করিবে না।

জেয়ারত প্রভৃতি সম্বন্ধে স্থানীয় মোওয়াল্লেম (পাণ্ডা) গণ সবিশেষ উপদেশ দিয়া থাকেন।

হজ্জের নিয়ম ও পথের বিবরণ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পক্ষে হজ্জ ফরজ। ১—মুসলমান; ২—বয়ঃপ্রাপ্ত (বালেগ্); ৩—ক্ষিপ্ত ও বোবা না হওয়া; ৪—ক্রীত দাস-দাসী না হওয়া; ৫—হজ্জে যাতায়াতের এবং পরিবারের ভরণ পোষণের উপযুক্ত অর্থ থাকা; ৬—অঙ্গ হীন ও রুগ্ন না হইয়া সুস্থকার হওয়া; ৭—হজ্জে যাতায়াত কালে পথে ধন-প্রাণের আশঙ্কা না থাকা।

এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোক হইলে উপরোক্ত ৭টি গুণ বিশিষ্ট হওয়ার পরও তাহার পক্ষে ইদ্দতের মধ্যে না থাকিলে, এবং উপযুক্ত মহরুম সঙ্গে থাকিলে হজ্জ করিতে যাইতে পারেন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই সামান্য অর্থ লইয়া হজ্জযাত্রী হইয়া থাকে। যাতায়াতের ও অন্যান্য খরচের উপযুক্ত অর্থ সঙ্গে না থাকাতে তাহারা ভিক্ষুক সাজিয়া হজ্জে গমন করে। তাহারা শেষে আরব দেশে যাইয়া বিষম বিপদগ্রস্থ হয়। অর্থাভাবে অনাহারে বা রোগান্তক অবস্থায় অনেকে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। অনেকে প্রত্যাবর্ত্তন কালে জেদ্দায় পড়িয়া থাকে, এবং তথায় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে; কিন্তু সেই কঠিন স্থানে ভিক্ষা পাওয়াও অসম্ভব। এই অবস্থায় অনেকের মৃত্যু ঘটে। অনেক বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তি হজ্জে গমন করিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। এরূপ অবস্থায় হজ্জে যাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। পক্ষান্তরে যাহাদের প্রতি হজ্জ ফরজ, ঈদৃশ অর্থশালী ও সঙ্গতিপন্ন, সুস্থ দেহ, সবলকায় লোক খুব কমই হজ্জে যাইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ন্যায় এত দরিদ্র, রুগ্ন ও জরাজীর্ণ লোক অপর কোনও দেশ হইতে হজ্জে গমন করে না। ক্ষুদ্র জাভা দ্বীপ সুদূর চীন দেশ হইতেও সুস্থ এবং সবলদেহ যাত্রিগণ বহু অর্থ সঙ্গে লইয়া হজ্জে গমন করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশের হজ্জযাত্রিগণ যেন **ঈদুল-ফেৎরের** নামাজ পড়িয়াই বাড়ী হইতে হজ্জ যাত্রা করেন। তাহা হইলে তাহারা উপযুক্ত সময়ে পবিত্র ভূমে গমন করিয়া হজ্জক্রিয়া সম্পাদন করিবার উপযুক্তরূপ সময় ও অবসর প্রাপ্ত হইবেন।

বঙ্গ দেশের অধিকাংশ যাত্রী যেরূপ অপরিষ্কার ও নোংরা অবস্থায় হজ্জে গমন করিয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের অবস্থা দেখিলে ঘৃণা ও বিরক্তি বোধ হয়; আর ঐ অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্নতার জন্য তাহারা নানা রোগে আক্রান্ত হয়। দেশ হইতে তাহারা প্রচুর পরিমাণে চিড়ে, মুড়ি, গুড় ও অন্যান্য অপকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গিয়া থাকে, জাহাজে অধিকাংশ সময় উহা উদরস্থ করে; কাজেই উদরাময়, আমাশয় ও কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্ট পায় ও অনেকে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। খাদ্য ও পোষাক পরিচ্ছদের অপরিচ্ছন্নতা অনেক হজ্জ-যাত্রীরই মৃত্যুর কারণ হয়।

হজ্জ-যাত্রীদিগের যত অল্প জিনিষ সঙ্গে লইয়া যাওয়া সম্ভব, তাহাই করা উচিত। উপযুক্ত পরিমাণ কাপড়, তাঁবার দেকচি-পাতিলা, বাসন, পেয়ালা, গ্লাস, বদনা, পানির কুজা বা টীনের মগ, ছুরী কাঁচি ক্ষুর, সুই-সূতা দেশালাই, ছাতা, ছড়ি. রশি, পাখা, কম্বল, সতরঞ্জি, সাবান, এই সকল আবশ্যকীয় জিনিষ সঙ্গে থাকা চাই। একটি ভাল হ্যারিকেল ল্যাম্প সঙ্গে থাকিলে অনেক উপকার হইতে পারে। ছালা বা থলের পরিবর্ত্তে একটি মজবুত ষ্টীল ট্রাঙ্ক বা চামড়ার পোর্টমেণ্ট সঙ্গে থাকিলে বিশেষ সুবিধা। যদিও ইহার মূল্য বেশী, তবুও বিশেষ প্রয়োজনীয়। একটি ক্যারোসিনের বিলাতী চুল্লি (ষ্টোভ্-উনান বা চূলা) সঙ্গে থাকিলে জাহাজে পাকের জন্য আর কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কলিকাতায় ৭৲ বা ৭৷৷০ টাকায় ক্যারোসিনের খুব উৎকৃষ্ট বিলাতী চুলা

পাওয়া যায়। সঙ্গে কিছু কুইনাইন এবং রুবিণীর ক্যাম্ফার অর্থাৎ কর্পূরের আরক রাখা উচিত। জ্বর এবং দাস্তের পক্ষে উহা বিশেষ উপকারে আসিতে পারে। কিছু লেবুর আরক সঙ্গে লইলে জাহাজী রোগে (মাথা ঘোরা ও বমনাদি) বিশেষ ফল পাওয়া যায়। খাদ্য জিনিষের মধ্যে উৎকৃষ্ট চাউল, টাট্‌কা ডাল, কিছু বিলাতী আলু, কিছু ঘৃত ও চাট্‌নী, আচার, হালুয়া এবং মসলাদির গুঁড়া সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য। কিছু উত্তম বিস্কুট ও চা কলিকাতা বোম্বাই হইতে সঙ্গে লইয়া গেলে ভাল হয়। কম দামের অপকৃষ্ট এবং গলিজ খাদ্য জিনিষ সঙ্গে রাখা কিছুতেই উচিত নহে।

কলিকাতার সিন্দুরিয়া পটিতে প্রসিদ্ধ সওদাগর মুসাজী সালেহজী মরহুমের ও হাজী বখ্‌স এলাহী সাহেবের ২টি প্রকাণ্ড **মোসাফের খানা** আছে। হজ্জযাত্রিগণ শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে গাড়ীতে ঐ মোসাফের খানায় যাইবেন। গাড়ী ভাড়া ॥০ আট আনা হইতে ৸০ আনা পর্য্যন্ত লাগিতে পারে। আর শিয়ালদহ ষ্টেসনের সম্মুখ হইতে ট্রাম গাড়ীতে প্রত্যেকে /০ এক আনা দিয়া হ্যারিসন রোডের মোড় পর্য্যন্ত যাইতে পারে; কিন্তু গ্রাম্য লোকের পক্ষে তাহাতে নানা অসুবিধা আছে।

কলিকাতায় যে সকল জিনিষ পত্র খরিদ করা আবশ্যক হয়, তাহা বিশেষ অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে খরিদ করা উচিত। যাহারা ২।৪ বার কলিকাতায় আসিয়াছে, এরূপ লোকের দ্বারা জিনিষ ক্রয় করিতে পারিলেই সুবিধা; নচেৎ কলিকাতার অনেক জুয়াচোর ও ঠগ্, গ্রাম্য লোক পাইলে নানা প্রকারে ঠকাইয়া থাকে। টাকা পয়সা খুব সাবধানে রাখিবে। হাজী বখশ্ এলাহী সাহেবের পুত্র শেখ আবদুর্ রহিম বখশ্ এলাহী সাহেবের সাহায্যে কলিকাতা হইতে মক্কা-শরীফে টাকা হুণ্ডি করিয়া পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলে বোধ হয় সুবিধা হইতে পারে। তিনি হাজীদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। হাওড়া

হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত রেলের টিকিটও তাঁহার নিকট পাওয়া যাইবে। কলিকাতার করেন্সি আফিস হইতে নোট ও টাট্‌কা আধুলি, সিকি, দুয়ানি এবং গিনি লইয়া যাওয়া উচিত। হাজীদিগের পক্ষে বোম্বাই পর্য্যন্ত রিটার্ণ টিকিট করাই সঙ্গত। তাহাতে খরচ অনেকটা কম পড়িবে, অথচ ফিরিয়া আসিবার সময় কোন ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইবে না। দরকারী জিনিষ পত্র কলিকাতা হইতে লইতে পারেন, বোম্বাই হইতেও লইতে পারেন। চাল, ডাল ইত্যাদি কলিকাতায়ই সুবিধা। বোম্বাই শহরে হাজীদিগের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোসাফের খানা আছে, রেল ষ্টেসন হইতে সেই সকল মোসাফের খানায় গিয়া থাকা উচিত। তন্মধ্যে হাজী শেঠ ইসমাইল, আঞ্জমনে আসনা আসারিয়া (ভেণ্ডি বাজাবর) ও হাজী কাসেমের মোসাফের খানা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সম্প্রতি আরও একটি বৃহৎ মোসাফের খানা হাজীদিগের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে ; বোম্বাই পঁহুচিলেই তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। উহার যে কোন মোসাফের খানা হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজে আরোহণ করিবে। জাহাজের ভাড়ার কোন ঠিক নাই ; উহা অস্বাভাবিক রূপে হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গত ১৩১৮ সালে বোম্বাই হইতে জেদ্দা পর্য্যন্ত জাহাজ ভাড়া ৮০৲ হইতে ১২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। বোম্বাইতে বহু সংখ্যক জুয়াচোর দালাল ও ঠগ্ আছে। বোম্বায়ের অনেক সওদাগরের কুঠি মক্কা-মোয়াজ্জমায় আছে। সুতরাং ঐ সকল কুঠির নামে বোম্বাই হইতে টাকা হুণ্ডি করা উচিত। সঙ্গে বেশী টাকা রাখা নিরাপদ নহে।

অধুনা প্রত্যেক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা কলিকাতা ও বোম্বায়ের পুলিশ কমিশনরের নিকট হইতে পাসপোর্ট বা রাহাদারির পরওয়ানা সকলকেই লইয়া যাইতে হইবে। নচেৎ রুমের সুলতানের এলাকায় গিয়া বিষম গোলমালে পড়িতে হইবে।

বড় লোকদিগের পক্ষে সাধারণ যাত্রী-জাহাজে না গিয়া বোম্বাই হইতে মেইল ষ্টীমারে মিসরের অন্তর্গত "সুয়েজ" বন্দরে গিয়া, তথা হইতে জেদ্দা-গামী জাহাজে হেজাজে যাওয়া অধিক সুবিধা জনক। সেকেণ্ড ক্লাসে খুব আরামের সহিত যাইতে পারেন। হজ্জের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে জেদ্দাগামী সওদাগরী জাহাজে যাওয়াও খুব সুবিধা জনক। যাঁহারা হজ্জের বহু পূর্ব্বে বসরা, বাগ্দাদ শরীফ, কারবালা মোওয়াল্লা, নজফ্ আশরফ, বয়তুল মোকাদ্দস প্রভৃতি জেয়ারত করিয়া যাইতে চান, তাঁহাদের পক্ষে করাচি হইয়া জাহাজে বসরা, তথা হইতে বাগ্দাদ, কারবালা, নজফ্, কুফা প্রভৃতি স্থানে জেয়ারত সমাধা পূর্ব্বক দামেস্কে যাওয়া উচিত। তথা হইতে বয়তুল মোকাদ্দস্ হইয়া হেজাজ রেলওয়ে যোগে মদিনা মনুওয়ায় যাইতে পারিবেন। বাগ্দাদ হইতে দামেস্ক পর্য্যন্ত যাইতে কিছু অসুবিধা আছে।

এক্ষণে কলিকাতা হইতে মক্কা-শরীফ এবং মদিনা-শরীফ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত ও অন্যান্য খরচের একটা মোটমুটি হিসাব দেওয়া যাইতেছে। ইহার সঠিক হিসাব দেওয়া যে অসম্ভব, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। কারণ, জাহাজ ও উটের ভাড়া এবং অন্যান্য খরচের কোন নির্দ্দিষ্ট সমষ্টি নাই।

১।	কলিকাতা হইতে বোম্বাইর যাতায়াতের রিটার্ণ টিকেট	৩১।০
২।	বোম্বাই হইতে জেদ্দা পর্য্যন্ত জাহাজ ভাড়া	৮০
৩।	বোম্বাইয়ে কুলি খরচ, গাড়ী ভাড়া ও খোরাকী	৫৲
৪।	কামরাণে কোয়ারাণ্টাইন	১২৷৷০
৫।	জেদ্দার নৌকা ভাড়া	১৲
৬।	জেদ্দার দরওয়াজার বাহিরের ট্যাক্স্	৫৲
৭।	জেদ্দায় দুইদিনের বাটী ভাড়া	১৷৷০

৮।	জেদ্দা হইতে মক্কা-শরীফ পর্য্যন্ত উট ভাড়া	২০৲
৯।	আরফাতের ময়দানে যাইবার উট ভাড়া	১৮৲
১০।	মিনায় বাড়ী ভাড়া ৩ দিনে	৩৲
১১।	কোর্‌বানীর জন্য দুম্বা বা ছাগল	১৬৲
১২।	মক্কায় বাড়ী ভাড়া এবং মোয়াল্লমের দর্শনী	৩০৲
১৩।	মক্কা হইতে মদিনা যাতায়াতের উষ্ট্র ভাড়া	৮০৲
১৪।	মদিনা-শরীফের বাড়ী ভাড়া ও খোরাকী	৫৲
১৫।	মদিনা-শরীফের জেয়ারত এবং দান খয়রাত	২৫৲
১৬।	বদ্দু চৌকিদারদিগের পারিশ্রমিক	৩৲
১৭।	মক্কায় অতিরিক্ত সময়ের বাড়ী ভাড়া	১০৲
১৮।	মক্কা-শরীফের জেয়ারত ও তাবার্‌রুকাদি খরিদ প্রভৃতি	৪০৲
১৯।	পুনরায় জেদ্দায় ফিরিয়া আসিবার খরচ	২৫৲
২০।	মক্কায় ৫ মাস অবস্থিতির খোরাকী খরচ	৫০৲
২১।	জেদ্দার ঝুঁলি	২৲
২২।	খোরাকী খরচ	২৲
		৪৬৭৸০

অর্থাৎ প্রায় ৪৭৫৲ টাকা। কলিকাতা বা বোম্বাই হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিতেও অন্যূন ২০৲।২৫৲ টাকা লাগিবে। ইহার উপর কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিবার খরচ আছে। সুতরাং মোটের উপর ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার কম সম্বল লইয়া কাহারও হজ্জে যাত্রা করা উচিত নহে। সময় সময় আমাদের প্রদত্ত তালিকা হইতে বেশী খরচও লাগিতে পারে। এমত অবস্থায় সঙ্গে কিছু বেশী টাকা লইয়া যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হজ্জ-যাত্রীদিগের প্রতি উপদেশ।

১—হালাল উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ লইয়া হজ্জে যাওয়া কর্ত্তব্য। অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা হজ্জ সিদ্ধ হয় না। নিজের নিকট হালাল উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থ না থাকিলে, এমন ব্যক্তির নিকট টাকা ধার লইবে, যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে (হালাল) অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে।

২—হজ্জে গমন কালে শত্রু মিত্র সকলের নিকট হইতে আপনার দোষ মার্জ্জনা করিয়া লইবে।

৩—সকল হক্‌দারের হক্ আহাদিগকে যথা নিয়মে বুঝাইয়া দিবে।

৪—ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি দমন করিবে।

৫—সঙ্গীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে।

৬—সহযাত্রী কেহ বিপদে পরিলে বা রোগগ্রস্ত হইলে প্রাণপণে তাহার সাহায্য ও পরিচর্য্যা করিবে।

৭—পিতা মাতার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক হজ্জে গমন করিবে।

৮—মিথ্যা কথা কহিবে না। সঙ্গে অর্থ থাকিতে আপনাকে "মিসকিন" বলিয়া পরিচিত করিবে না।

৯—হজ্জ করিয়া আসিলে লোকে হাজী বলিয়া মান্য করিবে—"আমার গৌরব বাড়িবে" এই নিয়্যতে হজ্জে গমন করিবে না।

১০—কাম-প্রবৃত্তির অধীন হইবে না।

১১—সঙ্গীয় কোনও সহযাত্রীর মৃত্যু হইলে, তাহার কাফন দাফনের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত অর্থ আত্মসাৎ করিবে না। যদি সেরূপ অর্থ তোমার হস্তে পড়ে, তবে তাহা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী (ওয়ারেস্) দিগকে বুঝাইয়া দিবে।

১২—পথ-কষ্টে বা অন্যবিধ অসুবিধা ভোগে মনে মনে বিরক্তি বোধ করিবে না। পুণ্য অর্জ্জনে কষ্ট ভোগ করা স্বাভাবিক। পৃথিবীর

যে কোন বিষয় লাভ করিতে হইলেই যখন পরিশ্রম এবং কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক, তখন পরকালের জন্য খোদা তালার অনুগ্রহ লাভের জন্য কষ্ট স্বীকারে কুণ্ঠিত হওয়া কি উচিত ?

১৩—পুরাতন ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ হাজীর সঙ্গী হইয়া হজ্জ যাত্রা করিবে। পার্য্যমাণে ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য, লোভী, মূর্খ ও অসদাচারী পুরাতন হাজীর সঙ্গী হইবে না। পথে ধর্ম্ম কথা শুনিবে, ধর্ম্মচার করিবে; অসদানুষ্ঠান করিবে না; কাহাকেও ফাঁকি দিবার কল্পনাও মনে স্থান দিবে না। কাহারও নিন্দা করিবে না।

১৪—নিম্ন-লিখিত জিনিষগুলিও সঙ্গে লইতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবে। ছোট হেমায়েল শরীফ, অজিফা, হজ্জ সম্বন্ধীয় পুস্তক, ব'ড় দিক্ নির্ণয়ের যন্ত্র (কম্পাস), লেখা পড়া জানা লোকেরা কাগজ, নোটবুক, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি লইবেন। ধোলাই নয়নশুক কাপড় ১ খান বা ১০।১৩ গজ সঙ্গে রাখা আবশ্যক।

১৫—পথে মঞ্জেলে মঞ্জেলে কিছু কিছু দান খয়রাত করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা আল্লাকে স্মরণ ও দোওয়া দরুদ পাঠ করিবে।

১৬—বিশ্বস্ত পুরাতন হাজীদিগের নিকট সন্ধান লইয়া বা তাহাদের সঙ্গী হইয়া, মক্কা-শরীফের ধার্ম্মিক ও সৎ মোয়াল্লমের গৃহে আশ্রয় লইবে। আজ কাল তাহাদের ইচ্ছামত পারিশ্রমিক লইবার সাধ্য নাই। সন্তুষ্ট হইয়া যে যাহা দিবে, তাহাই তাহারা লইতে বাধ্য। তবে যাত্রী-প্রদত্ত আয়ই যখন তাহাদের একমাত্র অবলম্বন, তখন সেইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিবে।

১৭। মক্কা মোওয়াজ্জমা কিম্বা মদিনা মনুওরায় গিয়া বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে; ভাল খাইবে। অর্থের মমতা করিয়া এসব বিষয়ে অসতর্ক হইও না। কোনও রূপ সংক্রামক রোগের প্রাবল্য (কলেরা,

প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি) দেখিলে খুব সাবধান থাকিবে। পঁচা-গান্দা জিনিষ খাইয়া ব্যারাম ডাকিয়া আনিবে না।

১৮—খোদাতালার উপর সম্পূর্ণ ভাবে আত্ম-সমর্পণ করিবে। মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে ভুলিবে না।

১৯—সকল সময় "এবাদৎ ও বন্দেগী" তে কাটাইবে। মক্কা-শরীফে থাকিতে থানে কাবায় ও মদিনা-শরীফে থাকিতে মস্‌জেদে নবভীতে নামাজ আদায় করিবে।

হজ্জ সম্বন্ধীয় কার্য্য।

১—হজ্জযাত্রী ৭ই জেলহজ্জ তারিখে মক্কার মস্‌জেদে খোৎবা শ্রবণ করিয়া * ৮ই জেলহজ্জ মিনা-নগরাভিমুখে যাত্রা করিবে এবং তথায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন ফজরের নামাজের পরে আরফাত অভিমুখে গমন করিবে।

২—পবিত্র আরফার মাঠে উপস্থিত হইয়া উচ্চরবে তলবিয়া ও দরূদ পাঠে নিমগ্ন থাকিবে; কিন্তু আরফার মস্‌জেদের পশ্চিমদিকের লক্ত ওরনা ভূমিতে বাস করিবেনা।

৩—৯ই জেলহজ্জ দিবা দ্বিপ্রহরের পর হইতে রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত যে কোন সময় পবিত্রাবস্থায় আরফার মাঠে উপস্থিত হইয়া বসিয়া, দাঁড়াইয়া কিম্বা শুইয়া যে অবস্থায় পার **ওকুফ** করিবে।

---

* হজ্জের সময় ৩ স্থানে খোৎবা পাঠ হইয়া থাকে; ইহা সুন্নত মধ্যে পরিগণিত। ১ম—৭ই জেলহজ্জ মক্কার মস্‌জেদে ও মিনায় গমন এবং আরফাতে অবস্থান বিষয় উপদেশ মূলক খোৎবা।

২য়—৯ম তারিখে **আরফার মাঠে** পঠিত হয়।

৩য়—১১ই তারিখে **মিনায়** পঠিত হয়।

৪—ইমামের খোৎবা শ্রবণ করিবার জন্য ইমামের নিকটবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিবে।

৫—৯ই জেলহজ্জ (পুণ্যদায়ক হজ্জের দিনে) আসরের সঙ্গে জোহরের নামাজ জমাতে পড়িয়া, সেই দিন সূর্য্যাস্তের পর তথা হইতে পবিত্র মোজদেলাফাভিমুখে যাত্রা করিবে।

মিনায় প্রত্যাবর্ত্তনে কার্য্যাবলী।

১—৯ই জেলহজ্জ দিবাগত রাত্রি শেষ হইলে মোজদেলাফা হইতে যাত্রা করত ১০ই তারিখে মিনায় উপস্থিত হইয়া **জমরাৎ** স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া দোওয়া পাঠ ও মস্তক মুণ্ডনাদি কার্য্যান্তে স্নান করিয়া সেলাইদার ভাল কাপড় পরিধান করিবে, তৎপর কোর্ব্বানী ও হজরত ইস্‌মাইলের (আঃ) কোর্ব্বানী-স্থান জেয়ারত করিবে।

২—১১ই জেলহজ্জ খোৎবা শ্রবণ ও ১১ই ১২ই তারিখে জমারতের তিন স্থানে ক্রমান্বয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করত, ১২ই তারিখে তথা হইতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিবে।

৩—আইয়্যামে নহর (১০, ১১, ১২ই জেলহজ্জ কোর্ব্বানী দেওয়ার সময়) মধ্যে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কোন সময় মিনা হইতে যাইয়া কাবা-মন্দিরে তোওয়াফাদি কার্য্য করিয়া মিনায় রাত্রি যাপন করিবে।

মহাসব স্থানের কার্য্য।

যে ব্যক্তি মিনা হইতে গমন করিয়া পবিত্র কাবা-মন্দিরের তোওয়াফাদি কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার জন্য পবিত্র মহাসব নামক স্থানে রাত্রি যাপন করা কর্ত্তব্য (সুন্নত)।

মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন।

মিনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাবা-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তোওয়াফের কার্য্য শেষ করিবে।

অতঃপর জম্ জম্ কূপের জলপান এবং আতাবা (চৌকাট পাথর) চুম্বন করত কাবার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মোলতাজেমের (কাবার দরজা ও হাজ্রুল আস্ওয়াদের মধ্যস্থ দেওয়াল) কার্য্য শেষ করিবে, তৎপর হাজরে আস্ওয়াদকে চুম্বন করিয়া তক্বীর উচ্চারণ পূর্ব্বক কাবা-মন্দির হইতে বিদায় হইবে।

মক্কা-নগরীতে প্রবেশ ও জেয়ারত।

মক্কা-নগরীতে পবিত্রতার সহিত প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। পবিত্র কাবা-মন্দির প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র দোওয়া পাঠ করিতে থাকিবে। যখানে কাবা উন্মুক্ত থাকিলে নগ্নপদে সসম্মানে "বাবুস্ সালাম" নামক পবিত্র দ্বার দিয়া হারম শরীফে প্রবেশ করত প্রসিদ্ধ "হাজরুল আস্ওয়াদ" চুম্বন করিতে হইবে; কিন্তু জনতা বশতঃ চুম্বন করিতে অক্ষম হইলে তাহার উপর হস্তার্পণ করিবে। তাহাতেও অক্ষম হইলে

ঐ দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া দোওয়া পড়িবে ও মুখে হস্ত মর্দ্দন করিবে, তৎপর কাবা-মন্দির হাতিম সহ সাত বার প্রদক্ষিণ করিবে। প্রদক্ষিণ কালে আবশ্যকীয় কথোপকথন করিতে পারিবে, কিন্তু নামাজের সময় যদ্রূপ পবিত্রতা ও অঙ্গাচ্ছাদন করা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে হইবে। চাদর বা উড়ানী দক্ষিণ বাহুর নিম্ন হইতে উড়াইয়া পৃষ্ঠ ও বক্ষাচ্ছাদন করিবে, উভয় প্রান্ত বাম স্কন্ধে স্থাপন করিতে হইবে। চাদরের প্রান্তে গিরা কিম্বা কাঁটা দিয়া আটক অথবা সেলাই করা কাপড় ব্যবহার করা বিষেধ। কিন্তু অন্যরূপে অর্থাৎ সেলাই করা কোর্ত্তা প্রভৃতি চাদরের ন্যায় ব্যবহার নিষেধ নহে। *

কাবা-মন্দিরের তোওয়াফ ও প্রার্থনা।

পবিত্র কাবা-মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তোওয়াফ আরম্ভ করিতে হইবে এবং প্রদক্ষিণ কালে পূর্ব্ব মুখী হইয়া কাবা-মন্দিরকে বাম পার্শ্বের দিকে রাখিয়া হাজরুল আস্ওয়াদের সন্নিকট যাইতে আরম্ভ করিবে; কিন্তু পবিত্র কাবা-মন্দিরের সম্মানার্থে বিছানাদিতে মৃত্তিকা পতিত ও পদ স্পর্শ না হয়, তজ্জন্য সাবধানতার সহিত অন্যূন ৩।৪ হাত দূরে থাকিয়া তোওয়াফ আরম্ভ করিবে এবং স্থানে স্থানে ভিন্ন প্রকারের দোওয়া পাঠ করিবে। এইরূপে ক্রমান্বয় সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে; কিন্তু প্রথম ৩ বার আহ্লাদের সহিত দ্রুত গতিতে ও শেষ ৪ বার মৃদু গতিতে

---

* প্রথম মক্কায় প্রবেশ করিলে উক্তরূপ করিতে হইবে, কিন্তু মক্কাবাসী কিম্বা কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল মক্কায় অবস্থিতি করিলে সে ব্যক্তি এহরাম পরিত্যাগ করিয়া তোওয়াফ করিতে পারিবে ও তাহাকে পুনরায় মক্কায় এহরাম করিয়া হজ্জ করিতে যাইতে হইবে।

চলিবে, এবং প্রত্যেকবার পবিত্র হাজ্‌রুল আস্‌ওয়াদ চুম্বন করিবে ও শেষবার ইমানী কোণের (পশ্চিম দক্ষিণ কোণের) উপর হস্ত ফিরাইবে। জনতা বশতঃ তথায় হস্ত ফিরাইতে অক্ষম হইলে ইঙ্গিতে হস্ত ফিরাইয়া লইবে ও মুখে মর্দ্দন করিবে। তৎপর খানে কাবার দ্বার ও হাজরুল আস্‌ওয়াদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে (মল্‌ত্‌জিমে)—দণ্ডায়মান হইয়া বক্ষ ও দক্ষিণ গণ্ডস্থল প্রাচীরে লাগাইয়া কিম্বা উভয় হাতের তালু প্রসারিত করিয়া প্রাচীরে স্থাপন করত তদুপরি মস্তক রাখিবে, অথবা কাবা মন্দিরের চৌকাঠের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া প্রার্থনা করিবে। তথাকার দোওয়া প্রার্থনা সর্ব্বোচ্চ।

মোকামে ইব্‌রাহীম ও স্বাফা মার্‌ওয়ার কার্য্য।

তঃপর মোকামে ইব্‌রাহীম নামক প্রসিদ্ধ স্থানের সম্মুখে দুই রাকাত ওয়াজেব নামাজ পড়িয়া প্রদক্ষিণ কার্য্য শেষ করিবে। তোওয়াফের কার্য্য শেষ হইলে সাফা নামক পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া—(যাহাতে কাবা-মন্দির দৃষ্টি গোচর হয়) কাবা মুখ হইয়া দোওয়া পাঠ করিবে তৎপর অবতরণ করিয়া মার্‌ওয়া পর্ব্বতে যাইতে থাকিবে ও দোওয়া পাঠ করিতে করিতে সবুজ বর্ণের স্তম্ভ সমীপে উপস্থিত হইবে। সেখান হইতে শতাধিক হস্ত পরিমাণ দূরে অপর একটি স্তম্ভ দেখিতে পাইবে।—সেই স্থান অতি দ্রুতবেগে অতিক্রম করিবে। স্তম্ভ পার হইয়া মৃদু গতিতে মার্‌ওয়া নামক পর্ব্বতে আরোহণ করিবে ও দোওয়া পাঠ করিতে থাকিবে। এই প্রকার স্বাফা হইতে মার্‌ওয়া পর্ব্বত গমন এক

সংখ্যা ও মার্‌ওয়া হইতে সাফা পর্য্যন্ত ধাবন ২য় সংখ্যা গণ্য হইয়া থাকে। ঐরূপ সপ্তবার দ্রুত পদে যাতায়াত করিলে মার্‌ওয়ার প্রাথমিক কার্য্য ক্রমে (তোওয়াফে কদুম) শেষ হয়। পবিত্র কাবা-মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার পরেই সাফা মার্‌ওয়ায় ধাবিত হইতে হয়। সাফা মার্‌ওয়ার কার্য্যের পর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়া মোস্তাহাব এবং বাসা হইতে যাইয়া তোওয়াফ ও সাফা মার্‌ওয়ার কার্য্য করত সময় মত আরফায় যাত্রা করা বিধি।

---

৭ ও ৮ই জেলহজ্জের কার্য্য।

৭ই জেলহজ্জ পবিত্র খানে কাবার কার্য্য সম্বন্ধীয় উপদেশ মূলক খোৎবা শ্রবণান্তে ৮ই তারিখে পবিত্র আরফার মাঠ অভিমুখে যাত্রা করিবে।

পবিত্র আরফার মাঠে উপস্থিত হইবার সময় ৮ই জেলহজ্জ হইতে ৯ই তারিখের রাত্রির শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু ৯ই তারিখের জোহর হইতে—মাগরেবের সময় পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকা বিশেষ ফলদায়ক। *

আরফার দিন কোন যাত্রী মক্কায় পঁহুচিলে তাহাকে সময়াভাব বশতঃ কাবা প্রদক্ষিণ এবং সাফা মার্‌ওয়ার কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া, প্রথমে পবিত্র আরফার মাঠে গিয়া যথা কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

---

* পবিত্র হজ্জের সময় এক দ্বিপ্রহর ও এক রাত্রিতে প্রায় ১৮ ঘণ্টা কাল বুঝিতে হইবে। ইহার যে কোন সময় ও যে কোন অবস্থায় আরফার মাঠে থাকিলে হজ্জব্রত পালন হইবে।

হজ্জের সময় ও কর্ত্তব্য।

যাহারা পূর্ব্বে মক্কা-শরীফে পঁহুচিয়া তোওয়াফাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলে তাহাদিগের জেলহজ্জের ৮ই তারিখে (দিবা শেষ এক প্রহর থাকিতে কিংবা দিবসের কোন এক সময়) মক্কা হইতে বহির্গত হইয়া মিনা বাজারে পঁহুচিয়া তথায় রাত্রি যাপন করা বিধি। কিন্তু ৯ই জেলহজ্জ দিবা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে আরফার মাঠে উপস্থিত হওয়া অধিক পুণ্যদায়ক। ৯ই তারিখ দিবা দ্বিপ্রহরের পর হইতে ১০ই তারিখ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হজ্জ ব্রতের সময়। ১০ই জেলহজ্জ সূর্য্যোদয়ের পর কেহ আরফার মাঠে উপস্থিত হইলে, তাহার হজ্জ সিদ্ধ হইবে না। পবিত্র আরফার মাঠে পঁহুচিয়া যত শীঘ্র হয় (সুবিধা পাইলে গোসাদি করিয়া) পবিত্র হইবে। হজ্জের দিন (৯ই) দিবা দ্বি-প্রহরের পর হইতে পর দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—এই পুণ্যদায়ক সময়, কৃত পাপের অনুতাপ জন্য তৌবা, দোওয়া পাঠ ও রোদন করা আবশ্যক। এই শুভ সময় দয়াময় বিশ্বপতি সকল প্রকার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন।

শরীর দুর্ব্বল হইয়া প্রার্থনা করিতে কষ্ট হইবে বলিয়া, পবিত্র হজ্জের দিন রোজা রাখা স্বেচ্ছাধীন। আসরের নামাজ সহ জোহরের নামাজ সুলতানী ইমামের সঙ্গে পড়িয়া লইবে, কিন্তু তাম্বুতে একাকী নামাজ পড়িলে জোহর আসর সময় মত পড়িতে পারিবে।

মোজদেলাফার কার্য্য।

যাত্রিগণ ৯ই তারিখের কার্য্য শেষ করিয়া আরফার মাঠ হইতে যাত্রা করিয়া মোজ্‌দেলাফাতে যাইবে। পবিত্র মোজ্‌দেলাফা নগর আরফার পশ্চিম দিকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। মোজ্‌দেলাফাতে গিয়া আবশ্যক হইলে গোসল করিবে এবং এশার নামাজসহ মাগরেবের নামাজ এক আজান ও এক একামতে পড়িয়া লইবে এবং রাত্রি জাগরণ থাকিয়া দোওয়া প্রার্থনা করিবে। এই পবিত্র স্থানে নির্দ্দিষ্ট রাত্রি যাপন করা সুন্নত ও এবাদতে গণ্য হইয়া থাকে; ত্রুটী করিলে এক ছাগল বা দোম্বা কোর্ব্বানী দিতে হইবে। মিনায় নিক্ষেপ করার নিমিত্ত মোজ্‌দেলাফা হইতে ৪৯টি বটু পরিমাণ প্রস্তর খণ্ড (কঙ্কর) উঠাইয়া সঙ্গে রাখিবে এবং রাত্রির শেষ ভাগে সে স্থান ত্যাগ করিবে।

মিনার কার্য্যাবলী।

মোজ্‌দেলাফার পশ্চিমদিকে প্রায় ৩ মাইল দূরবর্ত্তী পবিত্র **মিনা** নামকস্থানে ১০ই তারিখ (ঈদের দিন) প্রাতঃকালে উপস্থিত হইবে এবং "লব্বায়েক" ও "আল্লাহো আকবার" বলিতে বলিতে **জমরাৎ ওকবা** নামক উচ্চ ভূমিতে উঠিবে ও তথা হইতে অবতরণ করিয়া কাবা গৃহের দিকে মুখ করত দোওয়া পড়িবে। সূর্য্য অল্প দূর উঠিলে কাবার দিকে মুখ করিয়া "আল্লাহো আকবার" বলিয়া জমরাৎ স্থানে ৭টি কঙ্কর (দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনিকা আঙ্গুলের পর রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা) নিক্ষেপ করিবে ও দোওয়া পড়িবে। তৎপর কোর্ব্বানী

করিয়া মস্তক মুণ্ডন ও নখ ফেলান কার্য্যান্তে গোসল করত ভাল কাপড় (সেলাই করা) পড়িবে; তৎপর কেবল স্ত্রীসহবাস ব্যতীত সমস্ত এহ্‌রাম নিষেধীয় কার্য্য করিতে পারিবে।

এই দিবস যে কোন সময় হউক হজরত ইস্‌মাইল (আঃ) কে কোর্ব্বানী করার স্থান জেয়ারত করিতে হইবে। তৎপর ১১ই তারিখ বিপরীত দিক হইতে অর্থাৎ জামরায়ে ১ম ও ২য় কে মারিয়া শেষে জামারাৎ ওক্‌বাকে মারিবে; প্রত্যেক স্থানে ৭টি হিসাবে ২১টি কঙ্কর মারিতে হইবে। ১২ই তারিখে ১১ই তারিখের ন্যায় কঙ্কর মারিয়া দিবসের যে কোন সময় হউক মক্কা যাত্রা করিবে।

মহাছবে বাস ও হারম শরীফে প্রবেশ।

মক্কা প্রত্যাবর্ত্তন কালে ২ মাইল দূরবর্ত্তী মহাছব নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ১০ই কি ১১ই তারিখে মিনা হইতে গিয়া মক্কায় তোওয়াফ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার জন্য উক্ত স্থানে রাত্রি যাপন করা সুন্নত বটে। ১২ই মিনা কিংবা ১৩ই তারিখে মহাছব হইতে যাত্রা করিয়া পবিত্র হারাম শরীফে উপস্থিত হইবে এবং কেশাদি মুণ্ডন করিয়া স্ত্রীসহবাস ও শিকার করা ব্যতীত এহ্‌রাম নিষিদ্ধ সমস্ত কার্য্য করিতে পারিবে।

আরফা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ও কাবা-মন্দিরে প্রবেশ।

পবিত্র কাবা-মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিলে, সসম্মানে নগ্ন পদে তথায় প্রবেশ করিয়া (কাবাকে সম্মুখে রাখিয়া) যে কোন মুখে হউক দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া লইবে এবং এহ্‌রাম পরিত্যাগ করিয়া সেলাই করা বস্ত্রাদি পরিধান করিবে, তৎপর পবিত্র জম্ জম্ কূপের জল উদর পূরিয়া পান করিয়া যাহা যাহা বাঞ্ছনীয় খোদা তালার নিকট প্রার্থনা করিবে।

পবিত্র মক্কা মোওয়াজ্জমার স্থানে স্থানে অনেক জেয়ারতের স্থান আছে, তাহা জেয়ারত করিলে অসীম পুণ্য সঞ্চয় হয়। সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করা যাত্রিগণের কর্ত্তব্য নহে।

বিদায় প্রার্থনা।

পবিত্র কাবা-মন্দির হইতে বিদায় কালীন দেনা পাওনা পরিষ্কার ও বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করত কাপড়, বাক্স ইত্যাদি উত্তম রূপে বান্ধিবে, তৎপর কাবা-মন্দিরে গিয়া সাতবার তোওয়াফ করত দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া বিদায় প্রার্থনা করিবে ও পশ্চাৎ পদে বাহির হইবে। কিন্তু এই বিদায়ী তোওয়াফ কালে এহ্‌রামের নিয়মানুযায়ী বাহুর নিম্ন স্থান দিয়া চাদর দেওয়া কিম্বা দ্রুত পদে ধাবিত হওয়া আবশ্যক নাই। নামাজ প্রার্থনার পর **মলতাজেল** নামক পবিত্র স্থানে যাইয়া দোওয়া পাঠ করত প্রার্থনা করিতে হইবে। তৎপর পবিত্র কাবা-মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পশ্চাৎ পদে চলিয়া হারম শরীফের সীমা শেষ করিবে।

উমরা ব্রত।

উমরা ব্রত পালনেচ্ছুক ব্যক্তি গোসল করত এহ্‌রাম বান্ধিয়া কাপড় পরিধান করিবে এবং দোওয়া পাঠ করত দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবে ও "লাব্বায়কা" কহিতে থাকিবে। তৎপর কাবা প্রদক্ষিণ ও সাফা-মার্‌ওয়ায় দৌড় করিয়া হজ্জের নিয়মানুযায়ী মস্তক মুণ্ডন করিবে। এই সকল যথাবিধি করিলে উমরা ব্রত সম্পন্ন হইয়া যায়। বৎসরের মধ্যে বিশেষ সময় উমরা ব্রত পালন হইয়া থাকে। যাহারা পবিত্র মক্কা-নগরীতে বাস করেন, তাহাদিগের উমরা ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কেহ উমরা ব্রত পালনে অক্ষম হইলে, শুধু কাবা প্রদক্ষিণ করিবে। কিন্তু তাহাতেও অসক্ত হইলে, কেবল পবিত্র কাবা-মন্দির দর্শন করিয়া লইবে।

প্রথিতনামা যশস্বী ঐতিহাসিক

মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার সাহেব প্রণীত

(মাননীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরস্কার ও প্রাইজের জন্য অনুমোদিত)

দ্বিগুণ কলেবরে তৃতীয় সংস্করণ

মক্কা-শরীফের ইতিহাস

মদিনা-শরীফের ইতিহাস

উৎকৃষ্ট কাগজে, নূতন অক্ষরে পরিপাটী মুদ্রাঙ্কন,

চারিটি ও নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত,

সুবিস্তৃত উপক্রমণিকা ও অবতরণিকায়

এবং

উপসংহারে ও পরিশিষ্টে সমাপ্ত।

এই দুইখানি ইতিহাস বঙ্গ সাহিত্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, দেশের প্রধান প্রধান সমালোচক ও সাহিত্যরথিগণ একবাক্যে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থকারের প্রতিভার পরিচয় নূতন করিয়া প্রদান করা বাহুল্য মাত্র। **মক্কা-শরীফের ইতিহাস** ও **মদিনা-শরীফের ইতিহাস** কিরূপ অত্যাবশ্যকীয় এবং সুন্দর পুস্তক, একবার পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। শিক্ষিত মহোদয়গণ নিম্নের কতিপয় অভিমত ও সমালোচনা পাঠ করিলেই, গ্রন্থকারের জলন্ত প্রতিভা এবং ইতিহাস দুইখানি পাঠের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত **সারদা চরণ মিত্র** লিখিয়াছেন—

সবিনয় নিবেদন,

মক্কা-শরীফের ইতিহাস, মদিনা-শরীফের ইতিহাস, ইস্‌লাম-চিত্র, আদর্শ-রমণী প্রভৃতি পুস্তক কয়খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যারপর নাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। সকল পুস্তকগুলিই অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু তথ্যে পূর্ণ, এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় ইতিপূর্ব্বে আর কেহ এরূপ সুখপাঠ্য ইতিহাসাকারে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গভাষার সৌভাগ্য যে, আপনাদের ন্যায় সুলেখক এই প্রকারে মাতৃভাষার পুষ্টি সাধন কল্পে উদ্যোগী হইয়াছেন। কেবল মুসলমান পাঠক নহে, হিন্দু পাঠকগণও এই সকল পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন।

পুস্তকগুলির ভাষা প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য এবং আলোচিত বিষয়ের সবিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এক কথায় আপনার পুস্তকগুলি বঙ্গ সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসার **শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ.** লিখিয়াছেন,—

মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার মক্কা, মদিনা, ও জেরুসালমের ইতিহাস লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের তথা বঙ্গীয় সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। মুসলমান সমাজের তিনটি পবিত্র পীঠের বর্ণনা তিন খানি পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু পাঠকগণ মুসলমান জগতের বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। মৌলভী সাহেবের রচনাশক্তি ও প্রকৃত দেশহিতৈষা আছে। মৌলভী সাহেব দীর্ঘ জীবী হইয়া এই ভাবে বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করুন, জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি।

প্রসিদ্ধ ইস্‌লাম প্রচারক মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দিন সাহেব লিখিয়াছেন,—

আপনার পুস্তক দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে এই পুস্তক দেখিতে ইচ্ছা করি।

মৌলভী সাহেব, আপনি মুসলমান সমাজের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র ও সুলেখকদিগের অগ্রগণ্য। আপনার লেখা উচ্চশ্রেণীর ও সুশিক্ষিত হিন্দু সুলেখকদিগের সমতুল্য।

ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র **ধর্ম্মতত্ত্ব** বলেন,—

পৃথিবীতে মুসলমান জাতি উপযুক্ত ইতিহাস লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাচীন আরব্য পুরাবৃত্ত লেখকগণ এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। অন্য কোন দেশের প্রত্নতত্ত্ববিৎ তাঁহাদের ন্যায় পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে ইতিহাস লিখিতে পারিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি।

পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিস্তৃতরূপে **মক্কা-শরীফের ইতিহাস** লেখা হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা মৌলভী সাহেব সুলেখকদিগের মধ্যে গণ্য। "মক্কা-শরীফের ইতিহাস" পড়িয়া পাঠকগণ মক্কা তীর্থের অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। এই পুস্তক বহু গবেষণার ফল।

কোচবিহার কলেজের **আরবী** প্রফেসার

মৌলভী আবদুল হালিম সাহেব লিখিয়াছেন,—

পবিত্র "মক্কা" ও "মদিনা শরীফের ইতিহাস" দুইখানি আমি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ইতিহাস একবারেই নূতন। গ্রন্থকার মহোদয় এবংবিধ গ্রন্থ প্রণয়নে যে অগাধ পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফ আমাদের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান। এ সকল স্থানের ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া আমাদের অবশ্য

কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত এই পতিত মুসলমান জাতি পুনরায় জাতীয় ইতিহাসের আবৃত্তি না করিবে; সে পর্য্যন্ত এই অধঃপতিত জাতির উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। বঙ্গীয় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রোক্ত ইতিহাস দুইখানি যে অত্যধিক আদরের সামগ্রী হইয়াছে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গদেশের প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করিয়া সে সকল পবিত্র স্থানের আদি বৃতান্ত অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীহট্ট—শিবপাশা মাদ্‌রাসার **হেড মৌলভী খায়রুদ্দিন আহমদ** সাহেব লিখিয়াছেন,—

আপনি "মক্কা শরীফের ইতিহাস" ও "মদিনা-শরীফের ইতিহাস" এবং "ইসলাম-চিত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া মুসলমান সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, ইহা গৌরবের বিষয় বটে।

কিশোর গঞ্জ হইতে **মৌলভী আবদুল্লা** সাহেব লিখিয়াছেন,

আপনাদের "মদিনা-শরীফের ইতিহাস" ও "ইসলাম-চিত্র" পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। বিশেষতঃ সমাজের ঘোরতর দুর্দ্দিনে এই প্রকার গ্রন্থ প্রচারের জন্য গ্রন্থকারকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার নামে একখণ্ড "মক্কা-শরীফের ইতিহাস" পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

"সোলতানের" সহকারী সম্পাদক **দেওয়ান নসিরুদ্দিন আহমদ** সাহেব লিখিয়াছেন,—

"আপনার গ্রন্থগুলির ভাষা অতি উন্নত। এরূপ ভাষায় আমাদের জাতীয় দুর্ব্বোধ্য আরব্য ও পারস্য ভাষার শাস্ত্র গ্রন্থগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ হইলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। খোদা আপনাকে দীর্ঘায়ু করিয়া সমাজ সেবায় ব্রতী রাখুন ইহাই কামনা।"

টাঙ্গাইল হইতে মুন্‌শী আবদুল হামিদ খাঁ ইউসফজী লিখিয়াছেন—

"মহোদয়, আপনার লিখা উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত সুধীগণের অনুমোদনীয় পরিমার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন এবং শিক্ষনীয়। অনেক হিন্দু ব্রাহ্ম শ্রেষ্ট শ্রেষ্ট লিখকগণের লিখার সমতুল্য। ফলতঃ আপনি নব্য মুসলমান লিখক-দিগের মধ্যে একজন উজ্জ্বল রত্ন। যদিও আপনাকে চিনিনা, জানিনা, তথাপি আপনার পুস্তক গুলিই হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছে। দয়াময় পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবি এবং কীর্ত্তিশীল করুন।

ভারতী বলেন,—গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে মক্কার ইতিহাস বেশ সুশৃঙ্খল ধারা বাহিকতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ভাষাটুকু সুন্দর। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

বঙ্গবাসী বলেন—যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য বিষয় লিখিয়াছেন। যাঁহারা না পড়িয়াছেন, তাঁহাদের কাছে সবই নূতন।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন—মক্কা-শরীফ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই পবিত্র নগরীর ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় ছিলনা; মৌলভী সাহেবের যত্নে এত দিনে সে অভাব পূর্ণ হইল। আলোচ্য গ্রন্থে মক্কা-শরীফের সম্বন্ধে বহুবিধ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল এবং প্রাণস্পর্শী।

সমস্য বলেন,—বঙ্গভাষায় মক্কা-শরীফের ইতিহাস আর নাই। সুতরাং ইহার দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের এক বিশেষ অভাব পূর্ণ হইল। আমরা মনে করি, মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাও ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। ইহার ভাষা উত্তম ও সরল হইয়াছে। মৌলভী

সাহেবের লিখিবার ক্ষমতা আছে। আমরা আশা করি তিনি এই একখানি পুস্তক লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না।

চারুমিহির বলেন—গ্রন্থখানির ভাষা সুপাঠ্য। একজন আরবী পারসী পণ্ডিত মুসলমান এমন সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতে পারেন ইহা আহ্লাদের বিষয়। হিন্দু হইলেও পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছি।

রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ বলেন—এতৎপাঠে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই আরবের অন্তর্ভুক্ত "মক্কা-শরীফের" অতি প্রাচীন বিবরণ সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি জন্মিবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানির ভাষা সুললিত, মিষ্ট এবং বিশুদ্ধ হইয়াছে।

মোস্‌লেম-সুহৃদ বলেন—পবিত্র পুণ্যধাম মক্কা-শরীফের আদ্যোপান্ত ইতিহাস জানিয়া রাখা মুসলমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তজ্জন্য আমরা প্রত্যেক মুসলমানকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তকখানিতে মক্কা-শরীফের সমস্ত বিবরণই অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এবং অতি প্রাঞ্জল ভাষায় চারিটি অধ্যায়ে উহা সমাপ্ত করা হইয়াছে। আমাদের ভাগ্যে তাহা দেখিবার উপায় নাই। চক্ষে না দেখিলেও গ্রন্থকারের বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা তাহার অনেক তথ্য জানিতে পারিলাম।

সোলতান বলেন—গ্রন্থখানির ছাপা ও ভাষা সমস্তই সুন্দর। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য লিখিত হইয়াছে। আমরা এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

উপাসনা বলেন—মক্কা-নগরী পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রণালির অনুবর্ত্তিগণের প্রধান প্রধান তীর্থ স্থানের অন্যতম। এরূপ একটি মহাতীর্থের ইতিহাস জানিবার জন্য আগ্রহ জ্ঞানার্জ্জনার্থী মাত্রেরই পক্ষে

স্বাভাবিক। আমরা যত্ন পূর্ব্বক এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়াছি। এই ইতিহাস সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার আমাদের সকলেরই—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টীয়ান, সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, এই পুস্তক সর্ব্বজন পাঠ্য হইয়াছে। গ্রন্থকারের পরিশ্রম ও যত্নের ত্রুটি নাই। তিনি তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতেছি যে তিনি এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি ও উপকার করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত "মদিনা-শরীফের ইতিহাস" দেখিবার জন্য আমরা সমুৎসুক রহিলাম।

নব্য ভারত বলেন—ভাষা মধুর এবং প্রাঞ্জল। গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

আরতি বলেন—মক্কা মহাপুরুষ মোহাম্মদের জন্মস্থান। ভক্ত মুসলমানগণ পবিত্র মক্কাতীর্থ দর্শন জন্য ব্যাকুল। মক্কাতীর্থের নাম শুনিলে তাঁহাদিগের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এই পুণ্য ভূমির প্রতি রেণু পরমাণুর সহিত কত পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। হিন্দু মুসলমান উভয়ই এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিবেন। মৌলভী সাহেবের ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং ওজস্বিনী। গ্রন্থকারের শ্রম সফল হইয়াছে।

বাসনা বলেন—পবিত্রভূমি মক্কা মো-আজ্জমার এই সুরচিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাসখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বঙ্গভাষায় এ সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ। কাব্যের ভাষায় সুশৃঙ্খলার সহিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা এই শ্রেণীর সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

মদিনা-শরীফের ইতিহাস।

সোলতান বলেন—মদিনা-শরীফের ইতিহাসের কাগজ ও ছাপা ভাল। পুস্তকখানিতে পবিত্র মদিনা নগরীর বিস্তৃত ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। হজরতের জীবনের ঘটনাবলী এবং নগরীর প্রাচীন কীর্ত্তি ইত্যাদির বিষদ বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল এবং বর্ণনা প্রণালী বেশ শৃঙ্খলা সম্পন্ন।

আমরা পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি।

মোস্‌লেম সুহৃদ বলেন—গ্রন্থকারের লিখিত "মক্কা-শরীফের ইতিহাস" বঙ্গসাহিত্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের প্রতিভার পরিচয় নূতন করিয়া প্রদান করা বাহুল্য মাত্র। মদিনার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সাধারণ মুসলমানের বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় ছিলনা। মৌলভী সাহেব এতদিনে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের সেই ভয়ানক অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। মদিনা নগরীর ধূলি-রাশিও মুসলমানগণের নিরাময় থাকিবার মহৌষধি। সেই পবিত্র মদিনা নগরীর আমূল বৃত্তান্ত যাঁহারা অবগত হইতে চান, তাহারা এই গ্রন্থখানি ক্রয় করিয়া পাঠ করুন। আমরা প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতার হস্তে এই গ্রন্থখানি শোভা পাইতে দেখিলে সুখী হইব।

উপাসনা বলেন—এই পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি ও জ্ঞানলাভ করিয়াছি। "মক্কা-শরীফের ইতিহাস" লিখিয়া গ্রন্থকার বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে যশস্বী হইয়াছেন; এই পুস্তক তাঁহার সে যশঃ আরও উজ্জ্বল করিবে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন।

এই পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। পুস্তক খানি জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। শুদ্ধ

মুসলমান সমাজ বলিয়া নহে, বঙ্গের সকল সমাজেরই শিক্ষিত লোকের নিকট ইহা যে সমাদর পাইবে, এ প্রত্যাশা আমরা করি।

সময় বলেন—সময়ের পাঠকবর্গের নিকট মৌলভী সাহেব অপরিচিত নহেন। এই আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার রচনাশক্তির আরও উৎকর্ষ লাভের পরিচয় দিয়াছে। মক্কা এবং মদিনা এই দুইটি স্থানই মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই পবিত্র নগরীদ্বয়ের ইতিবৃত্ত লিখিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

বাসনা বলেন—মুসলমান বঙ্গসাহিত্যের সৌভাগ্য যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ একখানি অত্যাবশ্যক ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এতদিন এই প্রকার অনেক গ্রন্থের অভাব ছিল। এক্ষণে তাহা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। হিন্দু মুসলমান সকলেরই এ গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। ভাষা সরল; সহজ বোধ্য।

ইস্‌লাম প্রচারক বলেন—এই পুস্তক খানি মুসলমান-দিগের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। গ্রন্থকার ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকের ভাষাও বেশ সুন্দর হইয়াছে। পুস্তক খানির কাগজ এবং ছাপাও ভাল। আমরা মুসলমান মাত্রকেই এই "মদিনা শরীফের ইতিহাস" এক এক খানি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

(টেক্সবুক কমিটি কর্তৃক লাইব্রেরী ও পুরস্কারের জন্য মনোনীত)

বয়তুল-হারাম মস্‌জেদের দুইখানি ছবিসহ

জেরুসালমের ইতিহাস ।৷০ আনা ।

ইহা সত্যযুগের ইতিহাস,

অত্যাশ্চর্য্য এবং জ্বলন্ত সত্য ঘটনা সহ,

লক্ষ লক্ষ খৃষ্টীয়ান লক্ষ লক্ষ ও মুসলমানের জীবনাহুতি পূর্ণ

দশ দশটি ক্রুসেড্ বা জেহাদ

নামক মহাযুদ্ধের অভূতপূর্ব্ব ইতিহাস—

স্বাধীনতার উজ্জ্বল, মোহন সঠিক বিবরণ,

ধর্ম্ম-প্রাণ আরববাসিগণের একতার মহাবল

কোটি কোটি লোকের প্রাণ বলিদানের ইতিহাস।

রিপণ কলেজের প্রিন্সিপাল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম. এ.

লিখিয়াছেন,—

জেরুসালমের ইতিহাস গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। মুসলমানেরা জেরুসালমকে কিরূপ ভাবে দেখেন, তাহা কিছুই জানিতামনা। আপনার গ্রন্থে এই অভিনব দৃশ্যের পরিচয় পাইয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

স্থান ও ব্যক্তিগণের নাম করণে আপনি আরবী শব্দ ব্যবহার করায় পাঠকের অনেক উপকার হইয়াছে। ইংরেজী গ্রন্থে ঈহুদী ভাষাশ্রিত নাম যেরূপ বিকৃত হইয়া ব্যবহৃত হয়, তাহাতে প্রকৃত তথ্যের নিরূপণে ব্যাঘাত ঘটে। আপনার অবলম্বিত নামকরণে আমাদের মত অজ্ঞ লোকের অনেক স্থানে চক্ষু ফুটিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এই শ্রেণির গ্রন্থ আমার পক্ষে নূতন ; এরূপ গ্রন্থ অধিক আছে কিনা জানি না। ইহার প্রকাশ দ্বারা আপনি সাহিত্যের একটা অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। আপনার নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য আরো আশা করিবেন। ঈহুদী জাতির ইতিহাস এবং ইস্‌লামের ইতিহাস আপনার হাত হইতেই দেখিতে চাহি।

(মহামান্য গভর্ণমেণ্ট ও ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গ দেশীয় প্রত্যেক বালিকার জন্য পারিতোষিক ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।)

বাঙ্গালার কোহিনুর—

অন্তঃপুরের উজ্জ্বল প্রদীপ—

স্ত্রী-পাঠ্য গ্রন্থের পারিজাত—

আদর্শ-রমণী (প্রথম ভাগ ।০ আনা।)

আদর্শ-রমণী (দ্বিতীয় ভাগ ।৵০ আনা।)

এই গ্রন্থ দুইখানি রমণী সমাজের স্বর্ণ-মণি !

ধর্ম্মে কর্ম্মে স্বর্গ-পথ !!

এই মনোহর পুস্তক দুইখানি বালিকা, বধূ, সধবা, বিধবা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয় সহচরী।

ইহা—সংসার কর্ম্মে—প্রভাতের হাসি !

ইহা—যুগ যুগান্তের—অমৃত ফল !!

ভাষা—সরল, মধুর, সুললিত।

ছাপা—এণ্টিক কাগজে, চক্ চকে, ঝক্ ঝকে।

মলাট দর্শনে নয়ন মন বিমোদিত হইবে।

সাহিত্য সম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার সাহেব প্রণীত **আদর্শ-রমণী** এক খণ্ড পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহার আরম্ভেই বাঙ্গালী মুসলমান পরিবারের যে দুইটি গৃহচিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা আমার কাছে বড়ই সরস লাগিল—ইহাতে গ্রাম্য সংসার যাত্রার বাস্তব-চিত্র ও সরল বালিকার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ সেবারত জীবনের মাধুর্য্য সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে ঈশ্বর প্রাণা সাধ্বী রাবেয়ার পবিত্র চরিত খানি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

এই গ্রন্থখানি বাঙ্গলা দেশের বালিকা বিদ্যালয় সমূহে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি।

প্রবাসী বলেন—পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল; ভাষা সম্পদে পুস্তকের গৌরব বর্দ্ধিত।

ভারতী বলেন—লেখকের ভাষাটুকু সরল ও মিষ্ট; রচনায় বেশ একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। মুসলমান লেখকের এমন রচনা কুশলত আমরা অল্পই দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি হিন্দু মুসলমান সকলের নিকট আদর পাইবার যোগ্য।

শিক্ষা-সমাচার বলেন—আমরা আজ আনন্দের সহিত বলিতেছি, মৌলভী সাহেব কয়েকটি ইতিহাস বিশ্রুতা মুসলমান রমণীর মধুময় চরিত্র সরল সরস ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন।

ইস্‌লাম-রবি বলেন—মৌলভী সাহেব মুসলমান সমাজের উদীয়মান লেখক, তাঁহার লেখায় প্রাণ আছে, ভাব আছে, সুন্দর সুন্দর উপদেশও আছে। ছাপা কাগজ অতি সুন্দর। ক্ষুদ্র বালিকাদিগকে

নীতি শিক্ষা দিতে, ধর্ম্মে মতি, সাধ্বী সতী করিতে, গৃহকার্য্যে নিপুণা করিয়া তুলিতে যেরূপ পুস্তকের দরকার, **আদর্শ-রমণী** তাহার মধ্যে একখণ্ড। ভাষা সরল ও সহজে বোধগম্য।

উপাসনা বলেন—কয়েকটি ঐতিহাসিক ও গ্রাম্য চরিত্র লইয়া এই পুস্তক রচিত। ভাষা **প্রাঞ্জল** ও সুললিত।

দ্বিগুণ কলেবরে অভিনব সংস্করণ—

ইস্‌লাম-চিত্র ও সমাজ-চিত্র ।৵০

এই গ্রন্থখানিতে বর্ত্তমান অধঃপতিত মুসলমান সমাজের বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সমাজের ছোট বড়—সকল ব্যক্তিরই প্রকৃত দোষ উল্লিখিত হইয়াছে। কি কি কারণে ভারতবর্ষের রাজস্থানীয় মুসলমানগণ দীন হীন ও পথের কাঙ্গাল হইয়া সকলের নিকট ঘৃণিত, অপমানিত হইতেছে, তাহার কারণ স্পষ্টভাবে সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক দোষের উল্লেখ করিয়া, তাহা নিবারণের উপায়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। এমন একখানি পুস্তক প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির ঘরে থাকাই নিতান্ত প্রয়োজন।

ইস্‌লাম-চিত্র মুসলমান সমাজের ছায়া-চিত্র। ইহাতে বর্ত্তমান মুসলমানদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ আছে।

ভারতী বলেন—লেখক অল্পায়তনের মধ্যে মুসলমান সমাজের দোষাদি নিরূপণ ও তন্নিবারণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লেখকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও সরল।

প্রবাসী বলেন—ইস্‌লাম-চিত্রে দুইটি কবিতা ও একটি প্রবন্ধ এবং সমাজ-চিত্রে নয়টি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "উত্থান-গীতি" শীর্ষক কবিতাটি 'লক্ষ্যভ্রষ্ট' মোস্‌লেম ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে জাতীয়ভাব সঞ্চারিত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। কবিতাটির সর্ব্বত্রই একটা উদ্দীপনার ভাব পরিস্ফুট। সমাজ-চিত্রের অন্তর্ভুক্তগুলির আদর্শ জাতি ধর্ম্ম ভেদে সকলেই গ্রহণ করিতে পারেন।

মোস্‌লেম সুহৃদ বলেন—কয়েকটি পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধ দিয়া গ্রন্থখানি সমাপ্ত করা হইয়াছে। গদ্য প্রবন্ধ কয়টি সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গীয় অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করিবার জন্য এরূপ গ্রন্থ যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল। গ্রন্থকারের লিখিবার ক্ষমতা আছে। আমরা ইস্‌লাম-চিত্র পাঠ করিয়া বাস্তবিকই সুখী হইয়াছি।

আরতী বলেন—এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থের বিষয়গুলি সময়োপযোগী।

মৌলভী সাহেব একজন ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মের "গোরামী" নাই। তিনি উন্নতিশীল দলের লোক।

বাসনা বলেন—সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় গুটীকত গদ্য-পদ্য সন্দর্ভ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলিতে বেশ চিন্তাশীলতা, আন্তরিকতা আছে।

মুরাদনগর হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার—

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি. এ.

মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"ইস্‌লাম-চিত্র" পাঠে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। পুস্তকখানা সময়োপযোগী ও হৃদয় গ্রাহী, সন্দেহ নাই।

লাঞ্ছিত জাতির প্রাণ মাতানো উত্থান-গীতি—

ইস্‌লাম-সঙ্গীত।

সঙ্গীত প্রাণের ভাষায় কথা বলে, সেইগুণে সঙ্গীত মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া প্রাণ গলাইয়া তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এহেন সঙ্গীতের বিশ্বমুখী শক্তির প্রভাবে পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে দুর্ব্বল মুসলমান-দিগের প্রাণে প্রাণে যাহাতে একই উন্নতির আশা জাগিয়া উঠে, সেইজন্যই

ইস্‌লাম-সঙ্গীত

প্রচার করিয়াছি। রঙ্গিন কাগজে, রঙ্গিন কালীতে ছাপা, পকেট সংস্করণ। মূল্য—মাত্র /০ এক আনা।

প্রাইজ ও উপহারের তিনখানি গ্রন্থ।

হজরতের জীবনী।

তিন রঙ্গের বহু চিত্রে পরিশোভিত।

এমন মনোহারিণী ভাষায়, এমন অভিনব সাজে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা হজরত মোহাম্মদের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবনী এই নূতন বাহির হইল। বিলাতী এন্টিক কাগজে লাল ও ব্লু কালিতে দুই রঙ্গে মনোহর ছাপা, নয়ন-মন-মুগ্ধকর সিল্কের কাপড়ে বিলাতী বাঁধাই; সোণার জলে চক্‌চকে নাম লেখা। এমন উজ্জ্বল চরিত্রমাধুর্য্য, এমন চিত্তাকর্ষক জীবনী গ্রন্থ বঙ্গভাষায় নিতান্তই দুর্ল্লভ। ভাষা অতি সরল। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

নূরজাহান বেগম।

সম্রাট্ জাহাঁগীর ও রাজ্ঞী নূরজাহানের যুগলমূর্ত্তি

চারি রঙ্গে স্বর্ণ বিমণ্ডিত।

সুললিত মধুর ভাষায় লিখিত ; ফ্যান্সি বর্ডার দিয়া দুই রঙ্গের কালিতে বিলাতী এন্টিক কাগজে মোহন বেশে, মনোহর সাজে সুসজ্জিত। বহু রঙ্গের সুচারু চিত্তবিনোদক মলাট দেখিলে আনন্দে আত্মহারা হইবে,—চোখ দুইটি পলকহীন হইবে। এমন চিত্ততোষিণী বই আজ পর্য্যন্ত বাজারে বাহির হয় নাই। অথচ মূল্য অতি সামান্য ॥০ আনা মাত্র। সিল্কের বাঁধাই ৸০ বার আনা।

মোসাম্মাৎ রাহাতুন্নেছা খাতুন প্রণীত—

দেবী রাবিয়া।

বিলাতী এন্টিক কাগজে দুই রঙ্গে ছাপা, তিন রঙ্গের সুন্দর মলাট। এমন মধুর ঈশ্বর-প্রেম, এমন নিষ্কাম করুণ প্রার্থনা, এমন কোমার্য্যব্রতের বিশ্ববরণীয় গৌরবোজ্জ্বল মহিমা, এমন ভাগ্যচক্রের লীলা খেলা, দুঃখের এমন ঘাত-প্রতিঘাত—সর্ব্বোপরি এমন উজ্জ্বল মনোহর চিত্তাকর্ষক ঘটনা আর কোথাও নাই। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

সচিত্র শিশু-সোপান ... ... ৵০ আনা।
আদর্শ নূতন পত্র দলিল শিক্ষা ... ।৵০ আনা।
আদর্শ বস্তু উপলক্ষে-শিক্ষা ... ।০ আনা।
স্বপ্ন-বিচার (স্বপ্নের ফলাফলের বিবরণ) ... ।০ আনা।
কল্প-কাহিনী (গল্পের বই—পকেট সংস্করণ)... ।৵০ আনা।

এস, এণ্ড কোং

বনগ্রাম, গফরগাঁও ; ময়মনসিংহ।

।

মূর্ত্তি

র কালিতে
জ্জিত। বহু
হইবে,—
আজ পর্য্যন্ত
আনা মাত্র।

ন্দর মলাট।
ামার্য্যব্রতের
লা, দুঃখের
কর্ষক ঘটনা

০ আনা।
৵০ আনা।
০ আনা।
০ আনা।
৵০ আনা।

সিংহ।

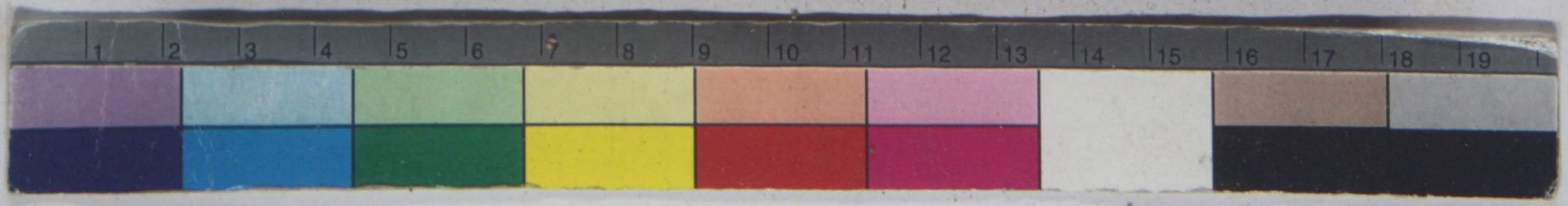
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

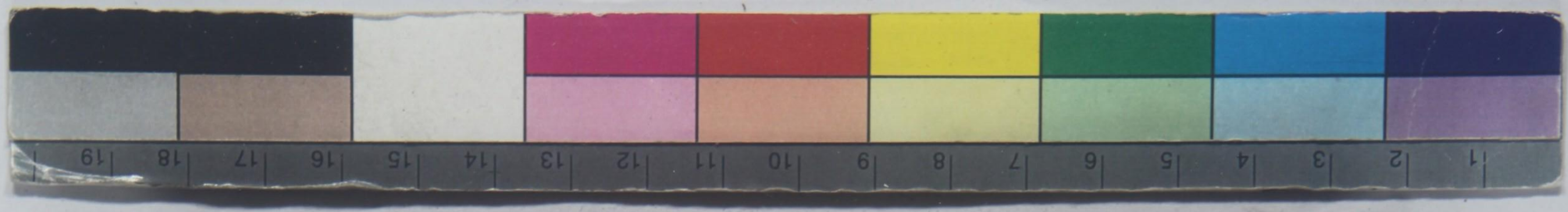
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

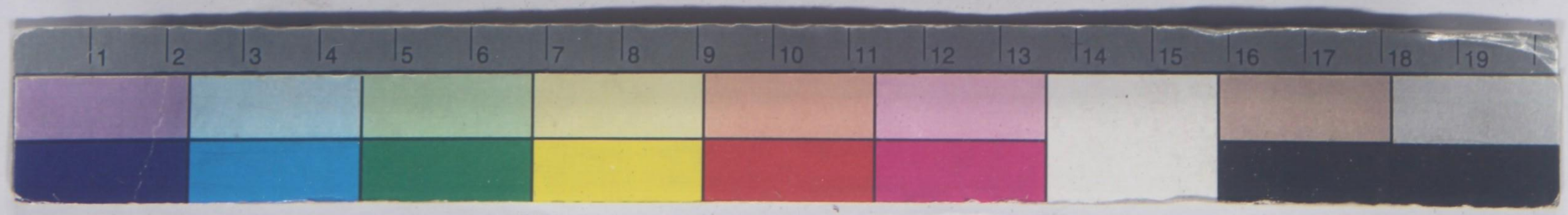
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19